॥ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

দশমঃ স্কন্ধঃ

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি সর্ব্বে সুসংরব্ধা বাহানারুহ্য দংশিতাঃ।
স্বৈঃ স্বৈর্ব্বলৈঃ পরিক্রান্তা অন্বীয়ুর্ধৃতকার্ম্মুকাঃ ॥ ১ ॥

১। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুক উবাচ [হে রাজন্!] ইতি (অহো ধিক্মান্ ইত্যেবং বদন্তঃ) সর্ব্বে সুসংরব্ধাঃ (অতি ক্রোধাবিষ্টাঃ) দংশিতাঃ (কৃতকবচবন্ধনাঃ) ধৃতকার্ম্মুকাঃ (ধনুর্দ্ধারিণঃ) সর্ব্বে স্বৈঃ স্বৈঃ (স্বকীয়ৈঃ) বলৈঃ (সৈন্যৈঃ) পরিক্রান্তা (পরিবেষ্টিতা সন্তঃ) বাহান্ (অশ্বাদীনি বাহনানি) আরুহ্য অন্বীয়ুঃ (পশ্চাৎ ধাবিতা বভূবুঃ)

১। **মূলানুবাদঃ** ৫৪ অধ্যায়ে জরাসন্ধাদিকে পরাজিত এবং রুক্মীকে বিরূপকরণ—রুক্মিণীকে প্রবোধ দান এবং দ্বারকায় কৃষ্ণ-রুক্মিণীর বিবাহ উৎসব বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ 'হায় হায়! আমাদিকে ধিক্' এইরূপে সকলে নিজেদের ধিক্কার করত নিরতিশয় ক্রোধ সহকারে কবচ বন্ধন ও ধনুর্ধারণ পূর্বক নিজ নিজ সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে অশ্বাদি যানারোহণে কৃষ্ণাদির পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হল।

১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** বাহান্ গজাদীনারুহেতি, ধৃতকার্ম্মুকা ইতি চ পুরা বিমূঢ়ত্বেন উজ্ঝিতাস্ত্রতয়া গজাদিভ্যো ভূমৌ পতনাৎ ॥ জী০ ১ ॥

১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ বাহান্**—গজাদিতে আরোহন করত এবং **ধৃত কার্ম্মুকা ইতি**—ধনুর্ধারী জরাসন্ধাদির সৈন্যসকল পরে 'বিমূঢ়' অর্থাৎ মূর্ছাগত হওয়ায় গজাদি থেকে ভূমিতে পতিত হয়ে কৃষ্ণাদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হল ॥ জী০ ১ ॥

তানাপতত আলোক্য যাদবানীকযূথপাঃ।
তস্থুস্তৎসম্মুখা রাজন্ বিস্ফূর্জ্য স্বধনূংষি তে ॥ ২ ॥

২। **অন্বয়ঃ** হে রাজন্ পরীক্ষিৎ! তে (শ্রীবলদেবেন সহ আগত) যাদবানীকযূথপাঃ (যাদবানাং 'অনীকানি' সৈন্যানি, তেষাং যূথাঃ সমূহাঃ তান্ 'পাঃ' পান্তি রক্ষন্তীতি তথা, শ্রীবলদেবাদয় ইত্যর্থঃ) আপততঃ (স্বাভিমুখং আগতান্) তান্ (জরাসন্ধ প্রমুখান্ নৃপান্) আলোক্য (দৃষ্ট্বা) স্বধনূংষি (স্বকীয়ানি অসাধারণানি ধনূংষি) বিস্ফূর্জ্য (টঙ্কারয়িত্বা) তৎসম্মুখাঃ (তেষাং অভিমুখাঃ সন্তঃ) তস্থুঃ (স্থিতাঃ)।

২। **মূলানুবাদ**ঃ হে রাজা পরীক্ষিৎ! শ্রীকৃষ্ণৈক প্রিয় শ্রীবলদেব প্রভৃতি যাদব-সৈন্যাধিপতিগণ সেই জরাসন্ধ প্রমুখ নৃপগণকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হতে দেখে নিজেদের অসাধারণ ধনুকের টঙ্কার দিয়ে তাদের সম্মুখীন হলেন।

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা**ঃ চতুষ্পঞ্চাশত্তমেঽরিজয়ো রুক্মিবিরূপতা।
ভৈষ্ম্যাঃ প্রবোধ উদ্বাহো দ্বারকায়ামিতীর্য্যতে ॥ বি° ১ ॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ**ঃ ৫৪ অধ্যায়ে জরাসন্ধাদি বিপক্ষ বীরদের পরাজিত এবং রুক্মীকে বিরূপতাকরণ—রুক্মিণীকে প্রবোধ দান এবং দ্বারকায় কৃষ্ণরুক্মিণীর বিবাহ-উৎসব বর্ণিত হয়েছে ॥ বি° ১ ॥

২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা**ঃ ত ইতি পূর্ব্বমেতদর্থমেব শ্রীরামেণ সহাগতাঃ প্রসিদ্ধাশ্চ য ইত্যর্থঃ। স্বান্যসাধারণানি ধনূংষি ॥ জী° ২ ॥

২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ**ঃ ত ইতি—এই তারা কারা? এরই উত্তরে—পূর্বে এই প্রয়োজনই শ্রীরামের সহিত আগত এবং প্রসিদ্ধও যারা। স্বধনূংষি—নিজেদের অনন্যসাধারণ ধনুতে।
(সনাতন—তে—যারা শ্রীবলদেবের সহিত পূর্বেই এসেছিল কৃষ্ণের সাহায্যার্থে সেই বীরগণ। মহাবল-পরাক্রমাদি দ্বারা প্রসিদ্ধ কিম্বা শ্রীকৃষ্ণেরই একান্ত প্রিয় যাদবদের সৈন্যসমূহ, যাদবানীকযূথপা ঐ সৈন্য সকলের যূথপতি শ্রীবলদেবাদি। স্বধনূংষি—এই যূথপতিদের অসাধারণ ধনুতে বিস্ফূর্জ্য—টঙ্কার দিয়ে। রাজন্—অতিশয় হর্ষে রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন ॥ শ্রীসনাতন ॥] ॥ জী° ২ ॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** বিস্ফূর্জ্য টঙ্কারয়িত্বা ॥ বি° ২ ॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** বিস্ফূর্জ্য—ধনুকে টঙ্কার দিয়ে ॥ বি° ২ ॥

অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে রথোপস্থেঽস্ত্রকোবিদাঃ।
মুমুচুঃ শরবর্ষাণি মেঘা অদ্রিষ্বপো যথা ॥ ৩ ॥

পত্ত্যুর্ব্বলং শরাসারৈশ্ছন্নং বীক্ষ্য সুমধ্যমা।
সব্রীড়মৈক্ষৎ তদ্বক্ত্রং ভয়বিহ্বললোচনা ॥ ৪ ॥

৩। **অন্বয় ঃ** মেঘাঃ অদ্রিষু অপঃ (জলানি) যথা [মুঞ্চন্তি তথা] অস্ত্রকোবিদাঃ (যুদ্ধনিপুণাঃ) [তে] অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে রথোপস্থে (রথানাং উপরিস্থঃ প্রদেশে চ স্থিতাঃ সন্তঃ) শরবর্ষাণি মুমুচুঃ (যাদবসৈন্যে বাণবৃষ্টিং কৃতবন্তঃ ইত্যর্থঃ)।

৩। **মূলানুবাদ ঃ** তখন যুদ্ধনিপুণ জরাসন্ধাদি বীরগণ অশ্বপৃষ্ঠে-গজস্কন্ধে-রথোপরি আসনে অবস্থিত থেকে যাদবসৈন্যের প্রতি বাণবৃষ্টি করতে লাগলো। মেঘমালার পর্বতোপরি বারিবর্ষণের মতো।

৪। **অন্বয় ঃ** সুমধ্যমা [সা রুক্মিণী] পত্ত্যুঃ বলং (সৈন্যং) শরাসারৈঃ (বাণানাং 'আসারৈঃ' বেগবদ্‌ভির্বৈঃ) ছন্নং (ব্যাপ্তং) বীক্ষ্য ভয়বিহ্বললোচনা [সতী] তদ্‌বক্ত্রং (তস্যপত্ত্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মুখারবিন্দং) সব্রীড়ং ঐক্ষৎ (ঐক্ষত)।

৪। **মূলানুবাদ ঃ** নারীর সৌন্দর্যদ্যোতক কৃশকটিদেশা রুক্মিণীদেবী ঐ বাণনিবহের প্রবল বর্ষণে পতির সৈন্যদের সমাচ্ছন্ন দেখে ভয়বিহ্বলা হয়ে তাঁর পতির মুখারবিন্দের দিকে লজ্জিত নয়নে চেয়ে রইলেন।

৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** রথোপস্থে তদুপরিস্থিত-নীড়ে, কোবিদা যুদ্ধাভিজ্ঞা জরাসন্ধমুখাঃ॥ জী° ৩ ॥

৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ রথোপস্থে ইতি**—রথের উপরিস্থিত উপযুক্ত স্থানে **কোবিদা**—যুদ্ধাভিজ্ঞা জরাসন্ধমুখা] ॥ জী° ৩ ॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অদ্রিষ্বিতি। তে শরা যদূনামকিঞ্চিৎকরা অভূবন্নিতি ভাবঃ ॥বি° ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মেঘা অদ্রিষ্বপো যথা**—জলধররাশি পর্বতোপরি যেমন বারিবর্ষণ করে ॥বি° ৩ ॥

৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** সুমধ্যমেতি—লজ্জয়া নম্রত্বেন ভঙ্গুরমধ্যাত্বব্যক্তেঃ ॥ জী° ৪ ॥

৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ সুমধ্যমা ইতি**—লজ্জায় নম্রতা হেতু কটিদেশের ভঙ্গ প্রবণতা ব্যক্ত হয়েছে। যা নারীর সৌন্দর্যের দ্যোতক ॥ জী° ৪ ॥

প্রহস্য ভগবানাহ মাস্ম ভৈর্বামলোচনে।
বিনঙ্ক্ষ্যত্যধুনৈবৈতৎ তাবকৈঃ শাত্রবং বলম্ ॥ ৫ ॥

তেষাং তদ্বিক্রমং বীরা গদসঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
অমৃষ্যমাণা নারাচৈর্জঘ্নুর্হয়গজান্ রথান্ ॥ ৬ ॥

৫। **অন্বয়** ঃ ভগবান্ (সাক্ষাৎ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রহস্য (উচ্চৈর্হসিত্বা) আহ বামলোচনে (হে মনোহরাক্ষি !) মাস্ম ভৈঃ (ভয়ং মা কুরু) এতৎ শাত্রবং (শত্রুপক্ষীয়ং) বলং (সৈন্যং) অধুনা এব তাবকৈঃ (ত্বদীয়ৈঃ বলৈঃ) বিনঙ্ক্ষ্যতি (বিনাশং যাস্যতি)

৫। **মূলানুবাদ** ঃ সাক্ষাৎ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ উচ্চকণ্ঠে হাসতে হাসতে বললেন—হে মনোহরাক্ষি ! ভয় করো না, এখনই তোমার সৈন্যের দ্বারা শত্রুসৈন্য বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

৬। **অন্বয়** ঃ গদ-সঙ্কর্ষণাদয়ঃ বীরাঃ তেষাং (রিপক্ষাণাং) তদ্বিক্রমং অমৃষ্যমাণাঃ (অসহমানাঃ) [সন্তঃ] নারাচৈঃ (নারাচ নামক তীক্ষ্ণবাণৈঃ) হয়-গজান্-রথান্ জঘ্নুঃ (বিনাশয়ামাসুঃ)।

৬। **মূলানুবাদ** ঃ শত্রুসৈন্যদের সেই স্বাভাবিক বিক্রম সহ্যের বাইরে চলে যাওয়ায় শ্রীগদ-বলদেবাদি বীরগণ নারাচ নামক তীক্ষ্ণ লৌহময় বাণে তাদের অশ্ব-গজ-রথনিবহ বিনাশ করতে লাগলেন।

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ ঐক্ষৎ ঐক্ষত। বি° ৪ ॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **ঐক্ষৎ**—নিরীক্ষণ করতে লাগলেন ॥ বি° ৪ ॥

৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ প্রহস্যেতি—নির্ভয়ে তস্যাভয়দর্শনাৎ তন্নিরসনেচ্ছাতশ্চ; হে বামলোচনে ইতি সম্বোধনম্; তদানীমাত্মনি প্রথমার্পিত-তৎসৌন্দর্য্যবিশেষানুভবেন সুখাভিব্যক্তেঃ। তাবকৈর্হেতুভির্বিনঙ্ক্ষ্যতি, স্বয়মেব মরিষ্যতি। তাবকত্বনির্দ্দেশস্তস্যাং পরমপ্রণয়ব্যঞ্জকঃ। বহুত্বং স্বসৈন্যস্য বাহুল্যব্যঞ্জকং শত্রুবলস্যৈকত্বং চ স্বল্পপ্রায়ত্বব্যঞ্জকম্। তচ্চ সর্ব্বং তস্যা এবাশ্বাসনার্থম্ ॥ জী° ৫ ॥

৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **প্রহস্যেতি**—ভয়শূন্য স্থানে শ্রীরুক্মিণীর ভয়দর্শন হেতু ও উহা নিরসন ইচ্ছায় উচ্চকণ্ঠে হাসতে হাসতে নববধূকে সম্বোধন করলেন। হে **বামলোচনে**—মনোহরাক্ষি ! তৎকালে নিজের হৃদয়ে প্রথমার্পিত নববধূর সৌন্দর্য্য বিশেষ অনুভবের সুখ-অভিব্যক্তি হেতু এই সম্বোধন। **বিনঙ্ক্ষ্যতি ইতি**—তোমার নিজসৈন্যের পরাক্রমের সম্মুখে উহারা নিজে

পেতুঃ শিরাংসি রথিনামশ্বিনাং গজিনাং ভুবি।
সকুণ্ডলকিরীটানি সোষ্ণীষাণি চ কোটিশঃ ॥ ৭ ॥

হস্তাঃ সাসিগদেষ্বাসাঃ করভা উরবোঽঙ্ঘ্রয়ঃ।
অশ্বাশ্বতরনাগোষ্ট্রখরমর্ত্ত্যশিরাংসি চ ॥ ৮ ॥

৭-৮। **অন্বয়ঃ** [তদা] রথিনাং (রথা এষাং সন্তীতি তে তেষাং—রথারূঢ়ানাং) অশ্বিনাং (অশ্বারূঢ়ানাং) গজিনাং (গজারূঢ়ানাং সৈন্যানাং) চ কোটিশঃ সকুণ্ডলকিরীটানি—সোষ্ণীষাণি (উষ্ণীষ যুক্তানি) [চ] শিরাংসি ভুবি পেতুঃ (পতিতবন্ত) ।

(তথা, তেষাং) সাসিগদেষ্বাসাঃ (অসিশ্চ গদা চ 'ইষ্যাসঃ' ধনুশ্চ তৈঃ সহ বর্ত্তমানাঃ) হস্তাঃ করভাঃ (মণিবন্ধাৎ কনিষ্ঠা পর্যন্তং করস্য বহির্ভাগাঃ) উরবঃ (উরুভাগাঃ) অঙ্ঘ্রয়ঃ (পাদাঃ) [তথা] অশ্বাশ্বতর নাগোষ্ট্রখরমর্ত্ত্যশিরাংসি (অশ্বা, 'অশ্বতরাঃ' গর্দভাৎ অশ্বায়াং জাতাঃ পশবঃ, 'নাগাঃ' গজাঃ, উষ্ট্রাঃ, 'খরাঃ' গর্দভাঃ 'মর্ত্ত্যা' মানবাঃ—তে তেষাং শিরাংসি চ পেতুঃ) ।

৭-৮। **মূলানুবাদঃ** তখন রথারোহী-অশ্বারোহী ও গজারোহী সৈন্যদের কুণ্ডল-কিরীট মণ্ডিত-উষ্ণীষ যুক্ত কোটি কোটি মস্তক ভূতলে পতিত হতে লাগল।

তথা তাদের অসি-গদা-ধনু সমন্বিত হাত-করভা অর্থাৎ কনুইর নীচের থেকে হাতের কব্জী পর্যন্ত অংশ, উরুভাগ, পা এবং অশ্ব, অশ্বতর, হস্তী-উট-গর্দভ ও মানুষের মাথা এবং পতাকা প্রভৃতি ছিন্ন হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

নিজেই বিনষ্ট হবে। এখানে তাবকত্ব নির্দেশ অর্থাৎ যাদব সেনারা যে এই নববধূরই, এরূপ নির্দেশ। নববধূতে পরম প্রণয়ব্যঞ্জক। **তাবকৈঃ**—নিজসৈন্যের বহুবচন প্রয়োগ বাহুল্য ব্যঞ্জক আর 'শাত্রবং বলং' এরূপে শত্রুপক্ষের সৈন্যদের বেলায় একবচন প্রয়োগ স্বল্পতা ব্যঞ্জক। এ সবকিছুই বলা হল দেবীকে আশ্বাস দেওয়ার জন্য ॥ জী° ৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ মাস্ম ভৈঃ মাভৈষীঃ। তাবকৈরস্মাভিঃ স্বেষাং স্বদীয়ত্বনির্দেশস্তস্যাং পরমপ্রণয়ব্যঞ্জকঃ ॥ বি° ৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মাস্ম ভৈঃ**—ভয় পেও না **তাবকৈঃ**—এখানে নিজের সৈন্যদের নববধূর সৈন্য বলে নির্দেশ তাঁর প্রতি পরম প্রণয়ব্যঞ্জক ॥ বি°৫ ॥

৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** তদ্বিক্রমমিতি—সমাসেন বিক্রমস্য তাদৃশত্বং স্বাভাবিকং দর্শয়তি—নীলোৎপলমিতিবৎ। অমৃষ্যমাণা অসহমানা গদস্যাদৌ উক্তির্ভক্তিবিশেষেণাগ্রে ভবনাৎ

হন্যমানবলানীকা বৃষ্ণিভির্জ্জয়াকাঙ্ক্ষিভিঃ।
রাজানো বিমুখা জগ্মুর্জ্জরাসন্ধপুরঃসরাঃ ॥ ৯ ॥

৯। **অন্বয়ঃ** জয়াকাঙ্ক্ষিভিঃ (জয়াভিলাষিভিঃ) বৃষ্ণিভিঃ (যাদবসৈন্যৈঃ) হন্যমানবলানীকাঃ (হন্যমানানি 'বলানীকানি' সৈন্যসমুদায়াঃ যেষাং তে) জরাসন্ধপুরঃসরাঃ (জরাসন্ধপ্রমুখা) রাজানঃ বিমুখাঃ (সন্ত) জগ্মুঃ (পলায়নং চক্রু)।

৯। **মূলানুবাদ ঃ** অনন্তর জয়াকাঙ্ক্ষী যাদবগণ কর্তৃক সৈন্যনিবহ নিহত হতে থাকলে জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ যুদ্ধে পরামুখ হয়ে পলায়ন করল।

হয়ানামতিচঞ্চলত্বাৎ প্রথমং হয়ানাং, ততো গজানাং স্থূল-স্থূলত্বাৎ সর্ব্বান্তে পরাজয়-পূর্ণতেচ্ছয়া সর্ব্বতো মুখ্যানাং রথানামিতি নির্দ্দেশক্রমাভিপ্রায়ঃ ॥ জী° ৬ ॥

৬। **শ্রীজীব বৈ. তো. টীকানুবাদ ঃ—তদ্বিক্রমঃ**— এই বাক্যটি সমাসবদ্ধভাবে থাকায় বিক্রমের তাদৃগতা যে স্বাভাবিক, তাই দেখান হল। নীলোৎপল শব্দটিতে নীল রংটি 'উৎপল' অর্থাৎ পদ্ম শব্দটির সহিত সমাসবদ্ধ অবস্থায় থাকায় যেমন পদ্মটি যে স্বভাবতই নীল এরূপ বুঝা যায় সেরূপই এখানেও এদের বিক্রমের স্বাভাবিকতা বুঝা যাচ্ছে। **অধৃষ্যমাণা—** অসহমানা। কৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভাই-গদের নামটি প্রথমে উক্ত হল ভক্তি বিশেষে অগ্রে স্থিতি হেতু। শত্রুপক্ষের অশ্বাদির ধ্বংসের ক্রমটি এরূপ, যথা—**হয়গজান্**—অশ্ব অতি চঞ্চল হওয়া হেতু ধ্বংস করলেন প্রথমেই. হস্তী স্থূলকায় হওয়া হেতু সকলের শেষে। সর্বান্তে রথধ্বংস করা হল শত্রুপক্ষের পরাজয় পূর্ণতা ইচ্ছায় ॥ জী° ৬ ॥

৭। **শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা ঃ** পেতুরিতি যুগ্মকম্। রথ্যাদীনাঞ্চ যথাপূর্ব্বং যুদ্ধে শ্রৈষ্ঠ্যাত্তত্তৎক্রমেণ শিরঃপতনং. কুণ্ডলাদীনাং যথাসম্ভবং সমুচ্চয়ঃ পার্থক্যঞ্চ ইতি তেষামাধিক্যসূচনেন বীরেষু মহত্ত্বং সূচিতম্; কোটিশ ইত্যস্য পরত্রাপি সর্ব্বৈরন্বয়ঃ ॥ জী° ৭ ॥

৭। **শ্রীজীব বৈ. তো. টীকানুবাদ ঃ পেতুঃ**—'ভূমিতে পতিত হতে লাগল। এই বাক্যটি ৭-৮ এই দুটি শ্লোকেই অন্বিত করে, একসঙ্গে ব্যাখ্যা। **রথিনাম ইতি**—রথারোহী, অশ্বারোহী ইত্যাদি যথাক্রমে যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ হওয়া হেতু সেই সেই ক্রমে 'শিরপতন। কুণ্ডলাদির যথা সম্ভব সংযুক্ত এবং পৃথক্ পৃথক ভাবে অবস্থান যুদ্ধক্ষেত্রে—এইরূপে এদের আধিক্য সূচনের দ্বারা যোদ্ধাদের আধিক্য সূচিত হচ্ছে। পরেরও **কোটিশঃ**—কোটি কোটি অর্থাৎ অসংখ্য শব্দটি 'শিরপতনাদি' সর্বত্র অন্বয় ॥ জী° ৭ ॥

৬-৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তত্তদা স চাসৌ বিক্রমশ্চ তমিতি বা ॥ বি° ৬-৭ ॥

৬-৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তৎবিক্রমকং**—'তং' তদা। বা সেই বিক্রম ॥ বি° ৬-৭ ॥

শিশুপালং সমভ্যেত্য হৃতদারমিবাতুরম্।
নষ্টত্বিষং গতোৎসাহং শুষ্যদ্বদনমব্রুবন্ ॥ ১০ ॥

১০। **অন্বয় ঃ** [তে] হৃতদারমিবাতুরম্, (যথা হৃতদারঃ কাশ্চিদাতুর ভবতি তথাভূতম্) নষ্টত্বিষং (নষ্টা 'ত্বিট্' কান্তির্যস্যতং) গতোৎসাহং শুষ্যদ্বদনম্, শিশুপালং সমভ্যেত্য (উপগম্য) অব্রুবন্ (বক্ষ্যমাণ বিষয়ং কথয়ন্তি স্ম)

১০। **মূলানুবাদ ঃ** পলায়ন করত তারা হৃতদার সদৃশ ব্যাকুল, নিষ্প্রভ, নিরুৎসাহ, শুষ্কমুখ শিশুপালের নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন বক্ষ্যমাণ বিষয়।

৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** করভা ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র 'মণিবন্ধাদাকনিষ্ঠং করস্য করভো বহিঃ' ইত্যনুসারেণ লক্ষণয়ৈব প্রকোষ্ঠাবচনম্। প্রকোষ্ঠস্তদুপরিভাগঃ, পক্ষে ক্রমনিম্নত্বাৎ করভা ইব করভা ইতি ॥ জী০ ৮ ॥

৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ করভা ইতি**— করভাঃ প্রকোষ্ঠা অর্থাৎ কনুইর নীচে থেকে 'মণিবন্ধ' হাতের কব্জী পর্যন্ত অংশ ॥ জী০ ৮ ॥

৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** জয়কাশিভির্জিতকাশিভিঃ, 'জিতকাশী জিতাহবঃ' ইতি ক্ষীরস্বামী। জয়কাঙ্ক্ষিভিরিতি পাঠঃ স্পষ্ট ॥ জী০ ৯ ॥

৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ জয়কাশিভিঃ**—[সনাতন—**জয়কাশিভিঃ**— 'জয়ংকাশয়িতুং' জয় প্রকাশ করাই স্বভাব যাঁদের সেই যাদবরা, অথবা 'জয়ঃ' শ্রীকৃষ্ণ উহাকে প্রকাশনশীল সেই ভক্তশ্রেষ্ঠদের দ্বারা।]

জিতকাশিভিঃ—ক্ষীরস্বামী কৃত অমরকোষে এর অর্থ 'জিতাহব' এই শব্দটির পাঠান্তর 'জয়কাঙ্ক্ষিভিরিতি' যা স্পষ্ট ॥ জী০ ৯ ॥

১০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** নষ্টত্বিষমিত্যাদিনা ত্বিড়্নাশাদিনা কায়মনোবাচাং ক্রমেণ শক্ত্যপক্রম উহ্যঃ ॥ জী০ ১০ ॥

১০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ নষ্টত্বিষং**—নষ্টপ্রভা ইত্যাদি দ্বারা কায়-মনবাক্য ক্রমানুসারে শিশুপালের শক্তিনাশ অনুমিত হচ্ছে ॥ জী০ ১০ ॥

৮-১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** করভাঃ 'মণিবন্ধাদাকনিষ্ঠং করস্য করভো বহি'রিত্যমরঃ ॥ বি০৮-১০ ॥

ভো ভোঃ পুরুষশার্দ্দূল দৌর্ম্মনস্যমিদং ত্যজ।
ন প্রিয়াপ্রিয়য়ো রাজন্ নিষ্ঠা দেহিষু দৃশ্যতে ॥ ১১ ॥

যথাদারুময়ী যোষিৎ নৃত্যতে কুহকেচ্ছয়া।
এবমীশ্বরতন্ত্রোঽয়মীহতে সুখ-দুঃখয়োঃ ॥ ১২ ॥

১১। **অন্বয়ঃ** ভো ভোঃ পুরুষশার্দ্দূল! (পুরুষ শ্রেষ্ঠ!) ইদং দৌর্ম্মনস্যং (মনোদুঃখং) ত্যজ [যতঃ] রাজন্! দেহিষু (দেহিনাং মধ্যে) প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ (সুখ-দুঃখয়ো) নিষ্ঠা (স্থৈর্য্যং) ন দৃশ্যতে।

১১। **মূলানুবাদ** ঃ ভো ভোঃ পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই মনোদুঃখ ত্যাগ কর। যেহেতু হে রাজন্! নানা দেহে ভ্রাম্যমান জীবের মধ্যে সুখ-দুঃখের স্থিরতা দেখা যায় না।

১২। **অন্বয়ঃ** দারুময়ী যোষিৎ (কাষ্ঠপুত্তলিকা) যথা কুহকেচ্ছয়া (ঐন্দ্রজালিকস্য ইচ্ছানুসারেণ) নৃত্যতে এবং (তথা) ঈশ্বরতন্ত্রঃ (ঈশ্বরেচ্ছাবশীভূতঃ) অয়ং (সর্বোঽপি জীবঃ) সুখদুঃখয়োঃ ঈহতে (প্রবর্ত্ততে)।

১২। **মূলানুবাদ** ঃ কাষ্ঠপুত্তলিকা যেরূপ ঐন্দ্রজালিকের ইচ্ছানুসারে নৃত্য করে, সেইরূপ ঈশ্বরেচ্ছাবশীভূত জীবসকলও সুখ-দুঃখে প্রবর্তিত হচ্ছে।

৮-১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **করভাঃ**—মণিবন্ধ থেকে কনিষ্ঠা পর্যন্ত করের বহির্ভাগ ॥ বি° ৮-১০ ॥

১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ শ্রীমুনীন্দ্রস্তেষাং বাক্যেনৈব তমুপহসতি—ভো ভো ইত্যাদিনা বীপ্সা, মহার্ত্তস্য তস্য বলাদাভিমুখ্যার্থম্। হে পুরুষশার্দ্দূলেতি—সৎপুংসো দৌর্ম্মনস্যং হি ন যোগ্যমিতি ভাবঃ। দেহিষু নানাদেহং প্রাপ্তবৎসু জীবেষু তচ্চ ত্বয়া বুধ্যতে এবেত্যাহুঃ—হে রাজন্নিতি ॥ জী° ১১ ॥

১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ শ্রীমুনীন্দ্র শুকদেব জরাসন্ধাদির বাক্যের দ্বারাই সেই শিশুপালকে উপহাস করছেন—ভো ভো ইত্যাদি কথা'র ব্যাপ্তি ইচ্ছায় দুবার বলা হল—মহার্ত শিশুপালকে তাদের বক্ষ্যমাণ কথার শ্রবণ অভিমুখী কর'র জন্য।

হে **পুরুষশার্দ্দূল** ইতি—সৎপুরুষগণের পক্ষে মনোদুঃখ যোগ্য নয়, এরূপ ভাব। **দেহিষু**—নানা দেহে ভ্রাম্যমান জীবের মধ্যে সুখদুঃখের স্থিরতা দেখা যায় না—সে তো রাজা বলে আপনি বোঝেনই, এই আশয়ে সম্বোধন করলেন—হে রাজন্ ইতি ॥ জী° ১১ ।

শৌরেঃ সপ্তদশাহং বৈ সংযুগানি পরাজিতঃ।
ত্রয়োবিংশতিভিঃ সৈন্যৈর্জিগ্যে একমহং পরম্ ॥ ১৩ ॥

১৩। **অন্বয়** ঃ শৌরেঃ (শ্রীকৃষ্ণ সকাশাৎ) অহং ত্রয়োবিংশতিভিঃ সৈন্যৈঃ সপ্তদশ সংযুগানি (যুদ্ধানি ব্যাপ্য) পরাজিতঃ বৈ (পরাজিতঃ অভবমিতি প্রসিদ্ধিঃ) অহং পরং (কেবলম্, অন্তিমং বা) এক জিগ্যে (জিতবান্)।

১৩। **মূলানুবাদ** ঃ সকলে মিলে বললেও যখন শিশুপালের বিষন্নতার নিবৃত্তি হল না, তখন জরাসন্ধ স্বয়ংই তাঁকে স্বানুভব প্রদর্শন পূর্বক সান্ত্বনা দিচ্ছেন, যথা—আমি ত্রয়োবিংশতি সংখ্যক সেনাসমূহ সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণের নিকট সপ্তদশবার যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি—ইহা প্রসিদ্ধই আছে, তবে শেষে এক যুদ্ধে আমি জিতেছিও।

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ নিষ্ঠা স্থৈর্য্যম্ ॥ বি° ১১ ॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ নিষ্ঠা—স্থৈর্য ॥ বি° ১১ ॥

১২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ তচ্চ কুতঃ? তত্রাহুঃ—যথেতি। যোষিদিতি তৎপ্রতিমায়া এব রুচিকরত্বেন বিষয়ি-প্রবৃত্তেস্তথাহি তদ্ব্যবহারঃ। নৃত্যতে নৃত্যতি অয়ং সর্ব্বোঽপি জন ঈহতে প্রবর্ত্ততে, দুঃখস্য পশ্চাদুক্তিঃ, সুখে স্বত এব প্রবর্ত্তত ইতি চেৎ ন দুঃখেঽপি তদ্দর্শনাদিতি বোধয়তি। ঈশ্বরঃ 'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা' (শ্রীশ্বে ৩।১৯) ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণঃ, 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ' (শ্রীশ্বে ৩।১৪) ইত্যাদিলক্ষণো বেতি রাজ্ঞাং ভাবঃ। এবমীশ্বরমাত্র-জ্ঞানেঽপি পূর্ণ-তদাবির্ভাবনরাকৃতি-পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণবৈমুখ্যাৎ সর্ব্বং তদ্বিধানং ভস্মনি হুতমিতি তু শ্রীমুনীন্দ্রস্য ॥ জী° ১২ ॥

১২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ [শ্রীসনাতন টীকা—তচ্চ কুতঃ জগদীশস্যেচ্ছত ইতি বক্তুং জগতস্তদধীনত্বং সদৃষ্টান্তমাহুঃ যথেতি যোষিদিতি স্ত্রীণামেব নৃত্যে প্রাধান্যাৎ নৃত্যতে নৃত্যতি অয়ং সর্বোঽপি জনঃ ঈহতে প্রবর্ত্ততে সুখাদিৎসায়াং তস্য সত্যাং সুখেহা, দুঃখদিৎসায়াঞ্চ দুঃখেহা, ততশ্চ সুখেহয়া প্রিয়স্য প্রাপ্তিঃ, দুঃখেহয়াচাপ্রিয়স্যেত্যর্থঃ। দুঃখস্য পশ্চাদুক্তিরতাস্বাতন্ত্র্যবোধনার্থং অতঃ পূর্ব্বোক্তক্রমো নাপেক্ষিতঃ। ঈশ্বরেচ্ছায়াঞ্চ কারণানুসন্ধানমীশ্বরত্বাদেব নিরস্তং অন্যথা স্বাতন্ত্র্যহানাবীশ্বরতাপ্রসক্তিঃ ॥ ১২ ॥]

শ্রীসনাতন—কি করে জগদীশ ইচ্ছায়?—এরই উত্তর দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে, তাঁর জগতের অধীনতা **সদৃষ্টান্ত যথা ইতি**—যথা দারুময়ী নারী ইত্যাদি। নারীদের নৃত্যে প্রাধান্য থাকা হেতু **নৃত্যতে**—নৃত্যপরায়না এই নারী সকল জনকেই **ঈহতে**—নিযোজিত করে সুখের পথে, তার সুখের ইচ্ছা থাকায়

তথাপ্যহং ন শোচামি ন প্রহৃষ্যামি কর্হিচিৎ।
কালেন দৈবযুক্তেন জানন্ বিদ্রাবিতং জগৎ ॥ ১৪ ॥

১৪। **অন্বয়ঃ** তথাপি অহং দৈবযুক্তেন ('দৈবম' অদৃষ্টং তদ্‌যুক্তেন) কালেন জগৎ বিদ্রাবিতং (সংক্ষোভিতং) জানন্ [সন্] কর্হিচিৎ (কদাপি) ন শোচামি ন প্রহৃষ্যামি।

১৪। **মূলানুবাদঃ** তথাপি অদৃষ্টযুক্ত কাল কর্তৃক জগৎ সংক্ষোভিত, এ জেনেই আমি কখনও পরাজিত হলেও শোক করি না, আবার জয়ী হলেও আনন্দিত হই না।

আর দুঃখের দিকে প্রবর্তিত করে দুঃখের ইচ্ছা থাকায়। দুঃখের পশ্চাৎ উক্তি অস্বাতন্ত্র বোধনার্থ। সুখ দুঃখের পূর্বোক্ত কর্ম অপেক্ষাও নেই। ঈশ্বর ইচ্ছার ক্রম অনুসন্ধানও করা যাবে না সুখ-দুঃখেও— তাঁর ঈষিতা হেতুই উহা নিরস্ত। অন্যথা স্বাতন্ত্র হানি হয়, অনীশ্বরতা প্রসক্তি এসে যায়।

[শ্রীবলদেব - মায়া নর্তয়িতা ঈশ্বরতান্ত্রোঽয়মিতি—কালবাদী জরাসন্ধাদি বীরগণ কালকেই ঈশ্বর বলে মনে করে, তার নিয়ন্তাও যে কৃষ্ণ, এরূপ মনে করে না, অতএব ইহাই এদের অসুরত্ব ॥ জী° ১২ ॥]

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কুহকো নর্তয়িতা তস্যেচ্ছয়া এবময়ং জীবলোকঃ। কদাচিৎ সুখে কদাচিদ্দুঃখেঽপি ঈহতে চেষ্টতে প্রবর্ত্তত ইতি যাবৎ। ঈশ্বরাধীন ইতীশ্বরং মানিতবতামপি তেষাং কৃষ্ণবৈমুখ্যাদেবাসুরত্বম্ ॥ বি° ১২ ॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** কুহক নাচায়—তাঁর ইচ্ছা দ্বারাই এরূপে এই জীবলোক কদাচিৎ সুখে কদাচিৎ দুঃখেও—ঈহতে—প্রবর্তিত হচ্ছে। ঈশ্বরতন্ত্রঃ যাবৎ ঈশ্বরাধীন। ঈশ্বরকে মানলেও তাদের কৃষ্ণবৈমুখ্য হেতুই অসুরত্ব ॥ বি° ১২ ॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** এবং সর্বৈঃ সংহত্যোক্তেঽপি তস্য দৌর্মনস্যাত্যাগমদৃষ্ট্বা স্বয়ং জরাসন্ধ এব স্বানুভবপ্রদর্শনেন সান্ত্বয়তি শৌরেরিতি। ত্রয়োবিংশত্যক্ষৌহিণীসংখ্যৈঃ সৈন্যৈঃ সহ অহং শৌরিতঃ পরাজিতোঽভবম্। বৈ প্রসিদ্ধৌ। যদ্বা আর্ষী কর্ত্তরি ষষ্ঠী, শৌরিণেত্যর্থঃ। শূরনপুত্রত্বে-নেশ্বরত্বং নিহ্নূয়তে প্রৌঢ়িত্বঞ্চ। তত্রাপি নিজমানরক্ষার্থং কথ্যতে—জিগ্যে ইতি ॥ জী° ১৩ ॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** (এইরূপে সকলে মিলে বললেও যখন শিশুপালের বিষন্নতার নিবৃত্তি হল না, তখন জরাসন্ধ তাকে স্বয়ংই স্বানুভব প্রদর্শন পূর্বক সান্ত্বনা দিচ্ছেন।) —শৌরেঃ ইতি। ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সংখ্যক সৈন্যসহ আমি কৃষ্ণের কাছে পরাজিত

অধুনাপি বয়ং সর্ব্বে বীরযূথপযূথপাঃ।
পরাজিতাঃ ফল্গুতন্ত্রৈর্যদুভিঃ কৃষ্ণপালিতৈঃ ॥ ১৫ ॥

১৫। **অন্বয়ঃ** অধুনাপি সর্ব্বে বীরযূথপযূথপাঃ (বীরাণাং যূথপতিঃ, তেষাং যূথপতিঃ) বয়ং কৃষ্ণপালিতৈঃ (নন্দগোপপুত্রেণ পালিতৈঃ) ফল্গুতন্ত্রৈঃ (স্বল্পসৈন্যৈঃ) যদুভিঃ (যাদবৈঃ) পরাজিতাঃ।

১৫। **মূলানুবাদঃ** অধিক কি বলব? এইমাত্র আমরা সকলে গোয়ালাপুত্র পালিত স্বল্প সৈন্য সমন্বিত যাদবগণ কর্তৃক পরাজিত হলাম।

হয়েছি। অথবা কৃষ্ণ কর্তৃক পরাজিত হয়েছি। **বৈ**—ইহা প্রসিদ্ধই আছে। 'কৃষ্ণ না বলে শৌরে শব্দটির উল্লেখে কৃষ্ণ তার নাতী এরূপ ইঙ্গিত করত কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব গোপন করা হল। তত্রাপি নিজের মান রক্ষার্থে বলল **জিগ্যে**—শেষে এক যুদ্ধে আমি জিতেছি ॥ জী° ১৩ ॥

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** শৌরেঃ সকাশাৎ সংযুগানি ব্যাপ্য সংযুগেষু বা পরাজিতঃ পরাভূতঃ। ত্রয়োবিংশত্যক্ষৌহিণীসঙ্খ্যৈঃ একং পরং একস্মিন্নন্তিম এব সংযুগে জিগ্যে জিতবানস্মি ॥ বি° ১৩।

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ শৌরেঃ**—ত্রয়োবিংশতি সংখ্যক সেনাসমূহ সমভিব্যাহারে **সংযুগাদি**—সপ্তদশবার ব্যাপিয়া যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পরাজিত হয়েছি। **একম্ পরম্**—এক শেষ-যুদ্ধে আমি জয়লাভ করেছি ॥ বি° ১৩ ॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** তথৈবাহ তথাপীতি। পরাজয়েনাপি ন শোচামি, জয়েনাপি ন প্রহৃষ্যামীত্যর্থঃ। কর্হিচিদিতাস্তোভয়ত্রাপ্যন্বয়ঃ। বিদ্রাবিতং সংক্ষোভিতম্। নন্বু কালস্য সর্ব্বত্র সাম্যেন ন তস্মাৎ প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্তিঃ কুতঃ স্যাৎ? তত্রাহ—দৈবেতি, স্বকর্ম্মণাং বৈচিত্র্যাদিত্যর্থঃ। পূর্ব্বমীশ্বরেচ্ছৈব কারণমুক্তম্; অধুনা তু দৈবসংযুক্তঃ কাল ইত্যস্যায়ং ভাবঃ। জীবস্য দৈবমনাদি-সিদ্ধত্বাদনন্তমেব বর্ত্ততে, তত্রেশ্বরচেষ্টাত্মক-কাল-বিশেষো দৈববিশেষমুপাদত্ত ইতি ॥ জী° ১৪ ॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ তথাপীতি**—পরাজয়েও শোক করি না, জয়েও আহ্লাদিত হই না। 'কর্হিচিৎ' বাক্যটি শোক-আহ্লাদ উভয় দিকেই অন্বয়। **বিদ্রাবিতং**—সংক্ষোভিতং। আচ্ছা কালের সর্বত্র সাম্য হওয়া হেতু তার থেকে প্রিয়-অপ্রিয় প্রাপ্তি কি করে হতে পারে? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে **দৈবযুক্তেনকালেন**—অদৃষ্টযুক্ত কালের দ্বারা হয়। নিজ নিজ কর্মের বিচিত্রতা হেতু। পূর্বে ঈশ্বর ইচ্ছাকেই কারণ বলা হয়েছে, অধুনা কিন্তু বলা হল দৈবযুক্ত কাল—এর ভাব এরূপ যথা—জীবের দৈব অনাদি সিদ্ধ হওয়া হেতু উহা অনন্ত হয়ে থাকে, তথায় ঈশ্বরের মনের চালনাত্মক কাল বিশেষ দৈববিশেষ উৎপাদিত করে ॥ জী° ১৪ ॥

রিপবো জিগ্যুরধুনা কাল আত্মানুসারিণি।
তদা বয়ং বিজেষ্যামো যদা কালঃ প্রদক্ষিণঃ ॥ ১৬ ॥

১৬। **অন্বয় ঃ** অধুনা রিপবঃ কালে আত্মানুসারিণি (আত্মনঃ 'অনুসারিণি' অনুকূলে সতি ?) জিগ্যুঃ (জয়িনঃ বভূবুঃ) যদা কালঃ প্রদক্ষিণঃ (অস্মাকং অনুকূল ভবেৎ) তদা বয়ং বিজেষ্যামঃ (তজ্জয়াদপি বিশেষেণ জেষ্যামঃ)।

১৬। **মূলানুবাদ ঃ** এক্ষণে কাল শত্রুদের অনুকূলে তাই তারা জয়ী হল। আবার যখন কাল আমাদের অনুকূলে আসবে তখন আমরা অধিক হেনস্তায় ওদেরকে পরাজিত করব।

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** দৈবমদৃষ্টং তদযুক্তেন বিদ্রাবিতং সংক্ষোভিতম্ ॥ বি° ১৪ ॥

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** **দৈবম্**—অদৃষ্ট, এই অদৃষ্টের সংযোগে এই জগৎ **বিদ্রাবিতং**—ধর্ষিত হয়ে থাকে ॥ বি° ১৪ ॥

১৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** প্রকৃতলজ্জা-দুঃখাপলাপে তৎ সর্ব্বং যোজয়তি—অধুনাপীতি, সম্প্রত্যপি পশ্যেত্যর্থঃ। বয়মিতি সর্ব্বাপেক্ষয়া। পুনঃ সর্ব্বেষামেবৈতানি বচনানীতি বা। কৃষ্ণেতি—মূলনামগ্রহণমপ্যবজ্ঞাসূচনার্থম্ ॥ জী° ১৫ ॥

১৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** প্রকৃত লজ্জা-দুঃখ অস্বীকার বিষয়ে পূর্বের 'সর্বং' অর্থাৎ (ঐ সকল কথা) শব্দটি নিয়োজিত করা হয়েছে। এই শ্লোকেও তাই করা হচ্ছে। **অধুনাপি ইতি**—সম্প্রতিও দেখ-না, 'বয়ম্' আমরা—এই বয়ম্ শব্দটি সকল মহাবীরগণের অপেক্ষায়। অথবা পুনরায় সকলেরইএই সকল কথাবার্তার অপেক্ষায়। **কৃষ্ণ ইতি**—ভগবানের মূল নাম গ্রহণও অবজ্ঞা সূচকভাবে অর্থাৎ' গোয়ালার পুত্র' বলে বুঝাবার জন্য জী° ১৫। [শ্রীবিশ্বনাথ—**ফল্গুতন্ত্রৈঃ**—তুচ্ছ পরিচ্ছদধারী জী+বি°]

১৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ফল্গুতন্ত্রৈঃ তুচ্ছপরিচ্ছদৈঃ ॥ বি° ১৫ ॥

১৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** **ফল্গুতন্ত্রৈঃ**—স্বল্পসৈন্য সমন্বিত (যাদবগণ কর্তৃক) ॥ বি° ১৫ ॥

১৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** পুনস্তৎ সর্ব্বমাশ্বাসনে যোজয়তি—রিপব ইতি। আত্মনোঽনুসারিণি অনুকূলে সতি তজ্জয়াদপি বিশেষেণ জেষ্যামঃ। বয়ঞ্চেতি পাঠে বয়মপি ॥ জী° ১৬ ॥

১৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** পুনরায় সেই বীরসকলকে আশ্বাসিত করবার জন্য আর কিছু কথা সংযুক্ত করা হচ্ছে—রিপব ইতি অর্থাৎ শত্রুগণ ইত্যাদি। **আত্মনোঽনুসারিণি**—নিজেদের

শ্রীশুক উবাচ।

এবং প্রবোধিতো মিত্রৈশ্চৈদ্যোঽগাৎ সানুগঃ পুরম্।
হতশেষাঃ পুনস্তেঽপি যযুঃ স্বং স্বং পুরম্ নৃপাঃ॥ ১৭॥
রুক্মী তু রাক্ষসোদ্বাহং কৃষ্ণদ্বিড়সহন্ স্বসুঃ।
পৃষ্ঠতোঽন্বগমৎ কৃষ্ণমক্ষৌহিণ্যা বৃতো বলী॥ ১৮॥

১৭। **অন্বয়ঃ** মিত্রৈঃ (জরাসন্ধপ্রমুখৈঃ বান্ধবৈঃ) এবং প্রবোধিতঃ সানুগঃ (অনুচরৈঃ সহিতঃ) চৈদ্যঃ (শিশুপালঃ) পুরং (নিজপুরম্) অগাৎ (যযৌ), হতশেষাঃ তে নৃপাঃ অপি পুনঃ স্বং স্বং পুরং যযুঃ।

১৭। **মূলানুবাদ**: হিতৈষী জরাসন্ধাদিনৃপগণ কর্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হয়ে অনুচরগণের সহিত শিশুপাল নিজপুরীর অভিমুখে প্রস্থান করল, আর হতাবশিষ্ট অন্যান্য রাজগণও নিজ নিজ পুরে প্রস্থান করল।

১৮। **অন্বয়ঃ** কৃষ্ণদ্বিট্ (কৃষ্ণদ্বেষী) বলী (বলবান্) রুক্মী তু স্বসুঃ (ভগিন্যাঃ) রাক্ষসোদ্বাহং অসহন্ (অসহমানঃ) অক্ষৌহিণ্যা বৃতঃ (পরিবৃত চ সন্) কৃষ্ণং পৃষ্ঠতঃ (পশ্চাৎ) অন্বগমৎ (অনুজগাম)।

১৮। **মূলানুবাদঃ** শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী বলবান্ রুক্মী ভগিনীর রাক্ষসবিবাহ সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে অক্ষৌহিণী সেনা-সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পিছে পিছে ধাবিত হল।

অনুকূল হলে বিজেষ্যামো —উহাদের জয় থেকেও বিশেষরূপে তাদিকে জয় করব। 'বয়ঞ্চ' পাঠে বয়মপি আমরাও॥ জী° ১৬॥

১৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** হতেভ্যঃ শেষা ইতি, বহবো হতা ইতি দ্যোত্যতে॥ জী° ১৭॥

১৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ হতশেষাঃ**—হত হওয়ার পর যারা অবশিষ্ট রইল।—এই কথার দ্বারা দ্যোতিত হচ্ছে—হতের সংখ্যা বহু॥ জী° ১৭॥

১৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** পূর্ব্বোক্ত-যুদ্ধারম্ভে রুক্মিণো বৃত্তিমাহ—রুক্মী ত্বিতি। পৃষ্ঠতঃ পশ্চাদিতি শ্রীবলদেবাদিষু যুদ্ধভারং বিন্যস্য দ্বারকাং প্রতি শ্রীকৃষ্ণস্য প্রস্থানাৎ। তথা চ হরিবংশে—'আদায় রুক্মিণীং কৃষ্ণো জগামাশু পুরীং প্রতি। রামে ভারং সমাসজ্য যুযুধানে

রুক্ম্যমর্ষী সুসংরব্ধঃ শৃণ্বতাং সর্ব্বভূভুজাম্।
প্রতিজজ্ঞে মহাবাহুর্দ্দংশিতঃ সশরাসনঃ॥ ১৯॥

অহত্বা সমরে কৃষ্ণমপ্রত্যুহ্য চ রুক্মিণীম্।
কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি সত্যমেতদ্ব্রবীমি বঃ॥ ২০॥

১৯-২০। **অন্বয়** ঃ অমর্ষী (অসহমানঃ) সুসংরব্ধঃ (ক্রোধাবিষ্টঃ) দংশিতঃ (কৃতকবচবন্ধনঃ) সশরাসনঃ (ধনুর্দ্ধারী) মহাবাহুঃ রুক্মী শৃণ্বতাং সর্ব্বভূভুজাং (সর্ব্বেষাং রাজ্ঞাং সমীপে) প্রতিজজ্ঞে (প্রতিজ্ঞাং কৃতবান্) —[সমরে কৃষ্ণং অহত্বা রুক্মিণীং অপ্রত্যুহ্য (অগৃহীত্বা) চ কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি, বঃ (যুষ্মান্) এতৎ সত্যংব্রবীমি।] মহাবাহুঃ অমর্ষী (অসহনঃ) [অতএব] সুসংরব্ধঃ (অতি ক্রোধী) রুক্মী দংশিতঃ (কবচিতঃ) সশরাসনঃ (শরাসনেন ধনুষা সহিতঃ চ সন্) শৃণ্বতাং সর্বভূভুজাং (শৃণ্বৎসু সর্বভূভৃৎসু) প্রতিজজ্ঞে (প্রতিজ্ঞাং চকার) সমরে কৃষ্ণং অহত্বা রুক্মিণীং অপ্রত্যুহ্য (অনানীয়) চ কুণ্ডিনং নপ্রবেক্ষ্যামি, এতদ্ সত্যম্ ব্রবীমি (বদামি)

১৯-২০। **মূলানুবাদ** ঃ মহাবাহু অসহনশীল সুতরাং অতিক্রোধী রুক্মী বর্ম এটে ধনুর্দ্ধারণ করত সমস্ত নৃপতিগণকে শুনিয়ে শুনিয়ে বক্ষ্যমাণ প্রকারে প্রতিজ্ঞা করতে লাগল।—আমি ইহা সত্য করে বলছি—যুদ্ধে কৃষ্ণকে নিহত ও রুক্মিণীকে আনয়ন না করে কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ করব না।

চ বীর্য্যবান্॥ অক্রূরে বিপৃথৌ চাপি গদে চ কৃতবর্ম্মণি। চক্রদেবে সুদেবে চ সারণে চ মহাবলে॥ নিবৃত্তশত্রৌ বিক্রান্তে ভঙ্গকারে বিদূরথে। উগ্রসেনাত্মজে কঙ্কে শতদ্যুম্নে চ কেশবঃ। রাজাধিদেবে মৃদবে প্রাসনে চিত্রকে তথা॥ অরিদান্তে বৃহদ্দুর্গে স্বফল্কে সত্যকে পৃথৌ। বৃষ্ণ্যন্ধকেষু চান্যেষু মুখ্যেষু মধুসূদনঃ॥' ইতি। স্ববর্ত্মনি স্থিতাংস্তান্ বঞ্চয়িত্বেতি জ্ঞেয়ম্॥ জী° ১৮॥

১৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ পূর্বোক্ত যুদ্ধ আরম্ভে রুক্মীর আচরণ বলা হচ্ছে—রুক্মী তু ইতি। পৃষ্ঠতোঽন্বগমৎ কৃষ্ণম্ - রুক্মী কৃষ্ণের পিছে পিছে ধাবিত হল—শ্রীবলদেবের উপর যুদ্ধভার দিয়ে দ্বারকার দিকে কৃষ্ণের প্রস্থান হেতু হরিবংশেও এরূপই আছে, যথা—বীর্যবান্ মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করলেন—নিজ জন বলরাম, যুযুধান, অক্রূর, বিপৃথু, গদ, কৃতবর্মা, চক্রদেব, সুদেব, মহাবল, সারণ, নিবৃত্তশত্রু, বিক্রান্ত ভঙ্গকার বিদূরথ, উগ্রসেনাত্মজ কঙ্ক, শতদ্যুম্ন, রাজাধিদেব মৃদব, প্রসেন, চিত্রক, অরিদান্ত, বৃহদ্দুর্গ, স্বফল্ক, সত্যক, পৃথু এবং অন্যান্য বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের প্রতি গুরুতর ভার সমর্পণ পূর্বক ত্বরান্বিত হয়ে শ্রীরুক্মিণী সমভিব্যাহারে।—নিজ পথে অবস্থিত শত্রুপক্ষকে ধোঁকা দিয়ে॥ জী° ১৮॥

১৬-১৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ প্রদক্ষিণঃ অনুকূলঃ যদা স্যাৎ॥ বি°১৬-১৮॥

ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য সারথিং প্রাহ সত্বরঃ।
চোদয়াশ্বান্ যতঃ কৃষ্ণস্তস্য মে সংযুগং ভবেৎ ॥ ২১ ॥

২১। **অন্বয় ঃ** [রুক্মী] ইতি (এবং) উক্ত্বা রথং আরুহ্য [সঃ] সত্বরং (ত্বরাযুক্তঃ সন্) সারথিং প্রাহ (উবাচ) যতঃ (যত্র) কৃষ্ণঃ [বর্ত্ততে তত্র] অশ্বান্ চোদয় (পরিচালয়) তস্য (কৃষ্ণস্য) মে (ময়া সহ) সংযুগং (যুদ্ধং) ভবেৎ।

২১। **মূলানুবাদ ঃ** রুক্মী এরূপ বলে রথে আরোহণ পূর্বক সারথিকে বলল, হে সারথে! যথায় কৃষ্ণ আছে সে স্থানে তুমি শীঘ্র শীঘ্র অশ্ব ছুটাও। কারণ আমার সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ হবে।

১৬-১৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** [**আত্মানুসারিণি**—নিজ অনুকূলে প্রদক্ষিণ অর্থাৎ আমাদের অনুকূল হবে—বলদেব]

প্রদক্ষিণঃ- অনুকূল যখন হইল ॥ বি°১৬-১৮ ॥

১৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** অমর্ষী অসহনঃ, অতএব সুসংরব্ধ অতিশয়েন ক্রুদ্ধঃ, অতএব শৃণ্বতাং শৃণ্বৎসু সর্ব্বভূভুজাং সর্ব্বভূভৃৎসু তস্য প্রতিজ্ঞাযোগ্যত্বং বোধয়ন্ মহাশূরত্বং লক্ষয়তি — মহাবাহুরিতি, অনেন তদানীং বাহূত্থাপনমপি জ্ঞেয়ম্ ; অতঃ পূর্ব্বমেব দংশিত ইত্যাদি ॥ জী° ১৯ ॥

১৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ অমর্ষী**—অসহন, অতএব সুসংরব্ধ অতিশয় ক্রুদ্ধ অতএব **শৃণ্বতাং**—**সর্ব্বভূভুজাং**—'সর্ব্বভূভৃৎসু' সর্ব নৃপতিগণের কাছে ঐ রুক্মীর প্রতিজ্ঞা যোগ্যতা বোঝাতে গিয়ে মহাবলত্বাকে লক্ষ্য করত 'মহাবাহু' শব্দটির প্রয়োগ।—এর দ্বারা তদানীং তাঁর বাহু উত্থাপনও যে হয়েছিল, তা বুঝে নিতে হবে। অতঃপর পূর্বের মতোই দংশিত অর্থাৎ বর্মাবৃত দেহ ইত্যাদি ॥ জী° ১৯ ॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অমর্ষী অসহিষ্ণুঃ সুসংরব্ধঃ অতিক্রোধী॥ বি° ১৯ ॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অমর্ষী**—অসহিষ্ণু। **সুসংরব্ধঃ**—অতিক্রোধী ॥বি° ১৯॥

২০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** সঙ্গরে, ন তু মায়াদিনা ; অপ্রত্যূহ্য অনির্ব্বর্ত্ত্য ন কুণ্ডিনং প্রবেক্ষ্যামীতি পৌরজনেষু নিজমুখদর্শনাযোগ্যত্বাদিয়ঞ্চ দৈবী গীর্ভাবিত্বাৎ ॥ জী° ২০ ॥

২০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** যুদ্ধে মায়াদি দ্বারা নয়। **অপ্রত্যূহ্য**—ফিরিয়ে না এনে কুণ্ডিননগরে প্রবেশ করব না।—নিজমুখ দর্শনের অযোগ্য হওয়া হেতু। এও দৈবী বা বাণী, ভবিষ্যতের ইঙ্গিত সূচক ॥ জী° ২০ ॥

অদ্যাহং নিশিতৈর্ব্বাণৈর্গোপালস্য সুদুর্ম্মতেঃ।
নেষ্যে বীর্য্যমদং যেন স্বসা মে প্রসভং হৃতা॥ ২২ ॥

২২। **অন্বয় ঃ** অদ্য অহং নিশিতৈঃ (তীক্ষ্ণৈঃ) বাণৈঃ (শরৈঃ) সুদুর্ম্মতে (অতি দুর্ব্বুদ্ধেঃ) গোপালস্য (ধেনুরক্ষকস্য কৃষ্ণস্য) বীর্য্যমদং (পরাক্রম গর্ব্বং) নেষ্যে (হরিষ্যামি) যেন [কৃষ্ণেন] মে (মম) স্বসা (ভগিনী) প্রসভং হৃতা (বলেন অপহৃতা)।

২২। **মূলানুবাদ ঃ** অদ্য আমি তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা অতি দুর্বুদ্ধি গরুর রাখাল কৃষ্ণের পরাক্রম গর্ব হরণ করব, সে আমার ভগিনীকে গায়ের জোরে হরণ করেছে।

২১। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা ঃ** চোদয়েতি নোদয়েত্যর্থঃ; কুত্র? যতো যত্র তত্রৈব, পরমদুর্গদ্বারকায়ামপীত্যর্থ.। কুতস্তস্য মে ময়া সহ সংযুগং ভবেৎ। কামপ্রবেদনে লিঙ্; তদ্ভবনে মমেচ্ছেত্যর্থঃ। হেতৌ বা তদ্ভবনহেতোরিত্যর্থঃ॥ জী॰ ২১ ॥

২১। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ** চোদয়—পরিচালনকর। কুত্র? **যতঃ**—যথায় কৃষ্ণআছে তথায়ই অর্থাৎ দুষ্প্রবেশ্য দুর্গ দ্বারকায়ও। কেন? **মে**—আমার সহিত তার **সংযুগং ভবেৎ** যুদ্ধ 'ভবেৎ' অতিশয় ইচ্ছা বোধে লিঙ্—ঐ যুদ্ধ ঘটনে আমার প্রবল ইচ্ছা। অথবা উহা ঘটান হেতু রথ পরিচালন কর॥ জী॰ ২১॥

২০-২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অহত্বেতি ভারতী পক্ষে অজ্ঞাত্বা অপ্রত্যাহৃত্য অনির্ব্বর্ত্ত্য অনির্মোচ্যেতি বা ॥ বি॰ ২০-২১॥

২০-২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** **অহত্বা**—নিহত না করে—সরস্বতী পক্ষে অজ্ঞাত্বা মূর্খতা **অপ্রত্যাহৃত্য**—ফিরিয়ে না এনে বা বন্ধন মোচন না করে॥ বি॰ ২০-২১॥

২২। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা ঃ** তচ্চ কিমর্থম্? তদাহ অদ্যেতি। নেষ্যে—গময়িষ্যামি হরিষ্যামীত্যর্থঃ। ননু শ্রীকৃষ্ণনিন্দাময়ং বাক্যং শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তবৃন্দ-বন্দ্য-শ্রীচরণকমলরজঃকণেন তত্রভবতা বাদরায়ণিনা কথমনূদিতমিতি চেত্তত্রাহুঃ—টীকাকৃতো গোপালস্যেত্যাদি তস্যেতীত্যন্তং তত্র তস্যৈকদেশেঽপি যথাকথঞ্চিদপি তৎস্তুতিরূপার্থসত্ত্বেঽনুচিতোঽত্রানুবাদ ইত্যাশয়ঃ। তত্ত্বার্থশ্চায়ম্, —গোপালস্য তদ্রূপলীলত্বেনৈব প্রকাশিতাপূর্ব্বসর্ব্বৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যস্যানাদ্যনন্তকালসিদ্ধবেদসিদ্ধসর্ব্ব-মন্ত্রশ্রেষ্ঠয়োরষ্টাদশ-দশাক্ষরয়োরধিদেবস্য স্বয়ং-ভগবত ইত্যর্থঃ। তর্হি কথং বহূনামন্যত্র প্রবৃত্তিঃ? তত্রাহ—সু সুষ্ঠু, দুঃ অতিকৃচ্ছ্রেণ মতির্জ্ঞানং যস্য তস্য নিশিতৈর্বাণৈর্নিজমেব বীর্য্যমদং নেষ্যে গময়িষ্যামি ক্ষপয়িষ্যামীত্যর্থঃ। তত্র তস্য সামর্থ্যং দর্শয়তি—যেনেতি। প্রসভং সর্ব্বানপি রাজ্ঞঃ পরাভূয় ইত্যর্থঃ। মে ইতি—বীর্য্যমদমিত্যনেনাপ্যন্বিতং বা ॥জী॰ ২২ ॥

বিকত্থমানঃ কুমতিরীশ্বরস্যাপ্রমাণবিৎ।
রথেনৈকেন গোবিন্দং তিষ্ঠ তিষ্ঠেত্যথাহ্বয়ৎ ॥ ২৩ ॥

২৩। **অন্বয়ঃ** ঈশ্বরস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অপ্রমাণবিৎ (প্রমাণং ইয়ত্তাং ন বেত্তীতি তথা সঃ) কুমতিঃ (দুর্ব্বুদ্ধিঃ সঃ) বিকত্থমানঃ (এবং শ্লাঘমানঃ সন্) অথ (অনন্তরং) একেন রথেন (এক রথমাত্র সহায়ঃ সন্ ইত্যর্থঃ) তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইতি (ইত্যুক্ত্বা) গোবিন্দং (পৃথিব্যামবতীর্ণং সাক্ষাৎ শ্রীভগবন্তং) আহ্বয়ৎ।

২৩। **মূলানুবাদঃ** অনন্তর মন্দবুদ্ধি কৃষ্ণমাহাত্ম্যতত্ত্বানভিজ্ঞ রুক্মী আত্মপ্রশংসায় মুখর হয়ে একমাত্র রথসঙ্গে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলে পৃথিবীতে অবতীর্ণ সাক্ষাৎ ভগবানকে আহ্বান করল।

২২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** এ যুদ্ধও কিসের জন্যে ? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে এই 'অদ্য' ইতি শ্লোকটি। **নেষ্যে বীর্য্যমদং**—বীরত্বগর্ব নাশ করব। আচ্ছা শ্রীকৃষ্ণ-নিন্দাময় বাক্য শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তবৃন্দ-বন্দ্য-শ্রীচরণকমলরজঃ কর্ণের দ্বারা তার মধ্যেও আবার পূজনীয় শ্রীশুকদেবের দ্বারা কেনই বা অপ্রকাশিত থাকল না ? এরূপ যদি প্রশ্ন উঠে, তারই উত্তরে এখানে টীকা করা হয়েছে, যথা—'গোপালস্য' ইত্যাদি কথার প্রয়োগে তার অংশ বিশেষে যথা কথঞ্চিৎও তার স্তুতি রূপার্থ বিদ্যমান থাকলেও এখানে অনুচিত হয়েছে দোষারোপ উল্লেখ—ইহাই আশয় এখানে। তত্ত্বার্থ ও এইরূপ—গোপালস্য—তাঁর রূপ-লীলা দ্বারাই প্রকাশিত অপূর্ব সর্ব ঐশ্বর্য-মাধুর্যের অনাদি অনন্ত সিদ্ধ-বেদসিদ্ধ সর্বমন্ত্র শ্রেষ্ঠ অষ্টাদশ দশাক্ষরের অধিদেব স্বয়ং ভগবানের নিশিত শরসমূহে মদীয় বীর্যগর্ব দূর করব—এইরূপই অর্থ।

তা হলে কেন বহুলোকের অন্য প্রকার অর্থে প্রবৃত্তি ? এরই উত্তরে প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে **সুদুর্মতেঃ**—'সু' সুষ্ঠু 'দুঃ' অতিকষ্টে 'মতি' জ্ঞান উদয় হয় যার, সেই তার (রুক্মীর) 'নিশিতৈ-র্বাণৈঃ' সুতীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ নিজেরই বীর্য গর্ব ক্ষয় কারণ হয় তথায় সেই কৃষ্ণের তাঁর সামর্থই দেখান হচ্ছে—যেন ইতি ॥ জী০ ২২ ॥

২৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** বিরূপং কথ্যমানঃ, আত্মানং শ্লাঘমানঃ, অতঃ কুমতির-তোঽপ্রমাণবিৎ মাহাত্ম্যানভিজ্ঞ ইত্যর্থঃ। অতএব শ্রীবলদেবং বর্ত্মান্তরেণ বঞ্চয়িত্বা একেন রথেন সহ বর্ত্তমান একাকিনা শ্রীভগবতা স্বয়মপ্যেকাকিতয়া যোদ্ধুং মহামদেন দূরতঃ সর্ব্বসৈন্যপরিত্যাগাৎ। তথা চ শ্রীহরিবংশে—'অবস্থাপ্য চ তৎ সৈন্যং রুক্মী মদবলান্বিতঃ। চিকীর্ষু র্দ্বৈরথং যুদ্ধ-মভ্যয়ান্মধুসূদনম্ ॥' ইতি। গোবিন্দং পৃথ্ব্যামবতীর্ণং সাক্ষাদ্ভগবন্তমপীত্যর্থঃ। এবমগ্রে কৃষ্ণমিত্যা-দিকমপি জ্ঞেয়ম্। তত্রৈব মুহুরুক্তিস্তস্যাত্যন্তাবুধত্বাদিবোধনার্থম্ ॥ জী০ ২৩ ॥

ধনুর্বিকৃষ্য সুদৃঢ়ং জঘ্নে কৃষ্ণং ত্রিভিঃ শরৈঃ।
আহ চাত্র ক্ষণং তিষ্ঠ যদূনাং কুলপাংসন॥ ২৪॥

২৪। **অন্বয়ঃ** [রুক্মী সুদৃঢ়ং ধনুঃ বিকৃষ্য (আকৃষ্য) ত্রিভিঃ শরৈঃ কৃষ্ণং জঘ্নে, আহ চ অরে (হে শত্রো! অনাদর-সম্বোধনং বা) যদূনাং কুলপাংসন ! (কুলদূষণ !)ক্ষণং তিষ্ঠ।

তত্ত্বার্থঃ—যদূনাং কুলপ ! (কুলস্যপতে !) অংসন ! (স্বয়ঞ্চরিপু হনন চতুর !) অরেক্ষণং ('লঘু-ক্ষিপ্রং-অরম্-দ্রুতম্ ইতি অমরাৎ' শীঘ্রদর্শনং যথা স্যাৎ তথা) তিষ্ঠ।

২৪। **মূলানুবাদঃ** রুক্মী সুদৃঢ়ভাবে ধনুর্গুণে টান দিয়ে তিনটি শরনিক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করত বলল—অরে যদুকুল দূষণ ! ক্ষণকাল দাঁড়াও।

তত্ত্বার্থ—হে যদুকুলপতে, হে স্বহস্তে রিপুহনন চতুর ! যাতে আমার শীঘ্র দর্শন হয়, সেইভাবে তুমি ক্ষণকাল দাঁড়াও।

২৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** রুক্মীকে বিরূপ করার কথাটা এখানে বলা হচ্ছে **বিকত্থমানঃ**—আত্মপ্রশংসাকারী, অতএব কুবুদ্ধি—অতএব **অপ্রমাণবিৎ**—কৃষ্ণের মাহাত্ম্য অনভিজ্ঞ। অতএব শ্রীবলদেবকে অন্যপথ ধরে বঞ্চনা করে **রথৈকাকেন**—একমাত্র রথের সহিত একাকী বিরাজমান শ্রীভগবানের সহিত নিজেও একাকীরূপে যুদ্ধ করবার জন্য মহাগর্বে দূর থেকেই স্ব সৈন্য পরিত্যাগ করল রুক্মী। শ্রীহরিবংশেও একপই আছে যথা—'গর্বান্বিত রুক্মী তার সৈন্য সন্নিবেশ করত দ্বৈরথ যুদ্ধে সম্মুখীন হতে আহ্বান করলেন মধুসূদনকে' **গোবিন্দঃ**—পৃথিবীতে অবতীর্ণ সাক্ষাৎ ভগবান। এইরূপ অগ্রেও 'কৃষ্ণ' ইত্যাদি নামের একপই অর্থ। এরূপই 'রুক্মীর' 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' মহুর্মহু উক্তি তার অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতাই প্রকাশ করছে॥ জী০ ২৩॥

১২-১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** নেষ্যে গমযিষ্যামি হরিষ্যামীত্যর্থঃ। ভারতীপক্ষে—শোভনা কৃপাবতী তস্যৈম্বপি মতির্যস্য তস্য নিশিতৈর্বাণৈর্বীর্য্যমদং স্বপরাক্রমং গর্ব্বমদং নেষ্যে যাপয়িষ্যামি দূরীকরিষ্যামীত্যর্থঃ॥ বি০ ১২-২৩॥

১২-১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **নেষ্যে**—হরণ করব—দেবী সরস্বতীর মনোভীষ্ট তুষ্টেও শোভনা, কৃপাবতী মতি যাঁর তাঁর **নিশিতৈর্বাণৈঃ**—তীক্ষ্ণবাণে বীর্য্যমদং রুক্মীর স্বপরাক্রম-গর্বমত্ততা **নেষ্যে**—দূরীভূত করব॥ বি০ ১২-১৩॥

২৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** অবজ্ঞয়া তং ভৃশমুৎসাহয়িতুমিচ্ছয়া চ তদাহ্বান-মনাদৃত্য প্রযান্তমেব শরৈঃ পৃষ্ঠতো জঘ্নে, তথাপি তথৈব প্রযান্তং পুনরাহ ; যদ্বা, তদাহ্বানাদভি-

কুত্র যাসি স্বসারং মে মুষিত্বা ধ্বাঙ্ক্ষবদ্ধবিঃ।
হরিষ্যেঽদ্য মদং মন্দ মায়িনঃ কূটযোধিনঃ॥ ২৫॥

২৫। **অন্বয়ঃ** মন্দ! (হে নিকৃষ্ট!) হবিঃ ধ্বাঙ্ক্ষবৎ (কাকো যথা হবিমুষ্ণাতি তদ্বৎ) মে (মম) স্বসারং (ভগিনীং) মুষিত্বা (অপহৃত্য) কুত্র (ক) যাসি (গচ্ছসি?) অদ্য মায়িনঃ (ছলনাপটোঃ) কূটযোধিনঃ (কপটযোধিনঃ তব) মদং (গর্ব্বং) হরিষ্যে।—

তত্ত্বার্থঃ—মন্দ (হে স্থির!) অধ্বাক্ষ্যবং (সহস্রাক্ষবৎ) হবিঃ যজ্ঞসিদ্ধং স্বভাগমিব) মে স্বসারং (ভগিনীং) মুষিত্বা কুত্র যাসি (ন কুত্রাপি গন্তুমর্হসি ভয়াভাবাৎ) [অহং] মায়িনঃ (মহামায়া শক্তেঃ) কূটযোধিনঃ (কূটান্ খলান্ অস্মান্ সাধু যোধয়তীতি তথা, তস্য) মদং (হর্ষং) অদ্য হরিষ্যে (মদ্বিধ খলনির্জয় লীলয়া ত্বাং প্রতি প্রাপয়িষ্যামি ইত্যর্থঃ)।

২৫। **মূলানুবাদ ঃ** হে নীচ! কাক যেমন যজ্ঞীয় হবি হরণ করে সেইরূপ তুমি আমার ভগিনীকে হরণ করে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? আজ আমি ছলনাপটু-কপটযোধী তোমার অহঙ্কার চূর্ণ করব।

তত্ত্বার্থ—হে প্রশান্ত! যজ্ঞসিদ্ধস্বভাগের ন্যায় আমার বোনকে হরণ করত বিষ্ণুসদৃশ আপনি কোথায় যাচ্ছেন?— ভয়াভাব হেতু আপনি কোথাও পালাবার যোগ্য নন। 'মায়িনঃ' আপনি মহামায়া শক্তি হওয়া হেতু 'কূটযোধিনঃ' খল আমাদিকে 'যোধয়তি' যুদ্ধে নিযুক্ত করেন, তথা আপনাকে অদ্য 'মদ হরিষ্যে' আনন্দপ্রাপ্তি করাব, আমা সম খল-নির্জয় লীলাতে।

মখত্বা স্থিতং জল্পে, তথাপি ক্ষণং তিষ্ঠেতি বীরদর্প-স্বভাবাদেবাহ—অরে হে শত্রো! যদ্বা, অব্যয়-মিদমনাদরসম্বোধনে। বাস্তবার্থঃ—অরে ক্ষণং শীঘ্রদর্শনং যথা স্যাত্তথা তিষ্ঠেতি। 'লঘু ক্ষিপ্রমরং দ্রুতম্' ইতি পর্য্যায়াৎ॥ জী° ২৪॥

২৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অবজ্ঞা দ্বারা এবং তাকে অতিশয় উৎসাহিত করবার ইচ্ছায় তার আহ্বান অনাদর করত আরও দ্রুত চলতে থাকলে বাণের দ্বারা পৃষ্ঠদেশে আঘাত করল, তথাপি সেইরূপই চলতে থাকলে পুনরায় **আহ**—বলল। অথবা সেই আহ্বান হেতু তার অভিমুখী হয়ে দাঁড়ালে বাণে আঘাত করল। তথাপি **'ক্ষণং তিষ্ঠ'**—এরূপ বীরদর্প স্বভাবে বলল **আরে**—হে শত্রু। অথবা 'অরে' এই অব্যয়টি অনাদর সম্বোধনে।

বাস্তবার্থ—অরে শীঘ্র দর্শন যাতে হয়, সেইভাবে দাঁড়াও।—'লঘু-ক্ষিপ্রম্-অরং-দ্রুতম্'—সমানার্থ শব্দ হওয়া হেতু॥ জী° ২৪॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কুলস্য পাংশুকরণাৎ কুলপাংসন, পক্ষে—হে যদুকুলপালক, হে

যাবন্ন মে হতো বাণৈঃ শয়ীথা মুঞ্চ দারিকাম্।
স্ময়ন্ কৃষ্ণো ধনুশ্ছিত্ত্বা ষড়্ভির্বিব্যাধ রুক্মিণম্॥ ২৬॥

২৬। **অন্বয়ঃ** [ত্বং] যাবৎ মে (মম) বাণৈঃ হতঃ [সন্] ন শয়ীথাঃ [তাবৎ] দারিকাং (বালিকাং ইতি যাবৎ) মুঞ্চ (পরিহর)।

তত্ত্বার্থঃ—মে (মম) বাণৈঃ অহতঃ [ত্বং] যাবৎ ন শয়িথা [তাবৎ] দারিকাং (কর্তরীং) মুঞ্চ (ময়ি ত্যজ, মদ্‌বাণাক্ষতয়া শয়ণার্থমগত্বা ময়ি প্রহারং কুরু ইত্যর্থঃ) অথবা—[ত্বং] মে বাণৈঃ অহতঃ যাবৎ [এব, অতঃ] দারিকাং ন মুঞ্চ [পরন্তু] শয়ীথাঃ (অনয়া সহ পুষ্পশয্যায়ামিত্যর্থঃ)।

২৬। **মূলানুবাদঃ** যতক্ষণ না তুমি আমার বাণে হত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন না করছ, ততক্ষণ আমার বালিকা বোনকে ছেড়ে দেও।

তত্ত্বার্থ—আমার বাণে অহত আপনি যাবৎ ফুলশয্যায় শয়ণ করছেন তাবৎ কাটারি বাণ আমার দিকে ছুঁড়ুন। আমার বাণে যেহেতু অক্ষত আছেন। তাই আমার বোনকে ছেড়ে দিবেন না পরন্তু তার সহিত ফুলশয্যায় শয়ন করুন গিয়ে।

অংসন, রিপুঘাতিন্, 'অংস সমাঘাতে' অরে ক্ষণং ভারতীপক্ষে—অরং শীঘ্রমীক্ষণং যত্র তদযথাস্যাত্তথা তিষ্ঠ॥ বি° ২৪॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** কুলপাংসনঃ—কুলকে পাপ-মলিন করণ হেতু কুলপাংসন —পক্ষে হে যদুকুল পালক। হে অংসন!—হে রিপুঘাতিন্, 'অংস সমাঘাতে। অরেক্ষণঃ—সরস্বতী পক্ষে—'অরং' শীঘ্র দর্শন যেভাবে হয়, সেইভাবে দাঁড়াও॥ বি° ২৪॥

২৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** ক ইব কিং মুষিত্বা? তত্রাহ—ধ্বাঙ্ক্ষ ইব, হবির্মুষিত্বে তু তত্র ধ্বাঙ্ক্ষবদিতি তত্ত্বার্থ স্তৈর্ব্যাখ্যাতঃ। তত্র ধ্বাঙ্ক্ষস্তাবদেকাক্ষঃ, নঞা তদ্বিপরীতোঽনেকাক্ষঃ, অনেকাক্ষত্বং পরাকাষ্ঠাপন্নং সহস্রাক্ষ এবেতি তত্র পর্য্যবসায়িতম্; এবমমুষিত্বা লক্ষ্যাস্তদ্ভাগত্বাৎ ন্যায়েনৈব লব্ধা। কুত্র যাসি? ন কুত্রাপি গন্তুমর্হসি, ভয়াভাবাদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, মায়িনো মহামায়া-শক্তেঃ পলায়নং চেদমস্মাভির্যুদ্ধযোগ্যমেবেত্যাহ—কূটযোধিনঃ কূটান্ খলানস্মান্ সাধু যোধয়তীতি, অন্যথা বয়মাভিমুখ্যেন ন যোৎস্যাম ইতি ভাবঃ। তাদৃশস্য চ তব মদং হর্ষং হরিষ্যে, মদ্বিধখলঃ নির্জয়-লীলয়া ত্বাং প্রতি প্রাপয়িষ্যামীত্যর্থঃ। ভারং গ্রামং হরতীতিবদ্দিকর্ম্মকত্বেঽপি তবেতি সম্বন্ধ বিবক্ষয়া ষষ্ঠী; যদ্বা হবির্যজ্ঞসিদ্ধং স্বভাগমিব মে স্বসারমমুষিত্বেতি ধ্বাঙ্ক্ষবৎ ক্ষুদ্রোঽহমিতি চ যোজ্যম্॥ জী° ২৫॥

অষ্টভিশ্চতুরো বাহান্ দ্বাভ্যাং সূতং ধ্বজং ত্রিভিঃ।
স চান্যদ্ধনুরাদায় কৃষ্ণং বিব্যাধ পঞ্চভিঃ॥ ২৭॥

২৭। **অন্বয়ঃ** [শ্রীকৃষ্ণঃ] অষ্টভিঃ [শরৈঃ] চতুরঃ বাহান্ (অশ্বান্), ত্রিভিঃ ধ্বজং, দ্বাভ্যাং সূতং (সারথিঞ্চ) বিব্যাধ সঃ (রুক্মী) চ অন্যৎ ধনুঃ আদায় পঞ্চভিঃ কৃষ্ণং [বিব্যাধ]।

২৭। **মূলানুবাদঃ** শ্রীকৃষ্ণ বিদ্ধ করলেন—আট বাণে রুক্মীর রথের চারটি অশ্বকে, তিন বাণে ধ্বজা ও দুইবাণে সারথিকে।

রুক্মীও অন্য ধনু গ্রহণ করত পঞ্চবাণে শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করলেন।

২৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** কার মত?, কি অপহরণ করে? এরই উত্তরে—ধ্বাঙ্ক্ষবদ্ধবিঃ—কাকের মত হোমের ঘৃত অপহরণ করে—তথায় 'ধ্বাঙ্ক্ষবং ইতি' কথার ব্যাখ্যা পূর্ব আচার্যদের দ্বারা করা হয়েছে—তথায় কাক সাকল্যে একাক্ষ বলে নির্ণিত হয়েছে।—এখানে কৃষ্ণপক্ষে তার বিরুদ্ধার্থক ব্যাখ্যা এরূপ হবে, যথা অনেকাক্ষ—অনেকাক্ষত্ব পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত, অর্থাৎ সহস্রাক্ষই কৃষ্ণের ক্ষেত্রে পর্য্যালোচনায় নির্দ্ধারিত হয়েছে। এইরূপে এক্ষেত্রে 'অমুষিত্বা 'অপহরণ' শব্দটি নিষেধ করা হচ্ছে, কারণ রুক্মিণীদেবী লক্ষ্মীস্বরূপিণী হওয়ায় কৃষ্ণেরই ভাগ হওয়া হেতু—ন্যায়ানুসারেই লব্ধা। কুত্র যাসি—কোথায় যাও? তুমিতো কোথাও যাওয়ার যোগ্য নও—ভয় নেই বলে। আরও মায়িনঃ—মহামায়া শক্তির পলায়নও যদি হয়, আমাদের সহিত যুদ্ধ যোগ্যই হবে। এই আশয়ে বলা হচ্ছে কূটযোধিনঃ—খল আমাদিগকে আস্থা করে যুদ্ধে নিযুক্ত কর অন্যথা আমরা মুখামুখি যুদ্ধ করব না, এরূপ ভাব। হরিষ্যেঽদ্য মদং—তাদৃশ তোমারও হর্ষ হরণ করব, আমার মত খল-নির্জয় লীলা আপনাকে পাওয়ার জন্য। হবিঃ—'যজ্ঞসিদ্ধ স্বভাগের মতো আমার ভগিনীকে অপহরণ করত ইতি—এর সঙ্গে কাকের মত ক্ষুদ্র আমি রুক্মী এইটুকুও যুক্ত করতে হবে॥ জী° ২১॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ধ্বাঙ্ক্ষ কাকঃ স যথা হবির্মুষ্ণাতি তদ্বৎ। পক্ষে মে স্বসারং মহালক্ষ্মীত্বাৎ ত্বদীয়ামপি ত্বং মুষিত্বা অমুষিত্বা বা কুত্র যাসি। অহং স্বসারং স্বভগিনীং হরিষ্যে ত্বত্তো মোচয়িত্বা স্বগৃহং প্রতিনেষ্যামি। কাক ইব হবিঃ যজ্ঞিয়কাষ্ঠিকাং ধ্বাঙ্ক্ষবৎ কাক ইব। "হবির্হোতব্যমাত্রে চ সর্পিষ্যপি নপুংসক"মিতি মেদিনী। তস্মাৎ মন্দশ্চাসৌ মায়ীচেতি তস্য মম কপটযোধিনঃ মদং গর্ব্বং অদ্য খণ্ডয়॥ বি° ২৫॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ধ্বাঙ্ক্ষঃ—**কাক যথা যজ্ঞীয় ঘৃত অপহরণ করে, সেইরূপ [কৃষ্ণ পক্ষে ব্যাখ্যা] আমার ভগিনীকে, যে মহালক্ষ্মী হওয়া হেতু তোমারই, তাকে

অপহরণ করে ইত্যাদি। অথবা কোথায় যাচ্ছ, আমি নিজ ভগিনীকে হরণ করব, তোমার থেকে মোচন করত স্বগৃহের দিকে নিয়ে যাব, কাক যেমন যজ্ঞিয় কাঠের টুকরা নিয়ে যায় ["হবির্হোতব্য মাত্রে চ সর্পিষ্যাপি (ঘৃত) নপুংসক" মিতি মেদিনী।] সেহেতু মন্দ ও মায়ী, সেই কপটযোদ্ধা আমার **মদং** - গর্ব খণ্ড খণ্ড করে দেও॥ বি° ২৫॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** যাবদিত্যর্দ্ধকম্। অত্র চ মে মম বাণৈর্হতঃ প্রাপ্তঃ সন্ যাবন্ন শয়ীথাস্তেষাং তুচ্ছতাং দর্শয়িত্বা হৃতায়াং সান্ত্বিতায়াং রুক্মিণ্যাং স্বস্থো ন ভবেঃ, তাবদ্দারিকাং মুঞ্চ, তৎসান্ত্বাং ত্যজ তৎসান্ত্বাং মুক্ত্বা যুদ্ধমেব কুরুষ্বেত্যর্থঃ। স্ময়ন্ স্ময়মানঃ, পক্ষদ্বয়েঽপি তাদৃশোক্তের-সঙ্গতত্বাৎ। মস্তক-হস্তদ্বয়-পাদদ্বয়-মধ্যভাগাখ্য-মুখ্য-ষড়ঙ্গ বেধনার্থং ষড়্ভিঃ॥ জী° ২৬॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** [শ্রীসনাতন—অতো মম বাণৈরহতো যাবন্ন শয়ীথাঃ তাবৎ দারয়তীতি দারিকাং কর্ত্তরিং ময়ি মুঞ্চ মদ্বাণাক্ষততয়া শয়নার্থমগত্বা ময়িপ্রহারং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। যদ্বা তব বাণৈর্হতো মে মদং যাবৎ হরিষ্যে তাবন্ন শয়ীথাঃ নিশ্চিন্তো ন বর্ত্তেথাঃ দারিকাঞ্চ ন মুঞ্চ যুদ্ধে নৈশ্চিন্ত্য স্য তৎসাধনত্যাগস্য চাযোগ্যত্বাৎ মে ইত্যস্যৈব বিশেষণং মন্দেত্যাদিপদদ্বয়ম্-মনশ্চাসৌ মায়ীচেতি তথা তস্য মদেন হেতুনা আত্মনো নিন্দনমিদং স্ময়ন্ স্ময়মানঃ পক্ষদ্বয়েপি তস্য তাদৃশোক্তে রসঙ্গতত্বাৎ ষড়ভিরিতি মস্তকাদি মুখ্য ষড়ঙ্গবেধনার্থং।

ভাবার্থ—শ্রীসনাতন—আপনি বাণাক্ষতত্ব হেতু শয়নের নিমিত্ত গমন না করে আমাকে প্রহার করুন (অথবা—আমি আপনাতে কখনই অস্ত্র-নিক্ষেপ করব না, অতএব আপনি এই বালা রুক্মিণীকে পরিত্যাগ করবেন না, পরন্তু এর সহিত পুষ্পশয্যায় শয়ন করুন)।]

[রুক্মীর উক্তি] অতএব আমার বাণে হত না হয়ে যাবৎ যুদ্ধ ক্ষেত্রে শায়িত না হচ্ছ তাবৎ **দারিকাম্**—কাটার অস্ত্র আমাতে প্রয়োগ কর। আমার বাণে অক্ষত অবস্থায় থাকা হেতু যুদ্ধক্ষেত্রে শয়নার্থে আগত আমাতে প্রহার করাই উচিত। অথবা তোমার বাণে হত আমার গর্ব যাবৎ হরণ করছ তাবৎ শয়ন করব না—নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে না—বালিকাকেও ছেড়ে দিও না—যুদ্ধে নিশ্চিন্ত জনের সেই সাধনত্যাগেরও অযোগ্যতা হেতু। **মে ইতি**—এরই বিশেষণ 'মন্দ' ইত্যাদি পদদ্বয় মন্দ-মায়ী, এরূপ জনের মদমত্ততা হেতু নিজেরই এই নিন্দা। **স্ময়ন্**—হাসতে হাসতে—(বাইরের অর্থ ও তত্ত্বার্থ) এই পক্ষদ্বয়েই রুক্মীর তাদৃশ উক্তি অসঙ্গত হওয়া হেতু হাসি॥ জী° ২৬॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** অষ্টভিরিতি প্রত্যেকং দ্বাভ্যামগ্রিমপাদদ্বয়-বেধনার্থম্, তৎ-সাহচর্য্যাৎ সূতমপি দ্বাভ্যাং হস্তদ্বয়বেধনার্থম্, ত্রিভিরিতি -লক্ষণপতাকাদণ্ডানাং পৃথক্ ছেদনার্থম্; এতচ্চ শ্রীরুক্মিণ্যপেক্ষয়া তত্তদ্বেধনমাত্রং জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ২৭॥

তৈস্তাড়িতঃ শরৌঘৈস্তু চিচ্ছেদ ধনুরচ্যুতঃ।
পুনরন্যদুপাদত্ত তদপ্যচ্ছিনদব্যয়ঃ ॥ ২৮ ॥

পরিঘং পট্টিশং শূলং চর্ম্মাসী শক্তি-তোমরৌ।
যদ্‌যদায়ুধমাদত্ত তৎসর্ব্বং সোঽচ্ছিনদ্ধরিঃ ॥ ২৯ ॥

২৮। **অন্বয়ঃ** অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তৈঃ (রুক্মীপ্রযুক্তৈঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ) তাড়িতঃ [সন্] শরৌঘৈঃ (শরাণাং ওঘৈঃ সমূহৈঃ) ধনুঃ তু (এব চিচ্ছেদ) পুনঃ [রুক্মী] অন্যং [ততোঽপি দৃঢ়তর ধনুঃ] উপাদত্ত (জগ্রাহ) অব্যয়ঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তদপি অচ্ছিনৎ।

২৮। **মূলানুবাদঃ** শ্রীকৃষ্ণ রুক্মী প্রযুক্ত সেই পঞ্চবাণে তাড়িত হয়ে শরসমূহের দ্বারা রুক্মীর ধনুই ছেদন করলেন। তখন রুক্মীও পূর্ব থেকে দৃঢ়তর অন্য ধনু গ্রহণ করল। শ্রীকৃষ্ণ তাও ছেদন করে ফেললেন।

২৯। **অন্বয়ঃ** [রুক্মী] আদত্ত—পরিঘং-পট্টিশং শূলং-চর্ম্মাসী ('চর্ম' শরীর আবরক অস্ত্র বিশেষঃ, অসিঃ খড়্গশ্চ তৌ) শক্তি-তোমরৌ যৎ যৎ আয়ুধং অস্ত্রং) আদত্ত, সঃ (প্রিয়জনপরবশঃ) হরিঃ তৎ সর্ব্বং অচ্ছিনৎ (চিচ্ছেদ)।

২৯। **মূলানুবাদঃ** অতঃপর রুক্মী পরিঘ-পট্টিশ শূল-ঢাল অসি-শক্তি-তোমরাদি যে যে অস্ত্র ধারণ করল, শ্রীকৃষ্ণ তাই তাই ছেদন করলেন।

২৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** অষ্টভিঃ— চারটি অশ্বের প্রত্যেক দুই দুই বাণে বিদ্ধ করলেন, রুক্মীর সাহায্যকারী হওয়া হেতু। সারথির প্রতি দুইবাণ ছুঁড়লেন, তার হস্তদ্বয় বিদ্ধ করার জন্য। তিনটি বাণ ছুঁড়লেন, চিহ্ন স্বরূপ পতাকার দণ্ডগুলি পৃথক ছেদনের জন্য। এসবও শ্রীরুক্মিণীর অপেক্ষায় সেই সেই বস্তুর বেধন মাত্র বুঝতে হবে॥ জী০ ২৭॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** অতএব তাড়িতোঽপি শরাণামোঘৈঃ সমূহৈঃ তু এব ধনুরেব চিচ্ছেদ। পুনরিত্যর্দ্ধকম্। অন্যত্ততোঽপি দৃঢ়তরম্। অচ্যুত ইতি অব্যয় ইতি বা পাঠঃ॥ জী০ ২৮॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** অতএব কৃষ্ণ রুক্মীর শরসমূহের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েও [তু—এব] তার ধনুই ছেদন করলেন—পুনঃ ইতি উপস্থিত অর্দ্ধ শ্লোক **অন্যৎ ইতি**— পূর্বটির চেয়ে দৃঢ়তর অন্য ধনু গ্রহণ করল রুক্মী। পাঠ ভেদ—'অচ্যুত' ইতি বা 'অব্যয়' ইতি॥ জী০ ২৮॥

ততো রথাদবপ্লুত্য খড়্গপাণির্জিঘাংসয়া।
কৃষ্ণমভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধঃ পতঙ্গ ইব পাবকম্ ॥ ৩০ ॥

তস্য চাপততঃ খড়্গং তিলশশ্চর্ম্মচেষুভিঃ।
ছিত্ত্বাসিমাদদে তিগ্মং রুক্মিণং হন্তুমুদ্যতঃ ॥ ৩১ ॥

৩০। **অন্বয়ঃ** ততঃ (আয়ুধচ্ছেদনাৎ) ক্রুদ্ধঃ [রুক্মী] রথাৎ অবপ্লুত্য (অবতীর্য্য) জিঘাংসয়া (হন্তুমিচ্ছয়া) খড়্গপাণিঃ (খড়্গপাণৌ যস্য তাদৃশঃ সন্) পতঙ্গঃ পাবকং (অগ্নিং) ইব কৃষ্ণং অভ্যদ্রবৎ (অভিমুখ্যেনাধাবৎ)।

৩০। **মূলানুবাদ ঃ** অস্ত্র শস্ত্র ছেদন হেতু ক্রুদ্ধ রুক্মী রথ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে কৃষ্ণকে মারণের ইচ্ছায় খড়্গহস্ত হয়ে তাঁর অভিমুখে ধাবিত হল, পতঙ্গ যেমন অগ্নির দিকে ধাবিত হয়।

৩১। **অন্বয় ঃ** [শ্রীকৃষ্ণঃ] আপততঃ (স্বাভিমুখং আগচ্ছতঃ) তস্য (রুক্মিণঃ) খড়্গং চর্ম্ম (ঢাল) চ ইষুভিঃ (বাণৈঃ) তিলশঃ (তিল প্রমাণং কৃত্বা) ছিত্ত্বা রুক্মিণং হন্তুং উদ্যতঃ [সন্] তিগ্মং (তীক্ষ্ণম্) অসিং আদদে (জগ্রাহ)

৩১। **মূলানুবাদ ঃ** শ্রীকৃষ্ণ নিজ অভিমুখে আগমন পর রুক্মীর খড়্গ-ঢাল তীক্ষ্ণ বাণে তিল তিল করে ছেদন করত তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়ে ধারাল অসি ধারণ করলেন।

২৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** তদনন্তরং পরিঘাদীনি চাচ্ছিনৎ আত্তানীতি শেষঃ। তত্র শক্তিতোমরানিতি বাহুল্যাপেক্ষয়া শক্তিতোমরাবিতি পাঠঃ ক্বচিৎ, পট্টিশাস্যোঃ শূলশক্ত্যোশ্চেষদা-কারাদিভেদঃ; তোমরঃ শল্যভেদঃ। অন্যচ্চ বহুলং যদযদাদদ্যাৎ, আদাতুং সমর্থ আসীদিত্যর্থঃ। হরিদু্ষ্টসংহারী তৎ সর্ব্বমচ্ছিনদিত্যেব পাঠশ্ছন্দোভঙ্গোঽত্র আর্ষঃ. বহুসম্প্রদায়সিদ্ধশ্চায়ং পাঠঃ। বহুসম্প্রদায়ান্তরেষু পাঠান্তরেষু পাঠান্তরাণি তু মিথো বিপ্রতিষিদ্ধানি ॥ জী০ ২৯ ॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** এবপর **পরিঘং ইতি—** রুক্মী পরিঘাদি যা যা গ্রহণ করল তা ত' ছেদন করলেন কৃষ্ণ। **শক্তিতোমরৌ—** পাঠ ভেদে শক্তি তোমরানও আছে কোথাও কোথাও, বাহুল্য অপেক্ষায় শক্তি তোমরৌ পাঠই প্রস্তুত গ্রন্থে গৃহীত। পট্টিশ-অসি-শূল-শক্তি-এদের মধ্যে ঈষৎ আকারাদি ভেদ। পট্টিশ-কুঠারাকার অস্ত্র। **তোমরঃ—** সাবল, শল্য—পীড়া-দায়ক বাণ অন্য প্রকারও বহু বহু যা যা ধারণ করতে সমর্থ হল রুক্মী তা তা **হরিঃ-** দুষ্ট সংহারী ভগবান্ সবকিছুই ছেদন করলেন। এই পাঠ বহু সম্প্রদায় সিদ্ধ। বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে পাঠান্তর হলে কিন্তু পরস্পরের মধ্যে পরটি বলবান ॥ জী০ ২৯ ॥

দৃষ্ট্বা ভ্রাতৃবধোদ্যোগং রুক্মিণী ভয়বিহ্বলা।
পতিত্বা পাদয়োর্ভর্তুরুবাচ করুণং সতী ॥ ৩২ ॥

শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ।
যোগেশ্বরাপ্রমেয়াত্মন্ দেবদেব জগৎপতে।
হন্তুং নার্হসি কল্যাণ ভ্রাতরং মে মহাভুজ ॥ ৩৩ ॥

৩২। **অন্বয়** ঃ সতী (সহজদয়ার্দ্রহৃদয়ত্বাদি সদ্‌গুণবতী) রুক্মিণী ভ্রাতৃবধোদ্যোগং (ভ্রাতুঃবধায় উদ্‌যোগং) দৃষ্ট্বা ভয়বিহ্বলা [সতী] ভর্তুঃ পাদয়োঃ পতিত্বা করুণং (সকাতরং) উবাচ।

৩৩। **অন্বয়** ঃ যোগেশ্বর (হে অতর্ক্যৈশ্বর্য্য!) অপ্রমেয়াত্মন্! (হে অপরিমিতমূর্ত্তে!) দেবদেব! (হে ব্রহ্মাদীনামপি আরাধ্য!) জগৎপতে! কল্যাণ (হে জগন্মঙ্গলময়) মহাভুজ! (মহাপ্রলয় কর্ত্তা!) মে (মম) ভ্রাতরং হন্তুং নার্হসি (ত্বং ন যোগ্যো ভবসি)।

৩২-৩৩। **মূলানুবাদ** ঃ সহজ দয়ার্দ্রহৃদয়ত্বাদি সদ্‌গুণবতী শ্রীরুক্মিণী ভ্রাতৃবধ-উদ্‌যোগ দেখে ভয়বিহ্বলা হয়ে স্বামীর পায়ে পড়ে সকাতরে বললেন—হে অতর্ক্যৈশ্বর্য!, হে অসীম মূর্তে!, হে ব্রহ্মাদিরও আরাধ্য, হে জগৎপতে, হে জগন্মঙ্গলময়, হে মহাপ্রলয় কর্তা! আমার ভাইকে বধ করা তোমার পক্ষে উচিত নয়।

৩০-৩১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ অভ্যদ্রবদাভিমুখ্যেনাধাবৎ। তিগ্মমসিং, যদ্বা, তেজসা তীক্ষ্ণমপি রুক্মিণম্॥ জী০ ৩০-৩১॥

৩০-৩১। **শ্রীজীববৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ **অভ্যদ্রবৎ**—অভিমুখে ধাবিত হল। **তিগ্মং**—অসি, অথবা তেজে তীক্ষ্ণ হলেও রুক্মীর অভিমুখে॥ জী০ ৩০-৩১॥

২৬-৩১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ যাবন্মে বাণৈর্হতঃ সন্ সংগ্রামে ন শয়ীথাস্তাবদ্দারিকাং মুঞ্চ। পক্ষে যাবদিতোবার্থে মে বাণৈস্ত্বমহত এব। অতো দারিকাং ন মুঞ্চ। 'যাবত্তাবচ্চ সাকল্যেঽবধৌ মানেঽবধারণে' ইত্যমরঃ। 'যাবৎ কার্ৎস্ন্যেঽবধারণে' ইতি মেদিনী। নন্বু দারিকয়া মম কিং প্রয়োজনং তত্রাহ.—শয়ীথাঃ। অনয়া সহ পুষ্পশয্যায়ামিতি শেষো লজ্জয়ানোক্তঃ॥ বি০ ২৬-৩১॥

২৬-৩১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ যাবৎ আমার বাণে হত হয়ে সংগ্রামে ন শয়ীথাঃ—ভূতলশায়ী না হচ্ছ তার মধ্যে এই কন্যাকে ছেড়ে দেও। পক্ষে—যেহেতু আমার বাণে তুমি হত হওনি, তাই এই কন্যাকে ছেড়ে দিও না। আচ্ছা এই কন্যায় আমার কি প্রয়োজন? এরই উত্তরে **শয়ীথাঃ**—এর সহিত পুষ্পশয্যায়, এটুকু বলেই বলা শেষ করলেন, লজ্জায় আর বললেন না॥ বি০ ২৬-৩১॥

শ্রীশুক উবাচ।

তয়া পরিত্রাসবিকম্পিতাঙ্গয়া শুচাবশুষ্যন্মুখরুদ্ধকণ্ঠয়া।
কাতর্য্যবিস্রংসিতহেমমালয়া গৃহীতপাদঃ করুণো ন্যবর্ত্তত ॥ ৩৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ

৩৪। **অন্বয় ঃ** পরিত্রাস বিকম্পিতাঙ্গয়া তয়া শুচা (শোকেন) অবশুষ্যন্মুখরুদ্ধকণ্ঠয়া কাতর্য্যবিস্রংসিত হেমমালয়া তয়া (শ্রীরুক্মিণ্যা) গৃহীতপাদঃ, করুণঃ [শ্রীকৃষ্ণঃ রুক্মিবধাৎ] ন্যবর্ত্তত ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—

৩৪। **মূলানুবাদ ঃ** হে রাজা পরীক্ষিৎ! তখন অতিত্রাসে বিকম্পিতকলেবরা, শুষ্কবদনা রুদ্ধকণ্ঠা এবং কাতরতা হেতু স্খলিত সুবর্ণমালাবিশিষ্টা শ্রীরুক্মিণী কর্তৃক নিজ শ্রীচরণকমলযুগল ধৃত হলে দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ রুক্মী বধ থেকে নিবৃত্ত হলেন।

৩২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** ভ্রাতুঃ কেনাপি দৈবেন সাক্ষাদ্ভ্রাতৃতাং প্রাপ্তস্য বধোদ্যমং দৃষ্ট্বা ভয়ং লোকাপবাদাৎ কারুণ্যাদেব বা, তেন বিহ্বলা। নন্বু তাদৃশদুষ্টকর্ম্মণো বধো যুক্ত এব, তত্রাহ—সতী পণ্ডিতা সর্ব্বজ্ঞেত্যর্থঃ। অয়মতিক্ষুদ্রঃ শ্রীভগবতি ন কিঞ্চিদনিষ্টং বিধাতুং শক্নোতি, কেবলমজ্ঞানেনৈব বাতকীব দীনোঽয়ং বিচেষ্টতে, ততো মমানন্যশরণায়া দেহসম্বন্ধধারিণ্য-স্মিন্নস্য দয়ৈব যুক্তেতি বিচারসমর্থেত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য ত্বয়মভিপ্রায়ঃ। ময়ি কিমপি কর্ত্তুং ন শক্নো-ত্যসাবিতি, সত্যমেব, কিন্ত্বস্যাং তাদৃশবিপৎসম্পাদকেচ্ছাং কথমস্য সোঢ়ুং শক্নুয়ামিত্যস্যাঃ প্রার্থনয়া রক্ষিতপ্রাণস্যাপি তাদৃশ-দুশ্চেষ্টা-মর্দ্দিনী পরমা মনোরমা মানাবহানিস্তু সদানুবর্ত্তনীয়েতি ॥ জী০ ৩২ ॥

৩২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** ভ্রাতার, কোনও দৈবযোগে সাক্ষাৎ ভ্রাতৃতা প্রাপ্ত জনের বধোদ্যম দেখে **ভয়বিহ্বলা**—লোকাপবাদ হেতু বা কারুণ্য হেতু ভয় দ্বারা বিহ্বলা। আচ্ছা তাদৃশ দুষ্টকর্মকারীর বধতো যুক্তি-যুক্তই, এর উত্তরে 'সতী' পণ্ডিতা অর্থাৎ সর্বজ্ঞ। কাজেই জানেন আমার এ ভাইটি শ্রীভগবানের প্রতি কিঞ্চিৎ অনিষ্ট করতেও সমর্থ হবে না, কেবল অজ্ঞানতা বশতঃই বাতগ্রস্ত জনের মতই এই দীন জন চেষ্টান্বিত হয়েছে। এ অবস্থায় আমার পক্ষে এই ভগবানে অনন্য শরণাগতিতে দেহসম্বন্ধধারী এর প্রতি দয়াই যুক্তিযুক্ত—ইহাই বিচার সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণের কিন্তু এই অভিপ্রায়—শ্রীকৃষ্ণ মনে করলেন, এজন আমার কিছুই অনিষ্ট করতে সমর্থ নয়, ইহা সত্যই। কিন্তু এর তাদৃশ বিপদ-সম্পাদক ইচ্ছা কি করে সহ্য করতে সমর্থ হতে পারি? এই রুক্মিণীর প্রার্থনায় তার প্রাণ রক্ষা হলেও তাদৃশ দুশ্চেষ্টামর্দনী পরমা মনোরমা সম্মান হরণ কিন্তু সদা অনুবর্তনীয়॥ জী০ ৩২ ॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ভগিন্যাঃ পুরত এব ভ্রাতুর্বধোঽভূদিতি শ্রুত্বা লোকা মাং কিং বদিষ্যন্তীতি ভয়বিহ্বলা নতু স্নেহবিহ্বলেত্যত আসাং পুরসুন্দরীণাং লোকধর্ম্মাপেক্ষা সহিত এব সমঞ্জসঃ প্রেমা নতু গোষ্ঠসুন্দরীণামিব লোকধর্ম্মাপেক্ষারহিতঃ সমর্থঃ প্রেমা অতিপ্রবল ইতি জ্ঞেয়ঃ। 'অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতে'তি প্রেমসামান্যলক্ষণস্যাব্যাপ্তিরপ্যাসু নাশঙ্ক্যা রুক্মিপ্রভৃতিষ্বাসামন্তঃ স্নেহাভাবাদিত্যুপরিষ্টাদপি যথাস্থানং ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ বি° ৩২ ॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** বোনের চোখের সামনেই ভাই-এর বধ হল, এ শুনে লোকে আমাকে কি বলবে, এই আশঙ্কায় ভয়বিহ্বলা, স্নেহ-বিহ্বলা নয় কিন্তু,—সমঞ্জস প্রেমা অতএব পুরসুন্দরীদের প্রেমা লোকধর্ম অপেক্ষা সহিতই, ইহা গোষ্ঠসুন্দরী রাধাদির লোকধর্ম অপেক্ষা রহিত সমর্থ প্রেমা নয় কিন্তু ; এই প্রেমা অতি প্রবল ; এরূপ বুঝতে হবে। "বিষ্ণুতে অনন্য মমতা প্রেম-সঙ্গতা" ইতি প্রেমসামান্য লক্ষণের বিশিষ্টতা সম্বন্ধেও শঙ্কা করণীয় নয়। রুক্মী প্রভৃতিতে অপ্রধান স্নেহ অভাবাদি উপরের ব্যাখ্যা থেকেও বিস্তারিতভাবে যথাস্থানে ব্যাখ্যা করণীয় ॥ বি° ৩২ ॥

৩৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** তথাহ—যোগেশ্বর, হে অতর্কৈশ্বর্য্য ! অপ্রমেয়াত্মন্ হে অপরিচ্ছিন্নমূর্ত্তে ! অতএব হে দেবদেব ব্রহ্মাদীনামপ্যারাধ্য ! বিশ্ব, জগৎপতে, সর্ব্বেষামপি পালক, অতঃ সর্ব্বেষামপি ত্বত্তস্তুচ্ছজ্ঞানবলমাহাত্ম্যত্বাত্ত্বয়া পালনীয়ত্বাচ্চ হন্তুং হননমাত্রায় নার্হস্যেব, তত্রাপি হে কল্যাণেতি সর্ব্বমঙ্গলত্বাৎ, সুতরাং নার্হসি, তত্রাপি মে মম ত্বদনন্যনাথায়া ভ্রাতরং সুতরামেবেত্যর্থঃ। লীলাব্যবহারতশ্চ পরমবীরস্ত্বং নৈতদ্বিধং ক্ষুদ্রং হন্তুমর্হসীত্যাহ—মহাভুজেতি ॥ জী° ৩৩ ॥

৩৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** উপযুক্ত আশয়েই শ্রীরুক্মিণী দেবী বলছেন—**যোগেশ্বর**—হে অতর্ক ঐশ্বর্য। **অপ্রমেয়াত্মন্**—হে অপরিচ্ছিন্ন ! অর্থাৎ অসীম মূর্তে ! অতএব **দেবদেব** হে ব্রহ্মাদিরও আরাধ্য। কিঞ্চ অর্থাৎ আরও কিছু, **জগৎপতে**—সকলেরই পালক, এহেতু তোমার শুদ্ধ জ্ঞান-বল মহত্ব হেতু সকলেই তাঁর দ্বারা পালনীয়ই হওয়া উচিত এ হেতু **হন্তুং**—হনন করা মাত্রই তোমার পক্ষে উচিৎ নয়। এর মধ্যেও আবার **হে কল্যাণ ইতি**—তুমি সর্বমঙ্গল হওয়া হেতু, বধ করা তোমার পক্ষে উচিত হয়না। এর মধ্যেও আবার তুমি আমার অনন্য কর্ত্তা হওয়ায় সুতরাংই আমার ভাইকে বধ করা তোমার পক্ষে যোগ্য কাজ হয়ই না। আরও লীলা ব্যবহারেও পরমবীর তুমি এরূপ ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে বধ করার যোগ্য নও তাই বলা হল **মহাভুজ**—মহাপ্রলয় কর্তা ॥ জী° ৩৩ ॥

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** যোগেতি। ত্বমতর্ক্য মহামহৈশ্বর্য্যঃ অসাবীশিতব্যেষ্বপি মধ্যে নিকৃষ্টঃ ত্বমপ্রমেয়স্বরূপঃ অয়ং পরিচ্ছিন্নেষ্বপি মধ্যে এককীটতুল্যঃ। ত্বং দেবানামপি দেবঃ অয়ং মনুষ্যেষ্বপাধমঃ ত্বদ্বৈমুখ্যাৎ। ত্বং সর্ব্বজগৎপালকঃ। অয়ং জগদ্বর্ত্তিত্বাদ্দুষ্টোঽপ্যস্য পালনীয় এবেতি ভাবঃ। তস্মাৎ হে কল্যাণ, অকল্যাণং হে মহাভুজ, ভুজবলরহিতমিমং ন হন্তুমর্হসি ॥ বি° ৩৩ ॥

চৈলেন বদ্ধ্বা তমসাধুকারিণং শ্মশ্রূকেশং প্রবপন্ ব্যরূপয়ৎ।
তাবন্মমর্দ্দুঃ পরসৈন্যমদ্ভুতং যদুপ্রবীরা নলিনীং যথা গজাঃ ॥ ৩৫ ॥

৩৫। **অন্বয়ঃ** [শ্রীকৃষ্ণঃ] অসাধুকারিণং তং (রুক্মিণং) চৈলেন (তদীয়েনৈব শিরোবেষ্টনবস্ত্রেণ) বদ্ধ্বা শ্মশ্রূকেশং স্থানে স্থানে অবশিষ্টানি শ্মশ্রূণি কেশাশ্চ যথা ভবন্তি তথা প্রবপন্ (অসিনা মুণ্ডয়ন্) ব্যরূপয়ৎ (বিরূপং অকরোৎ), তাবৎ (যাবৎ রুক্মিণো যুদ্ধাদিকং তাবদিত্যর্থঃ) যদুপ্রবীরাঃ শ্রীবলদেবাদয়ঃ যাদব বীরোত্তমাঃ) গজাঃ নলিনীং (পদ্মবনম্) যথা [তথা] উদ্ধতং পরসৈন্যং ('পরস্য' রুক্মিণঃ সৈন্যং) মমর্দ্দুঃ (দলয়ামাসুঃ)।

৩৫। **মূলানুবাদঃ** শ্রীকৃষ্ণ অনন্তর অপকারী রুক্মীকে একখণ্ড বস্ত্রে বেঁধে নিয়ে অসি দ্বারা স্থানে স্থানে অল্প অল্প চুল-দাড়ি অবশিষ্ট রেখে মুণ্ডন করত কুৎসিৎ করে দিলেন। ওদিকে যাবৎ কৃষ্ণ রুক্মীর যুদ্ধ চলছিল, তার মধ্যে বলদেবাদি যাদব বীরশ্রেষ্ঠগণ উদ্ধত রুক্মীর সৈন্যগণকে বিদলিত করে দিলেন যেমন না-কি হস্তী পদ্মবন বিদলিত করে।

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** যোগেশ্বর—হে স্বামিন্! আপনি অতর্ক মহামহৈশ্বর্য, আর এ ঐশ্বর্য প্রকাশের পাত্রের মধ্যে নিকৃষ্ট। আপনি অসীম স্বরূপ। এ সীমিতেরও মধ্যে এক কীটতুল্য। আপনি দেবতাদের মধ্যেও পরম দেবতা, আর এ জগদ্বর্তী হওয়া হেতু দুষ্ট হলেও আজ পালনীয়ই। সে হেতু হে কল্যাণ, হে মহাভুজ, অকল্যাণ-ভুজবল রহিত একে হত্যা করা আপনার পক্ষে সমীচীন হয় না॥ বি॰ ৩৩॥

৩৪। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকাঃ** করুণস্তস্যাং কৃপাবান্ ইত্যর্থঃ। যদ্বা, স্বভাবতঃ করুণঃ, বিশেষতশ্চ তয়া তথাভূতয়া গৃহীতপাদঃ॥জী॰৩৪॥

৩৪। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদঃ** করুণো—রুক্মিণীর প্রতি কৃপাবান [কৃষ্ণ]। অথবা স্বভাবতই করুণ বিশেষত তয়া—তথাভূত রুক্মিণীর দ্বারা গৃহীত পাদ॥ জী॰ ৩৪॥

৩৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** করুণঃ স্বপ্রতিকূলেঽতিদুষ্টে স্বতনুত্যাগনিমিত্তীভূতেঽপি ভ্রাতরি দয়ায়া ভগিনীমূর্ত্তিরিতি লে কধর্ম্মোক্তিভয়াদেব দয়াবত্যাং রুক্মিণ্যাং সদয়ঃ॥ বি॰ ৩৪॥

৩৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** করুণঃ— রুক্মী স্বপ্রতিকূল অতি দুষ্ট, স্বতনুত্যাগ নিমিত্তীভূত হলেও ভ্রাতার প্রতি দয়ার মূর্তি ভগিনী তাই লোকধর্ম উক্তি ভয়েই দয়াবতী রুক্মিণীর প্রতি সদয় হলেন কৃষ্ণ। [শ্রীবলদেব – **ভয়বিহ্বলা ইতি** – ভগিনীর চোখের সামনে ভ্রাতৃবধ হল, এরূপ লোকাপবাদ ভয়ে, ভ্রাতৃস্নেহে বিহ্বলা বা লোক ধর্মের অর্থাৎ লোকাচারের অপেক্ষা, তা কিন্তু নয়। কারণ পুরস্ত্রীদের প্রেম 'সমঞ্জসা' রতি ব্রজসুন্দরীদের 'সমর্থা' রতি লোকাপবাদ অনপেক্ষ॥ বি॰ ৩৪॥

কৃষ্ণান্তিকমুপব্রজ্য দদৃশুস্তত্র রুক্মিণম্।
তথাভূতং হতপ্রায়ং দৃষ্ট্বা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ।
বিমুচ্য বদ্ধং করুণো ভগবান্ কৃষ্ণমব্রবীৎ॥ ৩৬॥

৩৬। **অন্বয়ঃ** [অথ যদুপ্রবীরাঃ] কৃষ্ণান্তিকং উপব্রজ্য (আগত্য) তত্র রুক্মিণং দদৃশুঃ (দৃষ্টবন্তঃ) ভগবান্ বিভুঃ সঙ্কর্ষণঃ তং রুক্মিণং তথাভূতং হতপ্রায়ং দৃষ্ট্বা করুণঃ [সন্] বদ্ধং [তং] বিমুচ্য কৃষ্ণং প্রতি অব্রবীৎ (উবাচ)।

৩৬। **মূলানুবাদঃ** অতঃপর যদুবীরশ্রেষ্ঠগণ কৃষ্ণের নিকট এসে তথায় রুক্মীকে দেখতে পেলেন। ভগবান্ বিভু সঙ্কর্ষণ সেই রুক্মীকে তথাভূত হতপ্রায় দেখে করুণার উদয়ে তার সেই বন্ধন মোচন করে দিয়ে কৃষ্ণের প্রতি বললেন।

৩৫। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকাঃ** চৈলেন তদীয়েনৈব শিরোবেষ্টনবস্ত্রেণ প্রবপন্ তেনৈবাসিনেতি শেষঃ; তচ্চাস্ম্যচিতক্ষেপলাঘবেনৈব জ্ঞেয়ম্। সশ্মশ্রুকেশমিতি—শ্মশ্রুকেশাভ্যাং সহ বর্ত্তমানং যথা স্যাদিত্যেব বিগ্রহপূর্ব্বকোঽর্থঃ; বহুব্রীহিনৈষ ক্রিয়াবিশেষণত্বাসিদ্ধেঃ। টীকায়াস্তু নির্গলিতার্থ এব দর্শিতঃ, অত্র স ইত্যধ্যাহার্য্যম্; যদ্বা, স শ্রীকৃষ্ণঃ শ্মশ্রুকেশমিতি দ্বন্দ্বৈক্যং, ব্যরূপয়দিতি তাদৃশবিরূপতাপি সম্ভবতীতি। তথা চ ব্যাখ্যেয়ং তাবদিতি, রুক্মিপরাজয়ং যাবদিত্যর্থঃ। উদ্ধতং মহাসাহসাদিযুক্তমপি॥ জী॰ ৩৫॥

৩৫। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদঃ** চৈলেন— রুক্মীরই শিরোবেষ্টন বস্ত্রের দ্বারা **প্রবপন্ ইতি**—নিজ হস্তে ধৃত অসির দ্বারা স্থানে স্থানে রেখে মুণ্ডন করে দিলেন তার চুল-দাড়ি; এও করলেন তার অহঙ্কার নাশের জন্য, এরূপ বুঝতে হবে। **সশ্মশ্রুকেশং ইতি**—স্থানে স্থানে কিছু কিছু চুলদাড়ি অবশিষ্ট রেখে—তার চেহারাটা অদ্ভুত বানিয়ে। (এখানে শ্রীসনাতনের টীকার নির্গলিত অর্থ দেখান হল)।

অথবা 'স' শ্রীকৃষ্ণ, শ্মশ্রুকেশম্ ইতি = চুলদাড়ি স্থানে স্থানে রেখে কেটে দিয়ে কুৎসিৎ রূপ বানালেন কৃষ্ণ। **তাবৎমমর্দ্দুঃ**—যতক্ষণ রুক্মীর পরাজয় হল সেই সময়ের মধ্যেই বলদেবাদি যাদবগণ গর্বিত রুক্মীসেনা দলিত করলেন॥ জী॰ ৩৫॥

৩৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** পুনরপি রুক্মী প্রাতিকূল্যং মাকার্ষীদিতি তদ্দুর্ম্মদনিবর্ত্তকেন পরাভবস্মারকেণ দুর্লক্ষণেন কেনচিদঙ্কয়িত্বৈব তমুপেক্ষাং চক্রে ইত্যাহ,—চৈলেন গ্রীবায়াং বদ্ধা বামহস্তেন তচ্চৈলাগ্রদ্বয়ং বিধৃত্য দক্ষিণহস্তধৃতেনাসিনা উষ্ণীষং দূরীকৃত্য সশ্মশ্রুকেশং যথা স্যাৎ স্থানে স্থানে কেশগুচ্ছাঃ শ্মশ্রুগুচ্ছাশ্চ যথা তিষ্ঠেয়ুস্তথা প্রকর্ষেণ সমূলকর্ত্তনেন রুধিরমুদ্গময়ন্ বপন্ মুণ্ডয়ন্ ব্যরূপয়ৎ বিরূপমকরোৎ॥ বি॰ ৩৫॥

অসাধ্বিদং ত্বয়া কৃষ্ণ কৃতমস্মজ্জুগুপ্সিতম্।
বপনং শ্মশ্রুকেশানাং বৈরূপ্যং সুহৃদো বধঃ ॥ ৩৭ ॥

৩৭। **অন্বয়** ঃ কৃষ্ণ! (হে সর্ব্বসুখপ্রদ) ত্বয়া কৃতম্ [কেশমুণ্ডনাদিরূপং] ইদং [কর্ম] অস্মজ্জুগুপ্সিতম্ (অস্মাকম্ নিন্দিতং) অসাধু [চ যতঃ] শ্মশ্রুকেশানাং বৈরূপ্যং (বপন লক্ষণম্ বৈরূপ্যং) সুহৃদঃ বধঃ [এব]।

৩৭। **মূলানুবাদ** ঃ হে কৃষ্ণ! তোমার কৃত এই কেশমুণ্ডনাদি কর্ম আমাদের পক্ষে নিন্দিত ও অসাধু হয়েছে। কারণ স্থানে স্থানে চুল দাড়ি রেখে মুণ্ডনরূপ বিরূপতাকরণ অল্প দণ্ড নয়, ইহাতে সুহৃদদের বধস্বরূপই হয়ে থাকে।

৩৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ পুনরায়ও রুক্মী যেন প্রাতিকূল্য করতে না আসে, এই আশয়ে সেই উন্মত্ততা নিবর্তক পরাভব-স্মারক দুর্লক্ষণ স্বরূপ কোন কিছু তার অঙ্গে এঁকে দিয়ে তাকে উপেক্ষা করলেন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, রুক্মীরই শিরোবেষ্টন বস্ত্রের দ্বারা তার গ্রীবায় বেঁধে বামহস্তে সেই বস্ত্রের অগ্রদ্বয় কষে ধরে দক্ষিণহস্তে ধৃত অসি দ্বারা উষ্ণীষ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দাড়ি-গোফ সহিত কেশ যেরূপ ছিল তার স্থানে স্থানে কেশগুচ্ছ ও দাড়ি-গোফগুচ্ছ সেরূপই রেখে বাকীটা **প্রবপন্**—'প্র' সমূলে কর্তনের দ্বারা রক্তোদ্গমণ করিয়ে মুণ্ডিত করত এক কিম্ভূতাকার চেহারা বানিয়ে দিলেন তাকে কৃষ্ণ॥ বি° ৩৫ ॥

৩৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ কৃষ্ণান্তিকমিত্যর্দ্ধকম্। দদৃশুর্যদুপ্রবীরা ইত্যেব জ্ঞেয়ম্; এবমত্রাপি তথাভূতং হতপ্রায়মিতি রুক্মিবিশেষণত্বেন যোজ্যম্। তথাভূতং প্রাপ্তবৈরূপ্যাদিকমতএব হতপ্রায়ম্। নন্ু তাদৃশমহাপরাধিনো বিমোকো ন হি যুজ্যতে, তত্রাহ—ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞঃ; রুক্মিণী-বত্তত্তজ্ঞাপাতি, তথা রুক্মিণ্যা দুঃখং শ্রীকৃষ্ণস্য ভাবি-লীলাঞ্চ ইত্যর্থঃ। অতএব করুণঃ, শ্রীকৃষ্ণস্য প্রথমবৈবাহিকসম্বন্ধাচ্চেতি ভাবঃ। কৃষ্ণমিত্যুপলক্ষণং রুক্মিণীঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্। লজ্জাহেতো রুক্মিণীঞ্চ কৃষ্ণমেব দৃষ্ট্বাব্রবীদিতি তস্যৈব প্রাধান্যাৎ ॥ জী° ৩৬ ॥

৩৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ কৃষ্ণান্তিকম্ থেকে কৃষ্ণমব্রবীৎ পর্যন্ত দেড় শ্লোক একসঙ্গে। যাদবগণ দেখলেন, এরূপ বুঝতে হবে। এবং এখানেও তথাভূতং **হতপ্রায়ম্ ইতি**—রুক্মীর বিশেষণ রূপে যুক্ত করণীয়। আচ্ছা তাদৃশ অপরাধীর মুক্তি তো নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত নয়—এরই উত্তরে **ভগবান্**—সর্বজ্ঞ (বলদেব) রুক্মিণীর মতই সেই সেই কথা জানেন—তথা শ্রীরুক্মিণীর দুঃখ ও শ্রীকৃষ্ণের ভাবিলীলা জানেন অতএব **করুণঃ**—করুণ হলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রথম বৈবাহিক সম্বন্ধ হেতু, এরূপ ভাব। 'কৃষ্ণং ইতি'—উপলক্ষণে, রুক্মিণীকেও বলা হল অর্থাৎ কৃষ্ণ-রুক্মিণী দুজনকেই বললেন-যদিও কৃষ্ণের দিকেই চেয়ে বলাতে তাঁরই প্রাধান্য॥ জী° ৩৬ ॥

মৈবাস্মান্ সাধ্ব্যসূয়েথা ভ্রাতুর্বৈরূপ্যচিন্তয়া।
সুখদুঃখদো ন চান্যোঽস্তি যতঃ স্বকৃতভুক্ পুমান্ ॥ ৩৮ ॥

৩৮। **অন্বয়** ঃ (শ্রীরুক্মিণীং সান্ত্বয়তি)—

সাধ্বি! ভ্রাতুঃ [রুক্মীণঃ] বৈরূপ্যচিন্তয়া অস্মান্ মৈব (মা+এব) অসূয়েথাঃ, যতঃ অন্যঃ সুখদুঃখদঃ নাস্তি, পুমান্ (জীবঃ) স্বকৃতভুক্ চ (নিশ্চয়ার্থে) (নিজ কর্মফলভুক্ এব ভবতি)।

৩৮। **মূলানুবাদ** ঃ হে সাধ্বি রুক্মিণি! তুমি ভাইয়ের কুৎসিৎ ভূতের মতন চেহারার কথা চিন্তা করত আমাদের প্রতি দোষারোপ করিও না, কারণ সুখ দুঃখের দাতা অন্য কেউ নয়, জীব স্বকর্মফলভুক্ই হয়ে থাকে।

---

৩৬ **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ বিমুচ্য স্বয়মেব স্বহস্তেন কৃষ্ণবামহস্তাচ্চৈলখণ্ডমপসার্য্যেত্যর্থঃ॥ বি° ৩৬॥

৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **বিমুচ্য**—বলদেব নিজেই নিজের হাতে কৃষ্ণের বা হস্ত থেকে বস্ত্রখণ্ড ছাড়িয়ে নিয়ে রুক্মীর বন্ধন মোচন করে দিলেন॥ বি° ৩৬॥

৩৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ কৃষ্ণেতি—কেবলেন মূলনাম্না সম্বোধনমগ্রজোচিতশুদ্ধবাৎসল্যোদয়েন। তথৈবাহাস্মাকং কুলতিলকীভূতভবৎকানাং পরমপ্রতিষ্ঠাবতাং বৃষ্ণীনাং সম্বন্ধে জুগুপ্সিতং নিন্দিতং কর্ত্তুমযোগ্যমিত্যর্থঃ। কিন্তুদিত্যপেক্ষায়াং লজ্জাদিনা প্রাগপ্রকাশিতমপি নীচৈরিবাহ—বপনমিতি। ন চৈতদল্পং দণ্ডনমিত্যাহ—বৈরূপ্যমিতি, বিরূপতাপাদনমেবন্তু শ্রীকৃষ্ণোপালম্ভনে রুক্মিণ্যা এব সান্ত্বনমুদ্দেশ্যং, মৎসম্বন্ধেনৈবৈষ সম্প্রত্যুপালম্ভবিষয়ো ভবতীতি তস্যা লজ্জোৎপত্তেঃ। তথা রুক্মিণং প্রত্যপি ভর্ৎসনমায়াতি, সাক্ষাত্তস্য তিরস্কারানুবাদাৎ। তচ্চ তস্য শিক্ষার্থমেব সম্পদ্যত ইতি কারুণ্য এব পর্য্যবস্যতি; এবমগ্রেঽপি॥ জী° ৩৭॥

৩৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **কৃষ্ণ! ইতি**—কেবল মূল নাম ধরে সম্বোধন—অগ্রজ-উচিতশুদ্ধ বাৎসল্য উদয়ে। সেইভাবেই বললেন আমাদের কুলতিলকভূত তোমার পরম প্রতিষ্ঠাবান বৃষ্ণিদের সম্বন্ধে **জুগুপ্সিতং**—নিন্দিত কাজ করা উচিত নয়—কি সেই নিন্দিত কাজ, এ অপেক্ষায় পূর্বে প্রকাশ করা উচিত হলেও লজ্জায় পরের লাইনে বলা হল **বপনম্ ইতি**—চুলদাড়ি স্থানে স্থানে ছেটে দেওয়া—এ অল্পদণ্ডও নয় এই আশয়ে বলা হল **বৈরূপ্যম্ ইতি**—বিরূপতা রূপ অপকৃষ্টতাদান কিন্তু বধ স্বরূপই হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনাতে রুক্মিণীকেই সান্ত্বনা দান উদ্দেশ্য—মদীয় সম্বন্ধেই এই কৃষ্ণ সম্প্রতি ভর্ৎসনার বিষয় হয়েছে, তাই রুক্মিণীর লজ্জা উৎপত্তির হেতু। তথা রুক্মীর প্রতিও ভর্ৎসনা এসে যাচ্ছে, সাক্ষাৎ কৃষ্ণের প্রতি তিরস্কার তাতে আরোপিত হওয়া হেতু।—এও তার শিক্ষার জন্যই সাধিত তাই ইহা তার প্রতি করুণাতে পর্যবসিত॥ জী° ৩৭॥

বন্ধুর্ব্বধার্হদোষোঽপি ন বন্ধোর্ব্বধমর্হতি।
ত্যাজ্যঃ স্বেনৈবদোষেণ হতঃ কিং হন্যতে পুনঃ॥ ৩৯॥

৩৯। **অন্বয়ঃ** [পুনঃ কৃষ্ণমাক্ষিপতি] বন্ধুঃবধার্হদোষঃ (বধায় 'অর্হ' উচিতঃ দোষো যস্য সঃ তাদৃশঃ) অপি বন্ধোঃ (নিজ বান্ধবাৎ) বধং ন অর্হতি, ত্যাজ্যঃ (কিন্তু পরিত্যাজ্যঃ এব) স্বেন (স্বকীয়েন) এব দোষেণ হতঃ কিং পুনঃ হন্যতে।

৩৯। **মূলানুবাদঃ** (তথাপি দেবীর শোক নিবৃত্ত হল না দেখে তার নিরসনের জন্য শ্রীবলদেব পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন।)—

হে কৃষ্ণ! বন্ধু বধার্হ দোষে দোষী হলেও বন্ধুর নিকট বধযোগ্য হতে পারে না। কিন্তু পরিত্যাজ্যই হতে পারে। আর দেখ, নিজ মনোদুঃখেই যে ব্যক্তি হতপ্রায় তাকে পুনরায় আর বধের কি আছে?

৩৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** বরং বধঃ অপ্যস্য সাধুরভবিষ্যদিদং খড়্গেন মুণ্ডনস্তুতিবিভৎসিতমভূদিতি শোচন্ত্যা রুক্মিণ্যাঃ সান্ত্বনার্থং বহিঃ কৃষ্ণং কিঞ্চিদুপালভমানোঽন্তস্তু ভো ভ্রাতঃ, সমুচিতকৃত্যচতুরেণ ত্বয়া সাধ্বেব কৃতমিতি প্রসীদন্নেবাহ,—অসাধ্বিতি। **সুহৃদঃ** শ্যালকস্য পক্ষে দুর্হৃদোঽপি তস্য সুহৃচ্ছব্দ বাচ্যত্বেন বিপরীতলক্ষণা ব্যঙ্গ্যা॥ বি° ৩৭॥

৩৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** বরং এর বধও উত্তম হত। খড়্গের দ্বারা মুণ্ডনে কিন্তু বিভৎসিত করে দিয়েছে মুখ—এরূপ শোককারী রুক্মিণীকে সান্ত্বনের জন্য বাইরে কৃষ্ণের প্রতি কিঞ্চিৎ তিরস্কার পরায়ণ হলেন বলরাম—অন্তরে অন্তরে কিন্তু রয়েছে এরূপ ভাব, যথা—হে ভ্রাতঃ চতুর শিরোমণি তোমার দ্বারা সমুচিত কাজই হয়েছে, যেন প্রসন্নতা প্রাপ্তই হয়েছেন এরূপ ভাবে বললেন। **অসাধ্বিতি**—সুহৃদ শ্যালকের (রুক্মীর) পক্ষে দুর্হৃদশত্রু হলেও তার যে সুহৃদ শব্দ অভিধেয়তায় ইহা হল বিপরীত ব্যঙ্গা লক্ষণা (ব্যঙ্গ্য-বিরুদ্ধতা ব্যঙ্গ্যার্থের পর্যালোচনায় যদি প্রকৃত বিরুদ্ধ ভাবের প্রকাশ হয়, তবে সেই অর্থদোষকে ব্যঙ্গাবিরুদ্ধতা বলে॥ বি° ৩৭॥

৩৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** এতাদৃশে তং প্রত্যুক্তেঽপি তস্যাঃ শোকাত্যাগাৎ তামেব সাক্ষাৎ সান্ত্বয়ন্নাহ—নৈবেতি। অস্মান্ শ্রীকৃষ্ণাদীন্ মাসূয়েথাঃ, দোষারোপেণ মা পশ্য; এবেতি সাক্ষাত্তৎকারণে সত্যপি অসূয়াং নিবারয়তি চেতি, পক্ষান্তরে নঞ্ তন্নিষেধেঽন্যো নাস্তি, কিন্তু স্বয়মেবেত্যর্থঃ। পুমান্ জীবঃ॥ জী° ৩৮॥

৩৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** কৃষ্ণের প্রতি উপর্যুক্ত প্রকারে বললেও রুক্মিণীর শোক যদি গেল না তখন সাক্ষাৎ তাকেই সান্ত্বনা দিবার জন্য বললেন 'ন চ অন্যোঽস্তি' ইতি।

ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্ম্মঃ প্রজাপতিবিনির্ম্মিতঃ।
ভ্রাতাপি ভ্রাতরং হন্যাদ্‌যেন ঘোরতরস্ততঃ ॥ ৪০ ॥

৪০। **অন্বয়** ঃ ক্ষত্রিয়াণাং অয়ং ধর্ম্ম প্রজাপতি বিনির্ম্মিতঃ ('প্রজাপতিনা' ব্রহ্মণা 'বিনির্ম্মিত' পরম পাল্যত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ) যেন [ধর্মেণ] ভ্রাতাপি ভ্রাতরং হন্যাৎ, ততঃ (অস্মাৎ, অয়ং) ঘোরতরঃ (অতিদারুণ ধর্ম্ম, অতঃ কোঽয়মস্মাকমপরাধঃ)।

৪০। **মূলানুবাদ** ঃ তথাপি শোক চলে না গেলে পুনরায় স্বধর্ম দেখিয়ে দেবীকে প্রবোধ দেওয়া হচ্ছে, যথা—

ইহাই ক্ষত্রিয়দের অদৃষ্টজনক কর্তব্যবিশেষ, যে ধর্মে চালিত হয়ে ন্যায়ানুগত যুদ্ধে ভাইও ভাইকে হত্যা করতে পারে। ইহা ব্রহ্মা দ্বারা বেদ অনুসারে নির্দিষ্ট। সে হেতু এই ভ্রাতৃহননে ঘোরতর ধর্মই হয়ে থাকে।

এই কৃষ্ণ প্রভৃতিকে দোষারোপের সহিত দেখো না। **মা এব**—'এব' শব্দে সাক্ষাৎ ভাবে সেই কারণ থাকলেও অসূয়া নিবারিত করা হচ্ছে পক্ষান্তরে সেই নিষেধে বুঝান হল, দোষী অন্য কেউ নয়, কারণ দোষী সে নিজেই, কারণ জীব স্বকর্ম ফলই ভোগ করে থাকে ॥ জী° ৩৮ ॥

৩৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ তস্যাঃ শোকাপনোদার্থং বিবেকমুৎপাদয়তি,— মৈবেতি। স্বকৃতভুগিতি অস্মিন্নতিদুষ্টে স্বস্য ভর্তুশ্চ প্রতিকূলে কোঽয়ং তে বৃথা স্নেহ ইতি তাং প্রত্যুপালম্ভশ্চ ধ্বনিতঃ ॥ বি° ৩৮ ॥

৩৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ রুক্মিণীর শোক দূর করণের জন্য তাঁর বিবেক উৎপাদন করছেন, মৈবেতি শ্লোকে। জীব নিজ নিজ কর্মফলই ভোগ করে থাকে, তাই অতি দুষ্টের প্রতি আর নিজের স্বামীর প্রতিকূলে, এ এমন কে যার প্রতি তোমার বৃথা স্নেহ- এইরূপে এখানে রুক্মিণীর প্রতি তিরস্কার ধ্বনিত হল ॥ বি° ৩৮ ॥

৩৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ তথাপি দেব্যাঃ শোকং দৃষ্ট্বা তন্নিরাসার্থং শ্রীকৃষ্ণমাক্ষিপতি—বন্ধুরিতি. বন্ধোঃ সকাশাৎ, কিন্তু স ত্যাজ্য ইতি তস্য অত্যবজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়িত্বা কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমসামর্থ্যমপি দর্শিতম্। নন্ববধ্যস্য বধে যাবাংস্তাবান্ বধ্যস্য রক্ষণে দোষঃ স্মর্য্যতে। তত্রাহ— স্বেনৈব দোষেণ হতঃ। সল্লোকবহিষ্কৃততা সাম্যেন এবং যো হতঃ স কিং পুনর্হন্যতে ? নৈবেত্যর্থঃ। সোঽয়মপি রুক্মিণ্যা অন্যত্র দানেন তদ্বহিষ্কৃতো জাত ইতি ভাবঃ। বৈকৃত্যকরণং ত্বিদং হননমেব মরণাদপি দুঃখদত্বাদিতি ভাবঃ ॥ জী° ৩৯ ॥

৩৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ তথাপি দেবীর শোক দেখে তা বর্জন করাবার

রাজ্যস্য ভূমের্বিত্তস্য স্ত্রিয়ো মানস্য তেজসঃ।
মানিনোঽন্যস্য বা হেতোঃ শ্রীমদান্ধাঃ ক্ষিপন্তি হি ॥ ৪১ ॥

৪১। **অন্বয়** ঃ [পুনঃ শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ]—

মানিনঃ (অভিমানবতঃ) শ্রীমদান্ধাঃ রাজস্যভূমেঃ বিত্তস্য স্ত্রিয়ঃ মানস্য তেজসঃ (বলস্য) অন্যস্য বা হেতোঃ হি (নিশ্চিতং) ক্ষিপন্তি (বন্ধূন্ তিরস্কুর্বন্তি)।

৪১। **মূলানুবাদ** ঃ পুনর্বার শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন—অভিমানী ও ঐশ্বর্যমদে অন্ধ জনগণ - রাজ্য, ভূমি, বিত্ত, স্ত্রী, মান, তেজ বা অন্য কোন বিষয়ের নিমিত্ত বন্ধুগণকে তিরস্কার করেই থাকে [কিন্তু হে কৃষ্ণ ! তাই বলে কি আমাদের তাই করা সাজে ?]

জন্য শ্রীকৃষ্ণকে ভৎর্সন করছেন—**বন্ধু ইতি**—বন্ধুর নিকট বন্ধুর বধযোগ্য দোষ থাকলেও কিন্তু সে বধযোগ্য নয় ত্যাজ্য। এরূপ দোষী বন্ধুর প্রতি অতি অবজ্ঞেয়তা দেখিয়ে কিঞ্চিৎ করণার্থে অসামর্থ্যতাও দেখান হল। আচ্ছা অবধ্যজনের বধে যতটা দোষ ততটা বধযোগ্য জনের রক্ষণে দোষ নয় কি ? এরই উত্তরে—**স্বৈরেব দোষেণ হতঃ**—নিজের দোষেই হত। ভদ্রলোকের সমাজ থেকে বহিষ্কৃততা সাম্যের দ্বারা এইরূপে যে হত সে কি আর পুনরায় হত হতে পারে ? না পারে না। এই রুক্মিণীও রুক্মীর দ্বারা অন্যত্র দানে—সেই বহিষ্কৃত জাত, এরূপ ভাব। কুৎসিত চেহারা করে দেওয়া হত্যার সামিলই ইহা মরণ থেকেও দুঃখদায়ী, এরূপ ভাব॥ জী° ৩৯ ॥

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ দেব্যাঃ প্রীণনার্থং কৃষ্ণং নীতিং শিক্ষয়ন্নিবাহ,—বন্ধুঃ শ্যালঃ বন্ধোর্ভগিনীপতেঃ সকাশাৎ॥ বি° ৩৯ ॥

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ দেবীর সন্তোষ বিধানের জন্য কৃষ্ণকে যেন নীতি শেখাচ্ছেন, এরূপভাবে বললেন। বন্ধু - শ্যালক। বন্ধোঃ—ভগিনীপতির থেকে ॥ বি° ৩৯ ॥

৪০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ তথাপি শোকানপগমাৎ পুনর্দ্দেবীং স্বধর্ম্মপ্রদর্শনেন প্রবোধয়তি—ক্ষত্রিয়াণামিতি ; অয়ং ক্ষত্রিয়াণাং ধর্ম্মঃ, সদদৃষ্টজনক-কর্ত্তব্যবিশেষঃ, যেন ধর্ম্মেণ ন্যায়লক্ষণযুদ্ধেন ভ্রাতাপি ভ্রাতরং হন্যাৎ। ধর্ম্মত্বে হেতুঃ—প্রজাপতিনা বিনির্ম্মিতঃ, বেদদৃষ্ট্যা নির্দ্দিষ্ট ইত্যর্থঃ। ততস্তস্মাদ্‌ভ্রাতৃহননাদ্ধেতোর্ঘোরতরো ধর্ম্মশ্চেতি ; এবমেবাহ টীকায়াং - ঘোরতরো ধর্ম্মশ্চেতি॥ জী° ৪০ ॥

৪০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ তথাপি শোক চলে না গেলে পুনরায় স্বধর্ম দেখিয়ে দেবীকে প্রবোধ দেওয়া হচ্ছে—ক্ষত্রিয়াণাম্ ইতি- ইহাই ক্ষত্রিয়দের **ধর্ম্ম**—অদৃষ্টজনক কর্তব্য বিশেষ, যে ধর্মে চালিত হয়ে ন্যায় লক্ষণ যুদ্ধে ভাইও ভাইকে হত্যা করে। ধর্মভাবে হেতু, ইহা

তবেয়ং বিষমা বুদ্ধিঃ সর্ব্বভূতেষু দুহৃদাম্।
যন্মন্যসে সদাভদ্রং সুহৃদাং ভদ্রমজ্ঞবৎ ॥ ৪২ ॥

৪২। **অন্বয়** ঃ অজ্ঞবৎ সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বপ্রাণিষু) দুহৃদাম্ (অহিতানাং) [রুক্ম্যাদীনাং] যৎ সদা ভদ্রং (শুভং) মন্যসে (ইচ্ছসি) ইয়ং তব বিষমা (অসমীচীনা) বুদ্ধিঃ (যতঃ তদেব) সুহৃদাং অভদ্রং (অশুভং)।

অথবা—অজ্ঞবৎ সদা সর্ব্বভূতেষু দুহৃদাং [শিশুপালাদীনাম্] অভদ্রং সুহৃদাম্ ভদ্রং যৎ মন্যসে [অতঃ] তব ইয়ং বুদ্ধিঃ বিষমা (অসমীচীনা)।

৪২। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীবলদেব বলছেন হে রুক্মিণি! তুমি অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় সর্বপ্রাণীর অহিতকারী রুক্ম্যাদির প্রতি যে সদা মঙ্গল কামনা করছ, এ তোমার সমীচীনা বুদ্ধি নয়, কারণ ইহাই তোমার সুহৃদ্ গণের অমঙ্গল।

প্রজাপতি (ব্রহ্মা) দ্বারা বিনির্ম্মিত—বেদ অনুসারে নির্দিষ্ট। **ততঃ**—সেহেতু ভ্রাতৃহননে ঘোরতর অর্থাৎ অতি বিষম, ধর্মই হয়ে থাকে—এই রূপই শ্রীধরের টীকায়ও বলা হয়েছে, যথা ঘোরতর ধর্ম ॥ জী° ৪০ ॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ নীতিমিমাং স্বদনুজো ন বেত্তীতি মনসা বদন্তীং দেবীং প্রত্যাহ,—ক্ষত্রিয়াণামিতি। 'ভ্রাতরমপি হন্যা'দিতি শাস্ত্রবিধিস্তত্র শ্যালঃ খলু কো বরাক ইতি ভাবঃ ॥ বি° ৪০ ॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ এই নীতি আপনার অনুজ জানে না, এরূপ মনে মনে বলুনি দেবীর প্রতি বলছেন—ক্ষত্রিয়দের এই ধর্ম ইত্যাদি। ভ্রাতাকেও হত্যা করা উচিত, এরূপই শাস্ত্র বিধি, এ বিষয় শ্যালক কোন্ তুচ্ছ, এরূপ ভাব ॥ বি° ৪০ ॥

৪১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ দেবীসান্ত্বনার্থমেব পুনরপি শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যপি পরুষমাহ—রাজ্যস্যেতি। মানস্য পূজায়াঃ তেজসঃ কান্তের্বলস্য বা অন্যস্য অন্নপানাদেঃ। মানিনোঽভিমানবন্তঃ, তত্রাপি শ্রীমদেনান্ধাঃ, অতঃ ক্ষিপন্তি তত্তদ্ব্যাঘাতকানিতি শেষঃ। হি যস্মাৎ শ্রীমদান্ধা এব ক্ষিপন্তি, তস্মাদস্মদ্বিধানাং তাদৃশত্বাভাবাদেতদ্যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ জী° ৪১ ॥

৪১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ দেবীকে সান্ত্বনা দানের জন্য পুনরায়ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রূঢ়ভাবে বলছেন—রাজ্যস্য ইতি—**মানস্য**—পূজার নিমিত্ত, **তেজসঃ**—তেজের নিমিত্ত, **কান্তে**—কান্তির নিমিত্ত, **বলস্য**—বলের নিমিত্ত বা **অন্যস্য**—অন্ন-পানাদির নিমিত্ত। **মানিনঃ**—অভিমান মত্ত, এর মধ্যেও আবার ঐশ্বর্যগর্বে অন্ধ হয়ে থাকে, অতএব সেই পূজা তেজাদির বিঘাতকদের উপরে ক্ষেপে যায়। **হি**—যেহেতু ঐশ্বর্যগর্বে অন্ধজনেরাই বন্ধুদের তিরস্কার করে থাকে। সেহেতু আমাদের মত জনদের তাদৃশ দোষের অভাবে এই বন্ধুদের তিরস্কারাদি করা সমীচীন হয় না ॥ জী° ৪১ ॥

আত্মমোহো নৃণামেষ কল্প্যতে দেবমায়য়া।
সুহৃদ্দুর্হৃদুদাসীন ইতি দেহাত্মমানিনাম্ ॥ ৪৩ ॥

৪৩। **অন্বয়ঃ** [কুতঃ ইত্যত আহ] দেহাত্মমানিনাং (দেহ এব আত্মা ইতি মন্যমানানাং) নৃণাং সুহৃৎ দুর্হৃৎ উদাসীন (কশ্চিৎ সুহৃৎ কশ্চন দুর্হৃৎ কোপ্যুদাসীন ইত্যেব) ইতি এষ আত্মমোহঃ (আত্মনঃ মোহঃ) দেবমায়য়া (ঈশ্বরস্য মায়য়া) কল্প্যতে।

৪৩। **মূলানুবাদ ঃ** দেহকেই যারা আত্মা বলে মনে করে, এতাদৃশ জনগণের 'ইনি মিত্র, ইনি শত্রু, ইনি উদাসীন' এরূপ আত্মমোহ ঈশ্বরের মায়া দ্বারা উৎপন্ন হয়।

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নন্বু ক্ষত্রিয়ো বন্ধুঃ হন্তুং বরং, কিন্তু তং বিভৎসিতবৈরূপ্যবন্তং কর্ত্তুং নার্হতীতি দেব্যাঃ স্বগতোক্তিমালক্ষ্য তাং প্রসাদয়িতুং কৃষ্ণমাহ,—রাজ্যস্যেতি। রাজ্যাদে-র্হেতোর্মানিনোঽহঙ্কারবন্ত এবান্যানাক্ষিপন্তি অস্মাকন্ত্বেতদনুচিতমিতি ভাবঃ ॥ বি° ৪১ ॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** ক্ষত্রিয় বন্ধুকে হত্যা করা বরং অনুমোদন করা যেতে পারে, কিন্তু বিভৎসিত ভাবে বিরূপতা করা উচিত হয় না - দেবীর এরূপ স্বগত উক্তি অনুমান করত তাকে প্রসন্ন করণার্থে বলরাম কৃষ্ণকে বলছেন—রাজস্য ইতি। হে কৃষ্ণ! রাজ্যাদির জন্যে মানীরা অহঙ্কার-মত্ত হয়ে অন্যদের প্রতি ক্ষোভিত হয়ে উঠে—আমাদের পক্ষে তা অনুচিত ॥ বি° ৪১ ॥

৪২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** পূর্ব্বং ধর্ম্মদ্বারা দেব্যাং বোধিতায়ামপি তথেদৃশে শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যবক্তব্যেঽপি দেব্যাঃ সান্ত্বনার্থমুক্তেঃ। তস্যা শোকাত্যাগাত্তং ত্যক্ত্বা তামেব বিবক্ষিত রহস্যার্থান্তরগর্ভেণ জ্ঞানোপদেশেন প্রবোধয়ন্নাদৌ সক্রোধমাহ—তবেতি। সর্ব্বভূতেষু মধ্যে দুর্হৃত্ত্বেন প্রতীতানাং কেষাঞ্চিদ্‌যদভদ্রমিচ্ছসি, তথা দুর্হৃদাং সুহৃত্ত্বেন প্রতীতানাং রুক্মিণ্যাদীনাং যদ্ভদ্রমিচ্ছসি, তৎপারিশেষ্যাদন্যেষু তু যদৌদাসীন্যং কুরুষে ইত্যর্থঃ। সেয়ং তবাজ্ঞানামিব বিষমা বুদ্ধিরিতি। অর্থান্তরে সুহৃদামিত্যপি দুর্হৃদামিত্যনেন বিশেষয়িতব্যম্। সর্ব্বভূতেষু মধ্যে দুর্হৃদাং শত্রুত্বেন সম্মতানাং শিশুপালাদীনাং তৎসাহায্যেন তু তাদৃশামেব স্ব-সুহৃদাং রুক্মিণ্যাদীনামপীতি যদি তেষ্বভদ্রং মন্তব্যং, তদৈতদ্বিধেষ্বপি তদেব মন্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ জী° ৪২ ॥

৪২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** পূর্বে দেবীকে ধর্মদ্বারা প্রবোধ দান করলেও তথা ঈদৃশ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যা বলা উচিত হয়না, তাও দেবীরই সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে তাতে শোকের উপশম না হলে ও সব ত্যাগ করত তাঁকেই বক্তব্য-রহস্যান্তর-গর্ভ জ্ঞান-উপদেশে প্রবোধ দিতে গিয়ে প্রথমে সক্রোধে বললেন—**তবেতি**—সর্বভূতের মধ্যে দুষ্টরূপে প্রতীতদের উপর কোনও প্রকার যে গর্হিত আচরণ ইচ্ছা করছেন, তথা বন্ধু বলে প্রতীত শত্রু রুক্মী প্রভৃতির যে শুভ ইচ্ছা

এক এব পরো হ্যাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
নানেব গৃহ্যতে মূঢ়ৈর্যথা জ্যোতির্যথা নভঃ ॥ ৪৪ ॥

৪৪। **অন্বয়** ঃ সর্ব্বেষাং দেহিনামপি পরঃ (পরম প্রেমযোগ্যঃ) এক এব আত্মা হি, মূঢ়ৈঃ (তত্ত্বানভিজ্ঞৈঃ) যথা জ্যোতিঃ (চন্দ্র সূর্য্যাদিঃ) যথা নভঃ (আকাশঃ) [তথা] নানেব গৃহ্যতে।

৪৪। **মূলানুবাদ** ঃ সকল প্রাণীরই বিশুদ্ধ একই আত্মা, কিন্তু যেরূপ একই চন্দ্র-সূর্যাদি জলপূর্ণ পাত্রভেদে এবং একই আকাশ ঘটাদি পাত্রভেদে বহু বহু বলে গণ্য হয় সেইরূপ একই আত্মাকে মূঢ় ব্যক্তিগণ বহু বলে মনে করে।

করছেন, এর পরিশেষ ফলে অন্যের প্রতি কিন্তু যে উদাসীনতা দেখান হচ্ছে। উহা আপনার অজ্ঞানের মত বিষমা বুদ্ধি।

অর্থান্তরে—**সুহৃদাম্**—অর্থাৎ ভদ্র—এরূপ হলেও **দুর্হৃদাম্**—অভদ্র. তাই এই রুক্মীর সহিত অভদ্র বিশেষণই প্রযোজ্য। সর্বভূতের মধ্যে শত্রুরূপে সম্মত শিশুপালাদির রুক্মীর সাহায্যের জন্য আসা কিন্তু তাদৃশই স্ব-সুহৃদয়া রুক্মিণী প্রভৃতির জন্যও—এরূপে শিশুপালের উপর যদি অভদ্র মন্তব্য করা উচিত হয় তবে এতদ্বিধ রুক্মীর প্রতিও সেই মন্তব্য করাই উচিত, এরূপ ভাব॥ জী° ৪২ ॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ নীতিরিয়ং যুদ্ধাদন্যত্রৈব। যুদ্ধেতু বৈরী পরাজিত্য তিরস্ক্রিয়ত এবেতীয়মপি নীতিরিতি কৃষ্ণস্য স্বগতোক্তিমালক্ষ্য দেবীং প্রত্যাহ,—তবেয়মিতি। সুহৃদাং স্ববন্ধূনাং রুক্মিপ্রভৃতীনাং ভদ্রমেব কৃষ্ণকৃতং মুণ্ডনং যৎ সদা অভদ্রং মন্যসে ইয়ং তব বিষমা বুদ্ধিঃ। অজ্ঞবৎ অজ্ঞানামিব তব বিজ্ঞায়া অপীত্যর্থঃ। কীদৃশানাং সর্ব্বভূতেষু দুর্হৃদাং দুষ্টমনসাম্ ॥ বি° ৪২ ॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ [বলরাম বলছেন]—এই নীতি কিন্তু যুদ্ধ বাদে অন্যত্রই, যুদ্ধে কিন্তু বৈরীকে পরাজিত করে তুচ্ছীকৃত করাই নীতি—এরূপ কৃষ্ণের স্বগত উক্তি লক্ষ্য করে দেবীর প্রতি বলছেন—**তবেয়ং ইতি**—**সুহৃদাং**—স্ববন্ধু রুক্মী প্রভৃতিদের কৃষ্ণকৃত মুণ্ডন অবশ্য ভদ্র যাকে তুমি অভদ্র মাননা করছ, তা তোমার **বিষমা বুদ্ধিঃ অজ্ঞবৎ**—অজ্ঞানের মত বুদ্ধি, তোমার বিশেষ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও। **সর্ব্বভূতেষু দুর্হৃদাং**—সর্বভূতের প্রতি দুষ্টমনা ॥ বি° ৪২ ॥

৪৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ কশ্চিৎ সুহৃদিব কশ্চিদ্দুর্হৃদিবেত্যাদি এক এব বা কদাচিৎ সুহৃদিবেত্যাদি অর্থান্তরে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাস্বাদমজানতামেবান্যত্র সৌহৃদ্যাদিস্ফূর্ত্তিঃ স্যাদিত্যত আহ—আত্মেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ জী° ৪৩ ॥

৪৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ কেউ সুহৃৎতুল্য কেউ শত্রুতুল্য ইত্যাদি।

দেহ আদ্যন্তবানেষ দ্রব্যপ্রাণগুণাত্মকঃ।
আত্মন্যবিদ্যয়া ক্লপ্তঃ সংসারয়তি দেহিনম্ ॥ ৪৫ ॥

৪৫। **অন্বয়** ঃ দ্রব্যপ্রাণগুণাত্মকঃ (দ্রব্যং পৃথিব্যাদিভূতপঞ্চকং প্রাণ ইন্দ্রিয়াণি গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ ত এব আত্মা স্বরূপং যস্য সঃ) আদ্যন্তবান্ (জন্মমরণ যুক্তঃ) এষঃ (বিবিধবিকারবত্ত্বাদিনা দৃশ্যমানঃ) দেহঃ আত্মনি (জীবে) অবিদ্যয়া (প্রাকৃত্যা) ক্লপ্তঃ (রাগদ্বেষাদিবিষয়ীভূত সন্) দেহিনং (দেহাভিমানিনং) সংসারয়তি (জন্মাদিলক্ষণ সংসারং প্রাপয়তি) ।

৪৫। **মূলানুবাদ** ঃ আধিভৌতিক পদার্থ, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও আধিদৈব এই ত্রিতয়াত্মক উৎপত্তি-ক্ষয়শীল দেহে অবিদ্যা আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া জীবকে সংসারী করে থাকে।

একইজন কদাচিৎ সুহৃৎতুল্য, শত্রুতুল্য ইত্যাদি। অর্থান্তরে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন-অজানা লোকের অন্যত্র সৌহার্দাদি স্ফূর্তি হয়ে থাকে, তাই বলা হচ্ছে আত্মা ইতি দুটি শ্লোকে ॥ জী° ৪৩ ॥

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ জানাম্যেবেদং যদয়ং ভ্রাতা মে দুষ্ট এব তদপ্যত্র বন্ধুভাবো নাপযাতি কিন্করোমীতি চেৎ সত্যমপ্রাকৃত্যা ভবত্যা এবায়মবিবেকোঽনুচিত ইত্যুচ্যতে সাংসারিক-লোকানাং ত্বয়ং স্বাভাবিক এব ধর্ম্ম ইত্যাহ,—আত্মেতি। দেহাত্মমানিনাং দেহ এবাত্মেতি মন্যমানা-নামেব দেহাত্মমানিনামেব নূণাং নতু জ্ঞানিনাম্ ॥ বি° ৪৩ ॥

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ এ আমি জানিই আমার এই ভাই দুষ্টই, তা হলেও এর উপর থেকে বন্ধুভাব অপগত হয় না, কি করব ? এরূপ যদি বলা হয়, এর উত্তরে—সত্যই অপ্রাকৃত তোমার এই অবিবেক অনুচিত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে সাংসারিক লোকের কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক ধর্ম—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, আত্মমোহো ইত্যাদি।—**দেহাত্মমানিনাং**—দেহই আত্মা, এরূপ মাননাকারীদেরই আত্মমোহ,-জ্ঞানিদের নয় ॥ বি° ৪৩ ॥

৪৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ নন্বু জগতো বৈচিত্রী সাক্ষাদেব দৃশ্যতে, তয়া চ সুহৃদা-দির্ঘটত এব। কথমুচ্যতে ? আত্মমোহ ইত্যুচ্যতে চিন্মাত্রত্বেনৈকরূপাণাং জীবানাং বস্তুতস্তু তদ্ভেদো ন সম্ভবতীত্যাহ—এক ইতি। একঃ পরমাত্মাংশত্বেন মিথস্তুল্যস্বরূপ ইত্যর্থঃ। ভানুস্থানীয়স্যাচিন্ত্যশক্তি-ময়-পরমাত্মনস্তটস্থাংশত্বেন রশ্মিপরমাণুস্থানীয়ত্বাত্তস্য তত্র চাচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদেবোভয়ত্রাপি ন কস্যাপি পূর্ব্বপক্ষস্যাবকাশ ইতি জ্ঞেয়ম্। হি যতঃ পরো দেহাদ্ভিন্নঃ, অতো দেহস্যৈব বৈচিত্রী, ন ত্বাত্মন ইতি ভাবঃ। তর্হি শান্তত্বাদিনা বিবিধোঽসৌ কুতঃ প্রতীয়তে ? অধিষ্ঠানস্যৈব বৈচিত্র্যাদিতি সদৃষ্টা-ন্তমাহ—নানেতি। প্রথমদৃষ্টান্তে বিম্ব-প্রতিবিম্বয়োর্ভেদপ্রতীতেরুত্তরোত্তরো দৃষ্টান্তঃ। অর্থান্তরে হি যস্মাৎ। 'আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমোহরিঃ' ইত্যুক্তেঃ। যঃ খলু সর্ব্বেষামপি দেহিনাং

দেহাভিমানিনামেক আত্মা হরিঃ, স এব বস্তুতস্তেষাং পরঃ শ্রেষ্ঠঃ পরমপ্রেমযোগ্য ইত্যর্থঃ। যস্তু নানা পৃথক্ পৃথগাত্মা দেহাভিমানিবর্গস্তন্মধ্যে মূঢ়ৈরেব পর ইব স গৃহ্যতে, কেষুচিৎ কশ্চিন্মোহবিবর্তে প্রেমাভাসময়ৈরেব যথাস্বং তত্তদ্যোগ্যতয়া প্রতীয়তে মাত্রং, তত্র দৃষ্টান্তৌ যথা—রবেরেবালাভে দীপো মর্ত্ত্যৈঃ পরতয়া গৃহ্যতে, যথা বিস্তৃতের্নভস এবালাভে উডুম্বরমশকৈস্তদন্তর্গতনভস্তত্ত্বয়া গৃহ্যত ইতি॥ জী° ৪৪॥

৪৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** আচ্ছা জগতের বৈচিত্রী সাক্ষাৎই দেখা যায়—আরও হে রুক্মিণী এই বৈচিত্রী হেতুই সুহৃদাদি জাত হয়। কি নামে একে প্রকাশ করা যাবে—একে 'আত্মমোহ' নামে বলা হয়—চিন্মাত্র হওয়া হেতু একরূপ জীব সকলের বস্তুতন্ত্র সেই ভেদ সম্ভব নয়। এই আশয়ে বলা হচ্ছে **এক ইতি**—একই পরমাত্মার অংশ হওয়া হেতু পরস্পর তুল্য স্বরূপ। সূর্য-স্থানীয় অচিন্ত্য শক্তিময় পরমাত্মার তটস্থ অংশ হওয়া হেতু রশ্মিপরমাণু স্থানীয় হওয়া হেতু তারও অচিন্ত্যশক্তিময়তা হেতুই উভয়েই কোনই পূর্বপক্ষের অবকাশ নেই. এরূপ বুঝতে হবে। **হি**—যেহেতু **পারা**—দেহ থেকে ভিন্ন [আত্মা] - অতএব দেহেরই বৈচিত্রী. আত্মার নয়. এরূপ ভাব। তা হলে অবিকৃত ভাবে থাকায় এ বিবিধরূপে কি করে প্রতীত হয়। অধিষ্ঠানেরই অর্থাৎ অবলম্বন ক্ষেত্রেরই বৈচিত্রী হেতু প্রতীত হয়—ইহাই সদৃষ্টান্ত বলা হচ্ছে—**নানা ইতি**—প্রথম দৃষ্টান্তে বিম্ব (সূর্যমণ্ডল) ও প্রতিবিম্বের ভেদ প্রতীতি উত্তরোত্তর দৃষ্টান্ত। অর্থান্তরে **হি**—যার থেকে 'অপরিমিত মাতৃত্ব হেতু আত্মাই পরম হরি' এরূপ উক্তি থাকা হেতু। যিনি নিশ্চয় সকল **দেহিনাম্**—দেহ অভিমানীদের অদ্বিতীয় আত্মা হরি। সেই বস্তুত তাদের **পরঃ**—শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পরমপ্রেমযোগ্য কিন্তু যিনি **নানা**—পৃথক পৃথক আত্মা. দেহাভিমানি বর্গ মধ্যে মূঢ়ের দ্বারাই বহুস্থান ব্যাপক বলে সেই আত্মা গৃহীত হয়.—কারুর কারুর কখনও মোহের অপগমে প্রেমাভাস সময়েই জীবাত্মা যেরূপ তা সেই সেই যোগ্যতা অনুসারে প্রতীতির বিষয় হয় মাত্র তথায় দৃষ্টান্ত—যথা সূর্যের অলাভেই দীপকেই মর্তবাসীগণের দ্বারা প্রধানরূপে গৃহীত হয়. যথা বিস্তৃত আকাশের অলাভে ডুমুরগাছের মশকের দ্বারা উহার অন্তর্গত স্থানটাই আকাশ বলে গৃহীত হয়॥ জী°৫৪॥

৪৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** দেহাত্মমানিনাং মতং দ্বাভ্যাং খণ্ডয়ন্ প্রথমং দেহঃ পরমাত্মা ন ভবতীত্যাহ.—এক **ইতি**। পর আত্মা দেহিনাং দেহবতাং জীবানাং হি নিশ্চিতমেক এব প্রেরকো ভবতি এক স্যবাধিষ্ঠান বাহুল্যে সতি নানাত্বে দৃষ্টান্তৌ। জ্যোতিরগ্নির্দারুষু। নভ আকাশং ঘটেষু। যদুক্তং প্রথমে—"যথাহ্যবহিতো বহ্নির্দারুষ্বেকঃ স্বযোনিষু। নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্" ইতি॥ বি° ৪৪॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** দেহাত্মমানিদের মত দুই শ্লোকে খণ্ডন করত প্রথমে দেহ পরমাত্মা নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে এক **ইতি** শ্লোকটি। **পর**- আত্মা **দেহিনাং**—দেহধারী জীব-

নাত্মনোঽন্যেন সংযোগো বিয়োগশ্চাসতঃ সতি।
তদ্ধেতুত্বাৎ তৎপ্রসিদ্ধেদৃ্গ্‌রূপাভ্যাং যথা রবেঃ ॥ ৪৬ ॥

৪৬। **অন্বয়ঃ** (তদেবাদৌ সহেতুকং সদৃষ্টান্তমভিব্যঞ্জয়তি—নেতি।) সতি (হে বিচক্ষণে !) যথা রবেঃ (আকাশস্থ সূর্য্যস্য) দৃগ্‌রূপাভ্যাং ('দৃক্' আদিত্যেনানুগ্রাহ্যং চক্ষুঃ, 'রূপং' তেন প্রকাশ্য-শ্যামাদিরূপং তাভ্যাং তথা) আত্মনঃ (জীবাত্মনঃ) অন্যেন (জড়েন) সংযোগঃ-বিয়োগশ্চন—[কুতঃ] তৎপ্রসিদ্ধেঃ (তস্য জড়স্য প্রসিদ্ধেঃ প্রকাশস্য) তদ্ধেতুত্বাৎ (জীবাত্ম হেতুত্বাৎ)।

৪৬। **মূলানুবাদ ঃ** প্রথমে উহাই সহেতুক দৃষ্টান্তের সহিতট পরিস্ফু করা হচ্ছে—হে বিচক্ষণে! যেরূপ সূর্য্যদেবের অর্থাৎ চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের ও চক্ষু-ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপের সহিত সংযোগের সম্ভাবনা নেই, সুতরাং সংযোগ-অভাব হেতু বিয়োগেরও সম্ভাবনা নেই, কিন্তুসেই সূর্য্যই আবার চক্ষু ও রূপের প্রকাশক হয়ে থাকে, সেইরূপ আত্মার আধিভৌতিকাদি দেহের সহিত সংযোগ ও বিয়োগ সম্ভবে না, কারণ দেহ অসৎ, আত্মা সৎ। আবার আত্মাই ভুতেন্দ্রিয়াদির প্রকাশের প্রতি একমাত্র কারণ।

দের হি—নিশ্চয়ই একজন প্রেরক আছে—একেরই অধিষ্ঠান অর্থাৎ অবলম্বন ক্ষেত্রের বাহুল্য স্বীকার করলে নানা অধিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত দুটি উল্লেখ করা হচ্ছে, যথা—**জ্যোতিঃ**—অগ্নি কাষ্ঠে এবং **নভঃ**—আকাশ ঘটে, যা বলা হয়েছে প্রথমে "যথা অবহিতো" ইত্যাদি ॥ বি° ৪৪ ॥

৪৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** দেহ ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতম। যদ্বা, প্রাণেন ক্রিয়া লক্ষ্যন্তে। গুণা রূপরসাদয়ঃ। অর্থান্তরে চাবস্থাবেশে হেতুমাহ—দেহ ইতি। এষ ইতি রুক্মিদেহং দর্শয়তি, এতদ্বিধ ইত্যর্থ ॥ জী° ৪৫ ॥

৪৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ দেহ ইতি** [শ্রীধর—কেন তা হলে চন্দ্রাদিবৎ আত্মাকে শুদ্ধ বলে বোধ হয়না,—এরই উত্তরে দেহ ইতি। **দ্রব্যম্**—আধিভূত, **প্রাণা**—ইন্দ্রিয় সকল আধ্যাত্ম। গুণ শব্দে আধিদৈব এই ত্রয়ী আত্মক দেহোপাধি হেতু শুদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয় না।]

অথবা **প্রাণ**—এই শব্দে ক্রিয়া লক্ষিত হয়েছে। **গুণা**—রূপ-রসাদি। অর্থান্তরে অবস্থা বেশে হেতু বললেন—**দেহ ইতি** শ্লোকটি। **এষ ইতি**—এই শব্দে রুক্মীদেহ দেখালেন—এর অর্থ হচ্ছে এইরূপ হল রুক্মীদেহ ॥ জী° ৪৫ ॥

৪৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** দেহো জীবাত্মাপি ন ভবতীত্যাহ,—দেহ ইতি। যঃ সুহৃদ্‌বুদ্ধ্যা পাল্যঃ দুর্হৃদ্‌বুদ্ধ্যা বধ্যঃ। স এষ দেহ আত্মমধিভূতং প্রাণা ইন্দ্রিয়াণ্যধ্যাত্মং গুণশব্দেনাধিদৈবং তত্রিতয়াত্মকঃ। আত্মনি জীবে অবিদ্যয়ৈব কল্পিতঃ। রাগদ্বেষাদিবিষয়ীভূতঃ সন্ দেহিনং সংসার-বন্ধং করোতি ॥ বি° ৪৫ ॥

নাত্মনোঽন্যেন সংযোগো বিয়োগশ্চাসতঃ সতি।
তদ্ধেতুত্বাৎ তৎপ্রসিদ্ধের্দৃগ্‌রূপাভ্যাং যথা রবেঃ ॥ ৪৬ ॥

৪৬। **অন্বয়ঃ** (তদেবাদৌ সহেতুকং সদৃষ্টান্তমভিব্যঞ্জয়তি—নেতি।) সতি (হে বিচক্ষণে!) যথা রবেঃ (আকাশস্থ সূর্য্যস্য) দৃগ্‌রূপাভ্যাং ('দৃক্' আদিত্যেনানুগ্রাহ্যং চক্ষুঃ, 'রূপং' তেন প্রকাশ্য-শ্যামাদিরূপং তাভ্যাং তথা) আত্মনঃ (জীবাত্মনঃ) অন্যেন (জড়েন) সংযোগঃ-বিয়োগশ্চন—[কুতঃ] তৎপ্রসিদ্ধেঃ (তস্য জড়স্য প্রসিদ্ধেঃ প্রকাশস্য) তদ্ধেতুত্বাৎ (জীবাত্ম হেতুত্বাৎ)।

৪৬। **মূলানুবাদঃ** প্রথমে উহাই সহেতুক দৃষ্টান্তের সহিতই পরিস্ফুট করা হচ্ছে—হে বিচক্ষণে! যেরূপ সূর্য্যদেবের অর্থাৎ চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের ও চক্ষু-ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপের সহিত সংযোগের সম্ভাবনা নেই, সুতরাং সংযোগ-অভাব হেতু বিয়োগেরও সম্ভাবনা নেই, কিন্তুসেই সূর্য্যই আবার চক্ষু ও রূপের প্রকাশক হয়ে থাকে, সেইরূপ আত্মার আধিভৌতিকাদি দেহের সহিত সংযোগ ও বিয়োগ সম্ভবে না, কারণ দেহ অসৎ, আত্মা সৎ। আবার আত্মাই ভূতেন্দ্রিয়াদির প্রকাশের প্রতি একমাত্র কারণ।

দের হি—নিশ্চয়ই একজন প্রেরক আছে একেরই অধিষ্ঠান অর্থাৎ অবলম্বন ক্ষেত্রের বাহুল্য স্বীকার করলে নানা অধিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত দুটি উল্লেখ করা হচ্ছে, যথা—**জ্যোতিঃ**—অগ্নি কাষ্ঠে এবং **নভঃ**—আকাশ ঘটে, যা বলা হয়েছে প্রথমে "যথা অবহিতো" ইত্যাদি ॥ বি° ৪৪ ॥

৪৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** দেহ ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতম। যদ্বা, প্রাণেন ক্রিয়া লক্ষ্যন্তে। গুণা রূপরসাদয়ঃ। অর্থান্তরে চাবস্থাবেশে হেতুমাহ—দেহ ইতি। এষ ইতি রুক্মিদেহং দর্শয়তি, এতদ্বিধ ইত্যর্থ ॥ জী° ৪৫ ॥

৪৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ দেহ ইতি** [শ্রীধর—কেন তা হলে চন্দ্রাদিবৎ আত্মাকে শুদ্ধ বলে বোধ হয়না,—এরই উত্তরে দেহ ইতি। **দ্রব্যম্**—আধিভূত, **প্রাণা**—ইন্দ্রিয় সকল আধ্যাত্ম। গুণ শব্দে আধিদৈব এই ত্রয়ী আত্মক দেহোপাধি হেতু শুদ্ধ বলে প্রতীয়মান হন না।]

অথবা প্রাণ—এই শব্দে ক্রিয়া লক্ষিত হয়েছে। গুণা—রূপ-রসাদি। অর্থান্তরে অবস্থা বেশে হেতু বললেন—**দেহ ইতি** শ্লোকটি। **এষ ইতি**—এই শব্দে রুক্মীদেহ দেখালেন—এর অর্থ হচ্ছে এইরূপ হল রুক্মীদেহ ॥ জী° ৪৫ ॥

৪৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** দেহো জীবাত্মাপি ন ভবতীত্যাহ,—দেহ ইতি। যঃ সুহৃদ্‌দ্ব্যা পাল্যঃ দুর্হৃদ্‌দ্ব্যা বধ্যঃ। স এষ দেহ আত্মমধিভূতং প্রাণা ইন্দ্রিয়াণ্যধ্যাত্মং গুণশব্দেনাধিদৈবং তত্রিতয়াত্মকঃ। আত্মনি জীবে অবিদ্যয়ৈব কল্পিতঃ। রাগদ্বেষাদিবিষয়ীভূতঃ সন্ দেহিনং সংসার-বন্তং করোতি ॥ বি° ৪৫ ॥

জন্মাদয়স্তু দেহস্য বিক্রিয়া নাত্মনঃ ক্বচিৎ।
কলানামিব নৈবেন্দোর্মৃতির্হ্যস্য কুহূরিব ॥ ৪৭ ॥

৪৭। **অন্বয়ঃ** জন্মাদয় বিক্রিয়া তু—(জন্মাদয় বিকারস্তু) দেহস্য [এব] আত্মনঃ (জীবস্য) ক্বচিৎ ন [ভবন্তি] যথা ইন্দোঃ (চন্দ্রস্য) কলানামিব জন্মাদয়ঃ ন এব ইন্দোঃ তথা অস্য (জীবস্য ইন্দোর্বা) মৃতির্হি (মরণমপি) কুহূরিব (অমাবস্যাবৎ—যথা চ কলানাশাদেব ইন্দুক্ষয় উচ্যতে তদ্বৎ জীবস্য দেহনাশাদেব মরণং উচ্যতে)।

৪৭। **মূলানুবাদঃ** যেরূপ চন্দ্রকলারই (চন্দ্রের ১৬ ভাগের এক ভাগ=কলা) হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, চন্দ্রের নয়, সেইরূপ জন্মাদি বিকার দেহেরই, আত্মার নয়—সেইরূপ দেহের বিনাশেই আত্মার নাশ কল্পনা করে থাকে।

৪৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** দেহ জীবাত্মাও নয়—এই আশয়ে বলা হচ্ছে দেহ ইতি শ্লোকটি। যা সুহৃদ্ বুদ্ধিতে পাল্য, শত্রু বুদ্ধিতে বধ্য, উহা ঐ দেহ এই দেহ **আদ্যন্তবান্**—জন্ম-মরণশীল। সেই এ দেহ **আদ্যন্তবান্**—'আদ্যম্' অধিভূতং অর্থাৎ প্রাণসকল ॥ বি° ৪৫ ॥

৪৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** সংযোগো নাস্তি সংযোগাপেক্ষত্বাদ্বিয়োগোঽপি নাস্তি। সংযোগাভাবে হেতুঃ—অসতেতি। আত্মনীত্যর্থাৎ ত্রিকালমপ্যাত্মনি তস্য স্পর্শাভাবাদিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—তস্যান্যস্য প্রসিদ্ধেঃ শক্তেস্তদ্ধেতুত্বাৎ; চিদ্রূপাত্মৈকহেতুত্বাৎ এবং সতি তং কথং স্পৃশেদিত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্ত—রবেরজানজদেববিশেষস্য সূর্য্যস্য দিবানক্তমপ্যচ্যবমানস্য দৃগ্রূপাভ্যাং তল্লব্ধপ্রকাশাপ্রকাশ-শক্তিভ্যাং যথাস্পৃশ্যত্বাভাবাৎ সংযোগ-বিয়োগৌ ন স্তঃ, তদ্বৎ। হে সতি বিচক্ষণে; অর্থান্তরে চ তদপ্যস্তু নাম, তব তু শ্রীকৃষ্ণনিত্যলক্ষ্মীরূপায়া রুক্ম্যাদিনা সম্বন্ধ এব নাস্তীত্যাহ—নেতি। আত্মনস্তব, নন্বেতদ্বিধস্তত্তন্মাহাত্ম্যপ্রসিদ্ধঃ কথমসৌ ন স্যাৎ? তত্রাহ—সা পরমলক্ষ্মীরূপা ত্বমেব হেতুর্যত্র তদ্রূপত্বাত্তস্যাঃ প্রসিদ্ধিরিতি অবতরিষ্যন্ত্যাস্তব দৃষ্টিপ্রভাবোদয়াদেব সৈষামেষা প্রসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। তর্হি মম সম্বন্ধে সতি কথং সংযোগবিয়োগৌ ন স্তঃ? তত্রাহ—দৃগ্রূপাভ্যামিতি প্রাগ্বৎ ॥ জী° ৪৬ ॥

৪৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** জীবাত্মার জড়ের সহিত সংযোগ নেই, সংযোগের অপেক্ষা না থাকায় বিয়োগও নেই। সংযোগ না থাকার হেতু 'অসতঃ ইতি'—অন্য বস্তুর সত্ত্বা না থাকায়। **আত্মন ইতি**—জীবাত্মার ত্রিকালেও জড়ের সহিত সংযোগ-বিয়োগ নেই। সে বিষয়ে হেতু—সেই অন্য বিষয়ের নিজস্ব প্রবৃত্তি থাকা হেতু। শক্তির সেই হেতু থাকা হেতু [হেতু শব্দে—অন্য বিচার রহিত ফলসিদ্ধি বিষয়ে যোগ্য ব্যাপারই 'হেতু'।] শক্তি-ত্রিগুণ ও তৎকার্য মহদাদি—

যথা শয়ান আত্মানংবিষয়ান্ ফলমেব চ।
অনুভুঙ্‌ক্তেঽপ্যসত্যর্থে তথাপ্নোত্যবুধো ভবম্ ॥ ৪৮ ॥

৪৮। **অন্বয়** ঃ যথা শয়ানঃ (নিদ্রাণঃ পুরুষঃ) অসতি (অস্থিরঃ) অপি অর্থে (স্বাপ্নে বস্তুনি) আত্মানং (ভোক্তারং) বিষয়ান্ (স্বাপ্নান্ ভোগাদীন্) ফলমেব চ (সুখ দুঃখাদিকমপি) অনুভুঙ্‌ক্তে (অনুভবতি তথা) অবুধঃ (আত্মতত্ত্বানভিজ্ঞঃ) ভবম্ (সংসারং) আপ্নোতি (অনুভবতি)।

৪৮। **মূলানুবাদ** ঃ যেরূপ স্বপ্নাবস্থায় লোকে 'আমি রাজা-প্রজা ইত্যাদি রূপে সুখ-দুঃখ অনুভব করে প্রকৃত অবস্থা ও রূপ না হলেও, সেইরূপ অবিবেকী লোক সংসারে সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হচ্ছে।

অথবা অঘটন ঘটনা-সামর্থ্য। চিদ্রূপাত্মৈক হেতুত্বাৎ এরূপ হলে জীবাত্মা কি করে জড়কে স্পর্শ করবে।

এবিষয়ে দৃষ্টান্ত **রবেঃ**- দিবা-রাত্রি চ্যুতিরহিত অজানজ দেববিশেষ সূর্যের **দৃগ্‌রূপাভ্যাং**—দিবা রাত্রিকেও নেত্ররূপ তল্লব্ধ প্রকাশ অপ্রকাশ—শক্তিদ্বারা স্পর্শযোগ্যতা অভাব হেতু সংযোগ বিয়োগ নেই সেইরূপ. **হে সতি**—হে বিচক্ষণে অর্থান্তরেও উহাই নাম হোক, তোমার তো শ্রীকৃষ্ণনিত্যলক্ষ্মীরূপা হওয়া হেতু রুক্মী প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধই নেই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে **ন ইতি সংযোগবিয়োগৌ ন স্ত ?** সংযোগ-বিয়োগ নেই কি ? এরই উত্তরে **দৃগ্‌রূপাভ্যাম্ ইতি**—ব্যাখ্যা পূর্ববৎ ॥ জী° ৪৬ ॥

৪৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ কিন্তু জীবাত্মনো দেহলিপ্তত্বাদেব দেহ এবাত্মেতি প্রতীতির্ভবতি। বস্তুতস্তু দেহেন লেপস্তস্য জীবাত্মনো নৈবাস্তি। পরমাত্মনস্তু জীবাত্মনোঽপি লেপো নাস্তীত্যাহ,—নেতি। প্রথমং জীবাত্মপক্ষৌ ব্যাখ্যায়তে হে সতি, আত্মনো জীবস্য অন্যেন জড়েন দেহেন অসতা আদ্যন্তবত্ত্বাদসর্ব্বকালস্থায়িনা সংযোগো লেপো নাস্তি সংযোগাভাবাদেব বিয়োগোঽপি নাস্তি। কুতঃ তৎপ্রসিদ্ধেঃ দেহপ্রকাশস্য তদ্ধেতুত্বাৎ জীবাত্মহেতুকত্বাৎ অতোঽধ্যাত্মাদিময়দেহস্য জীবাত্মপ্রকাশ্যত্বাত্তেন সহ জীবাত্মনো ন লেপঃ নহি প্রকাশকঃ প্রকাশ্যেন ক্বাপি লিপ্যতে। অথ পরমাত্মপক্ষঃ আত্মনঃ পরমাত্মনঃ। অন্যেন জীবেন অসতা অচিরস্থায়িনা দেহেন চ ন সংযোগো ন বিয়োগশ্চ কুতঃ তৎপ্রসিদ্ধেঃ। তয়োর্জীবদেহয়োঃ প্রকাশস্য তদ্ধেতুত্বাৎ পরমাত্মহেতুকত্বাদতঃ পরমাত্মনঃ স্বপ্রকাশাভ্যাং জীবদেহাভ্যাং নৈব লেপঃ। নহি প্রকাশকঃ প্রকাশ্যস্য লিপ্তঃ ক্বাপি ভবতি। উভয়পক্ষ এব দৃষ্টান্তঃ রবেরাকাশস্থসূর্য্যস্য স্বেন প্রকাশিতাভ্যাং দৃগ্‌রূপাভ্যাং দৃশা চক্ষুষা তৎপ্রকাশ্যেন রূপেণ চ ন লেপঃ। অত্র রবিস্থানীয়ঃ পরমাত্মা, দৃক্‌স্থানীয়ো জীবঃ, রূপস্থানীয়ো দেহঃ ॥ বি° ৪৬ ॥

তস্মাদজ্ঞানজং শোকমাত্মশোষবিমোহনম্।
তত্ত্বজ্ঞানেন নির্হৃত্য স্বস্থা ভব শুচিস্মিতে ॥ ৪৯ ॥

৪৯। **অন্বয়** ঃ তস্মাৎ শুচিস্মিতে! (হে নির্মলহাস্যে! হে প্রসন্ন হৃদয়ে ইত্যর্থঃ আত্ম-শোষবিমোহনং (আত্মানম্, শোষয়তি বিমোহয়তি চ তথা তং) অজ্ঞানজং (অজ্ঞানজাতম্) শোকং তত্ত্বজ্ঞানেন নির্হৃত্য (অপাকৃত্য) স্বস্থা (স্বভাবস্থা) ভব।

৪৯। **মূলানুবাদ** ঃ অতএব হে প্রসন্নহৃদয়ে! আত্মার শোষক ও মোহোৎপাদক অজ্ঞান-সম্ভূত শোক তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিদূরিত করত সুস্থা হও।

৪৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ কিন্তু জীবাত্মার দেহ আবরণ হওয়া হেতুই দেহই আত্মা এইরূপ প্রতীতি হয়ে থাকে, বস্তুত কিন্তু দেহের দ্বারা আবরণ জীবাত্মার হয়ই না। আবার পরম আত্মারও জীবাত্মার আবরণ নেই এই আশয়ে বলা হচ্ছে 'নেতি' শ্লোকটি।

প্রথমে জীবাত্মা পক্ষে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে হে সতি. **আত্মনঃ** জীবাত্মার **অন্যেন**- জড়দেহের সহিত **অসতঃ**—আদি-অন্তবান হওয়া হেতু সর্বকালস্থায়ী **সংযোগ**—লিপ্ততা নেই। সংযোগ অভাব হেতুই বিয়োগও নেই, কি করে একথা বলা যায়? **তৎপ্রসিদ্ধেঃ**- দেহ প্রকাশের **তদ্ধেতুত্বাৎ**—জীবাত্মা উপাদান হওয়া হেতু। সুতরাং আধিভৌতিকাদি দেহের প্রকাশক জীবাত্মা হওয়া হেতু তার সহিত জীবাত্মার লেপ হতেই পারে না, প্রকাশক প্রকাশ্য বস্তুর সহিত কি করেই বা লিপ্ত হবে।

অতঃপর পরমাত্মপক্ষ **আত্মনঃ**—পরমাত্মার **অন্যেন**—জীবের সহিত **অসতঃ সংযোগ বিয়োগ**—অচিরস্থায়ী দেহের সহিতও সংযোগও নেই বিয়োগও নেই, ইহা প্রসিদ্ধ থাকা হেতু সেই জীব দেহের প্রকাশের **তৎহেতুত্বাৎ**—পরমাত্মা উপাদান হওয়া হেতু, সুতরাং পরমাত্মার স্বপ্রকাশ জীবদেহের দ্বারা 'লেপ' অর্থাৎ লেপন হতেই পারে না প্রকাশক প্রকাশ্য বস্তুর অন্তর্গত কি করে হতে পারে?

জীবাত্মা-পরমাত্মা উভয় পক্ষেরই দৃষ্টান্ত **রবেঃ**- আকাশস্থ সূর্যের নিজের দ্বারা প্রকাশিত **দৃক্‌রূপাভ্যাং**—চক্ষুদ্বারা এবং তৎপ্রকাশ্য রূপের দ্বারা আবরিত হতে পারে না, এখানে রবিস্থানীয় পরমাত্মা, দৃক্‌স্থানীয় জীব, রূপস্থানীয় দেহ॥ বি° ৪৬॥

৪৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ একদেশে কলানাং ক্রমবৃদ্ধিহ্রাসধর্ম্মক-সূর্য্যচ্ছায়ারূপত্বং, ইন্দোস্তু স্বতো জলমণ্ডলরূপত্বং ব্যাখ্যাস্যতে। অর্থান্তরে নন্বেতৎকুলে জাতায়া মম কথমেতৈস্তৌ নস্তঃ? তত্রাহ—জন্মাদয় ইতি। যদ্যাত্মনো জীবস্যাপি ন সন্তি, তদা সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়া ভগবৎ-স্বরূপশক্তেস্তব তু কিমুতেতি ভাবঃ ॥ জী° ৪৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

এবং ভগবতা তন্বী রামেণ প্রতিবোধিতা।
বৈমনস্যং পরিত্যজ্য মনো বুদ্ধ্যা সমাদধে ॥ ৫০ ॥

৫০। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুক উবাচ—[হে রাজা পরীক্ষিৎ !] ভগবতা রামেণ এবং প্রতিবোধিতা (প্রবোধিতা) তন্বী (কৃষ্ণাঙ্গী সুন্দরী ইত্যর্থ, বৈদর্ভী) বৈমনস্যং (ভ্রাতুর্বৈরূপ্য করণেন চিন্তা) পরিত্যজ্য বুদ্ধ্যা মনঃ সমাদধে (সমাহিতমকরোৎ) ।

৫০। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—

হে রাজা পরীক্ষিৎ ! ভগবান্ শ্রীবলদেব কর্তৃক উক্তপ্রকারে প্রবোধিতা হয়ে শ্রীরুক্মিণীসুন্দরী বিবেক বুদ্ধিদ্বারা স্থিরচিত্তা হলেন, ভ্রাতা রুক্মীর বৈরূপ্যকরণ হেতু যে মনোদুঃখ তা পরিত্যাগ করত।

৪৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** ১৬ কলা চন্দ্রের একদেশে ক্রমবর্ধমান হ্রাসধর্মক সূর্য্যচ্ছায়ারূপ অবস্থা। চন্দ্রের তো স্বতো জলবিম্বস্থানীয় বলে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

[শ্রীসনাতন—দেহেরই জন্মাদিকে সদৃষ্টান্ত স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা হচ্ছে—জন্ম ইতি। **দেহস্য বিক্রিয়াঃ**—দেহের বিকার ৬ প্রকার ক্বচিৎ—কদাচিৎ অবশ্য সিদ্ধ মহাত্মাদের লীলাতেও জন্মাদিও দেখা যায়। জন্মাদিতে বাল্য অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদি নিয়োজিত চেতয়িতৃত্ব প্রভৃতি দ্বারা অভিন্নতা হেতু দেহেরই জন্মাদি হউক-না, মরণে কিন্তু চৈতন্য-অভাব হেতু আত্মাই মৃত, এরূপ প্রতীতি অবশ্য হয়ে থাকে। এরই উত্তরে মৃতিরিতি+হি=অপি অর্থাৎ মৃতিও যথা অমাবস্যাতে চন্দ্রের বিম্ব দর্শনাদি ইন্দুক্ষয় প্রতীতি জন্মায়, আবার সময়ান্তরে প্রায় বিম্বদর্শনাদি থেকে কলারই জন্মসমূহ প্রতীতি জন্মায় তথা মরণে দেহের অচেতনত্বের দ্বারাই দেহেরই মৃতি আত্মার নয়।

অথবা আচ্ছা অমাবস্যাতে চন্দ্রের অবিদ্যমানতায় তার মরণ-অনুমিতই হয়, ইহা অযোগ্য দৃষ্টান্ত নয়কি ? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—এই চন্দ্রের অমাবস্যায় কলা সকলের ক্ষয়ই মরণের মতই, তত্ত্বত মৃত্যুর অভাব হেতু]॥ জী° ৪৭ ॥

৪৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** জন্মাদিভিরপি সংযোগাভাবং বক্তুং তেষাং দেহধর্ম্মত্বমাহ,—জন্মাদয় ইতি কথং তর্হি জাতোঽহং, বালোঽহং, বৃদ্ধোঽহমিত্যাত্মনি জন্মাদিপ্রতীতিঃ দেহজন্মাদি-নৈবেতি সদৃষ্টান্তমাহ,—ইন্দোঃ কলানামেব জন্মাদয়ো নৈবেন্দোরসংখ্যকলাত্মকস্য যথা তদ্বৎ। তথা চাস্যেন্দোঃ কুহুঃ কলাক্ষয় এব মৃতিরুচ্যতে। 'সা নষ্টেন্দুকলাকুহূ' রিত্যমরঃ। তদ্বদস্যাত্মনো দেহ-নাশাদেব মৃতিব্যবহারঃ ॥ বি° ৪৭ ॥

৪৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** জন্মাদি দ্বারাও সংযোগ অভাব বলার জন্য তাদের দেহ ধর্ম ভাব বলা হচ্ছে—জন্মাদয় ইতি। কি করে তা হলে আমি জাত, আমি বালক, আমি বৃদ্ধ—এই রূপ আত্মাতে জন্মাদি প্রতীতি, দেহের জন্মাদি প্রতীতি হয় না। এই কথাটি দৃষ্টান্ত সহিত বলা হচ্ছে,—চন্দ্রের কলারই জন্মাদি, অসংখ্য কলাত্মক চন্দ্রের জন্মাদি যেমন নয় সেইরূপ। আরও সেইরূপ চন্দ্রের **কুহূঃ**- কলার ক্ষয়ই মৃতি বলা হয় -'স নষ্টেন্দু কলা কুহূ' ইত্যমরঃ' ॥ বি°৪৭ ॥

৪৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** অনু জাগরণসাদৃশ্যেন ভুঙ্‌ক্তেঽনুভবতি, তত্রাত্মানমনুভুঙ্‌ক্তে ইতি রাজাদিরূপেণ পশ্যতীত্যর্থঃ। অর্থান্তরে নন্বেবঞ্চেত্তত্ত্বং, তর্হ্যয়ং কথং শ্রুত্বাপি স্বভাবাবিষ্ট এব লক্ষ্যতে? তত্রাহ—যথেতি। অবুধোঽয়ং রুক্মী॥ জী° ৪৮ ॥

৪৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ অনুভুঙ্‌ক্তে**—'অনু' জাগরণ সাদৃশ্যে 'ভুঙ্‌ক্তে' অনুভব করে। তথায় আত্মানম্ অনুভুঙ্‌ক্তে ইতি নিজেকে রাজাদিরূপে অনুভব করে। তা হলে কি করে শুনেও স্বভাব-আবিষ্ট লক্ষিত হয়? এরই উত্তরে-যথা ইতি শ্লোকটি। **অবুধো ইতি**—নির্বোধ এই রুক্মী (স্বভাবাবিষ্ট লক্ষিত হচ্ছে ইত্যাদি)॥ জী° ৪৮॥

৪৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** এবম্ "অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ" ইতি শ্রুতেরাত্মনো বস্তুতো দেহলেপাভাবেঽপ্যতর্ক্যশক্ত্যা অবিদ্যয়ৈব দেহসম্বন্ধমননাৎ সংসার ইতি সদৃষ্টান্তমাহ-যথেতি। অসত্যর্থে কস্মিংশ্চিদপি বস্তুনি বর্ত্তমানেঽপি শয়ানঃ আত্মানং চতুরঙ্গসেনাযুক্তং বিষয়ান্ জেতব্যদেশান্ ফলং তজ্জয়ান্ স্রক্ চন্দনবনিতাদিভোগসুখং কদাচিদজয়াৎ সবন্ধনতাড়নতিরস্কারাদিকং চ অনুভুঙ্‌ক্তে অনুভবতি। তথৈব অবুধঃ অবিবেকী ভবং অসত্যপি দেহসম্বন্ধোত্থং সুখদুঃখাত্মকং সংসারম্। যথাচোক্তং, "অর্থেহ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে। ধ্যায়তোবিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথে"তি॥ বি° ৪৮ ॥

৪৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে "নিস্পৃহই এই আত্মা" ইতি শ্রুতিবাক্য থেকে দেখা যাচ্ছে আত্মার বস্তুত দেহ লেপ অভাবেও অতর্ক্যশক্তি অবিদ্যাদ্বারাই দেহসম্বন্ধ মনন হেতু সংসার—এই আশয়েই সদৃষ্টান্ত বলা হচ্ছে, যথা ইতি শ্লোকটি। **অসত্যর্থে**-কোনও প্রকার বস্তু অবর্তমানেও **শয়ান** নিদ্রিত **আত্মানং**—নিজেকে চতুরঙ্গ সেনাযুক্ত দেখে **বিষয়ান্**—জেতব্য দেশ সকল ও **ফলম্**—স্রক্-চন্দন বনিতাদি ভোগ সুখ, কদাচিৎ জয় না হওয়া হেতু স্ববন্ধন তাড়ন ও তিরস্কারাদি **অনুভুঙ্‌ক্তে**-অনুভব করে, সেইরূপই **অবুধো**—অবিবেকী জন **ভবম্**—সংসার না থাকলেও দেহ সম্বন্ধোত্থ সুখদুঃখাত্মক সংসার অনুভব করে ॥ বি° ৪৮ ॥

৪৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** অর্থদ্বয়মুপসংহরতি। তস্মাদাত্মনঃ শোষঃ—নীরসতাপাদনম্। হে শুচিস্মিতে, হে প্রসন্নহৃদয়ে ইত্যর্থঃ। তব সাক্ষাল্লক্ষ্মীত্বান্নেষদপ্যজ্ঞানস্পর্শঃ, কিন্তু লৌকিক-লীলয়ৈব ত্বমিত্থং ব্যবহরসি, ময়াপি তথোপদিশ্যস ইতি ভাবঃ॥ জী° ৪৯॥

প্রাণাবশেষ উৎসৃষ্টো দ্বিড়্‌ভির্হতবলপ্রভঃ।
স্মরন্ বিরূপকরণং বিতথাত্মমনোরথঃ।
চক্রে ভোজকটং নাম নিবাসায় মহৎপুরম্‌॥ ৫১॥

৫১। **অন্বয়ঃ** দ্বিড়্‌ভিঃ (শত্রুভিঃ) হতবলপ্রভঃ (হতং-বলং-প্রভা-তেজশ্চ যস্য সঃ) [অতএব] প্রাণাবশেষঃ (জীবনমাত্রাবশিষ্টঃ) উৎসৃষ্টঃ (পরিত্যক্তঃ) [রুক্মী] বিরূপকরণং স্মরন্ বিতথাত্মমনোরথঃ (বিতথঃ ব্যর্থঃ আত্মনঃ স্বস্য মনোরথঃ যস্যঃ তথোক্তঃ চ সন্) নিবাসায় ভোজকটং নাম মহৎপুরং চক্রে (কৃতবান্)।

৫১। **মূলানুবাদঃ** হতবল, নিস্তেজ, শত্রুপরিত্যক্ত, প্রাণমাত্র অবশিষ্ট ব্যর্থমনোরথ রুক্মী নিজের বৈরূপ অবস্থা চিন্তা করতে করতে পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে নিজ বাসের জন্য ভোজকট নামক এক বৃহৎ নগর নির্মাণ করিল।

৪৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** অর্থদ্বয়ের উপসংহার করা হচ্ছে—তস্মাৎ, সেহেতু **আত্মাশ্রুঃ**—নিজের নীরসতা আপাদনকারী [শোক]। [হে] **শুচিস্মিতে**—হে প্রসন্নহৃদয়ে। তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী হওয়া হেতু তোমার কিঞ্চিৎ মাত্রও অজ্ঞান স্পর্শ নেই। কিন্তু লৌকিক লীলাতেই তুমি এরূপ ব্যবহার করছ, আমার দ্বারাও সেইরূপ লীলাতেই উপদেশ তোমাকে দেওয়া হচ্ছে, এরূপ ভাব॥ জী০ ৪৯॥

৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** যস্মাদেবং তস্মাৎ স্বস্থা স্বভাবস্থা ভব। হে শুচিস্মিতে, মুখস্য স্বাভাবিকীং প্রফুল্লতাং প্রকাশয় ন ত্বং প্রাকৃতী সাংসারিকী বধূরিতি ভাবঃ॥ বি০ ৪৯॥

৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** যেহেতু প্রকৃত অবস্থা এরূপ, সেহেতু হে প্রসন্নহৃদয়ে! **স্বস্থা**—স্বভাবস্থা হও।—মুখের স্বাভাবিকী প্রফুল্লতা প্রকাশ কর। তুমি প্রাকৃতী সাংসারিকী বধূ নও॥ বি০ ৪৯॥

৫০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** তথৈব সাপ্যনুকৃতবতীত্যাহ—এবমিতি। প্রতিবোধিতেত্যত্র সা তাবৎ স্বয়মেব মহাচিদ্ভক্তিরূপত্বান্নিত্যং বুধৈব, প্রত্যুত তদংশ-সম্বন্ধাদেব শ্রীসঙ্কর্ষণাদীনামপি বোধাদিকং, ততস্তেন তস্যা বোধনং প্রতিদানরূপমেবেতি প্রতিশব্দস্যার্থঃ॥ জী০ ৫০॥

৫০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** রুক্মিণীও শ্রীবলদেবের কথা মত বিবেক বুদ্ধিদ্বারা স্থিরচিত্তা হলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে এবং ইতি শ্লোকটি—**প্রতিবোধিতা ইতি**—'প্রতি' শব্দের বিশ্লেষণ করা হচ্ছে রুক্মিণী তৎকালে নিজেই মহাচিৎশক্তিরূপ হওয়া হেতু নিত্য জ্ঞানবতীই, প্রত্যুত তদংশ-সম্বন্ধ হেতুই শ্রীসঙ্কর্ষণাদিরও জ্ঞানদানাদি, অতঃপর সঙ্কর্ষণের দ্বারা রুক্মিণীর বোধন প্রতিদান রূপই—এইরূপই 'প্রতি' শব্দের অর্থ॥ জী০ ৫০॥

অহত্বা দুর্ম্মতিং কৃষ্ণমপ্রত্যুহ্য যবীয়সীম্।
কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামীত্যুক্ত্বা তত্রাবসদ্রুষা॥ ৫২॥

৫২। **অন্বয়ঃ** দুর্ম্মতিং কৃষ্ণং অহত্বা যবীয়সীং (অনুজাঞ্চ) অপ্রত্যুহ্য (অগৃহীত্বা) কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি ইতি উক্ত্বা রুষা (ক্রোধেন) তত্র (ভোজকটে) অবসৎ (উবাস)।

৫২। **মূলানুবাদঃ** দুর্মতি কৃষ্ণকে হনন না করে এবং কনিষ্ঠা ভগিনীকে আনয়ন না করে বিদর্ভপুরে প্রবেশ করব না, রুক্মী রোষ বশতঃ এরূপ বলে ভোজকটে বাস করতে লাগল।

৫০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** লোকা মাং কিং বদিষ্যন্তীতি বৈমনস্যং চিন্তাং সমাদধে সমাহিতমকরোৎ॥ বি° ৫০॥

৫০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** লোকে আমাকে কি বলবে?—এরূপ চিন্তা করে মনকে সমাদধে—সংযত করলেন॥ বি° ৫০॥

৫১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** প্রাণেতি সার্দ্ধকম্। পূর্ব্বং দ্বিড়্ভির্হতবলপ্রভঃ, ততো বিতথাত্মমনোরথঃ, ততো বৈরূপ্যপর্য্যন্তকরণাৎ প্রাণমাত্রাবশিষ্টীকৃতঃ তত উৎসৃষ্টঃ পশ্চাদ্বিরূপকরণং স্মরন্নিতি ক্রমো জ্ঞেয়ঃ। ব্যুৎক্রমোক্তিভিস্তদ্বর্ণনেঽনাদরং সূচয়িত্বা তস্যাত্যনাদৃতত্বং বোধয়তি—বলং সৈন্যং বীর্য্যঞ্চ, একশেষত্বাৎ উপভুঙ্ক্ত ইতি ভোজো যুবরাজঃ। যদ্বা, ভোজো বিদর্ভরাজবংশঃ, 'তত্রেশ্বরেণ ক্রথকৈশিকানাং ভোজেন দূতো রঘবে বিসৃষ্ট' ইতি রঘুবংশ কাব্যাৎ। তস্য কটঃ শপথো যত্র তৎ 'কটঃ কলিঙ্গে শপথে গজগণ্ডে কটাবপি' ইতি নানার্থাৎ। সরস্বতীমতে তু ভোজস্য তস্য কটঃ শ্মশানমিব 'কটধূমস্য সৌরভ্যম্' ইতি, তদ্বাচিত্বাৎ॥ জী° ৫১॥

৫১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** প্রাণাবশেষ থেকে পুরম্ পর্যন্ত দেড় শ্লোকক এ সঙ্গে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

প্রথমে **দ্বিড়্ভিঃ**—শত্রুদ্বারা বল-প্রভা-তেজ বিনষ্ট হল রুক্মীর অতঃপর ব্যর্থ নিজের মনোরথ, অতঃপর বৈরূপ্য পর্যন্ত করণ হেতু প্রাণমাত্র অবশিষ্টকৃত অতঃপর **উৎসৃষ্টো**—পশ্চাৎ বৈরূপ্যকরণ স্মরণ, এইরূপ ক্রম জানতে হবে।—বিশেষভাবে ক্রমভঙ্গ উক্তি হেতু উহা বর্ণনে অনাদর জ্ঞাপন করত রুক্মীর অতি অনাদৃতত্ব জ্ঞাপন করলেন। **বলঃ**—সৈন্য ও বীর্য চরম অবস্থায় পৌঁছানো হেতু চরম অবস্থায় পতিত ইতি। **ভোজকটঃ**—ভোজ শব্দে যুবরাজ, অথবা **ভোজঃ**—বিদর্ভরাজবংশ, এই অর্থ করা হল রঘুবংশ কাব্য অনুসারে, যথা—'তত্রেশ্বরেণ ক্রথকৈশিকানাং, ভোজেন দূতো রঘবে বিসৃষ্ট' বিদর্ভ রাজবংশের 'কটঃ' শপথ

ভগবান্ ভীষ্মকসুতামেবং নির্জ্জিত্য ভূমিপান্।
পুরমানীয় বিধিবদুপযেমে কুরূদ্বহ ॥ ৫৩ ॥

৫৩। **অন্বয় ঃ** কুরূদ্বহ (হে কুরুকুল তিলক পরীক্ষিৎ !) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) এবং ভূমিপান্ (রাজ্ঞঃ) নির্জ্জিত্য (পরাজিত্য) ভীষ্মকসুতাং (রুক্মিণীং) পুরম্ আনীয় বিধিবৎ উপযেমে (বিবাহিতবান্)

৫৩। **মূলানুবাদ ঃ** হে কুরুকুলতিলক পরীক্ষিৎ ! শ্রীকৃষ্ণ এরূপে নৃপতিগণকে পরাজিত করত ভীষ্মক দুহিতা শ্রীরুক্মিণীকে নিজ পুরীতে নিয়ে এসে তাঁকে যথাবিধি বিবাহ করলেন।

যথায়। এই 'কটঃ' শব্দে নানা অর্থ থাকা হেতু যথা 'কটঃ কলিঙ্গে শপথে গজগণ্ডে'। সরস্বতী মতে কিন্তু 'ভোজকটং' শব্দের অর্থ সেই বিদর্ভরাজ বংশের 'কটঃ' শ্মশানের মত 'কটধূমের সৌরভ্য ইতি' ॥ জী° ৫১ ॥

৫১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** দ্বিড়্‌ভিরিত্যনেন কৃষ্ণপার্শ্বাত্ততঃ পদ্ভ্যাঞ্চলন্ যদুসৈন্যৈরপি তিরস্কারভর্ৎসনতাড়নাদিভিঃ স বিড়ম্বিত ইতি বুধ্যতে ॥ বি°৫১ ॥

৫১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** দ্বিড়্‌ভিঃ হতবলপ্রভঃ—শত্রুদ্বারা হত বল-তেজ—এই কথায় কৃষ্ণের পাশের থেকে পায় হেঁটে চলতে চলতে যদুসৈন্যের দ্বারাও তিরস্কার-ভর্ৎসন-তাড়নাদি দ্বারা সে বিড়ম্বিত হয়েছিল, এরূপ বুঝা যাচ্ছে ॥ বি° ৫১।

৫২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** পুরাকৃতং শপথমেব দর্শয়তি—অহত্বেতি ; অপ্রত্যূহ্যেতি দীর্ঘমধ্যত্বমার্ষম্ ॥ জী° ৫২ ॥

৫২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** পূর্বে কৃত শপথই দেখান হচ্ছে—অহত্বা ইতি শ্লোকে। **অপ্রত্যূহ্য**—আনয়ন না করে। জী° ৫১ ॥

৫৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** জয়তের্দ্বিকর্ম্মকত্বাৎ কর্ম্মদ্বয়ম্ ; তান্ পরাভবন্ তামাচ্ছিন্দন্নিত্যর্থঃ। তত্রানীয়োপযেমে ইত্যনেন ভীষ্মকসুতামিত্যস্য মুখ্যত্বাবগমঃ ॥ জী° ৫৩ ॥

৫৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** [শ্রীসনাতন টীকা—**ভগবান্** ইতি—দুষ্টনৃপবর্গকে পরাভূত করণাদি দ্বারা নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকটন অভিপ্রায়ে ভগবান্ **ভীষ্মকসুতাম্**—রাজা ভীষ্মকের কন্যা, এই কথায় স্নেহাদি প্রকাশের দ্বারা পরে বিবাহ সামগ্রী সহিত তাঁর আগমন সূচনা করা হল। অতঃপর অগ্রে ৫৮ শ্লোকে ভীষ্মকাদি বিদর্ভ বংশীয়দের দ্বারকায় আমোদ বলা হয়েছে, অতএব বিধিবিবাহে যে প্রকার নিয়ম, সেই অনুসারে আমন্ত্রণে কি প্রকার উপস্থিতি তা বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে—এই অপেক্ষায় বলা হচ্ছে—হে কুরুকুলতিলক পরীক্ষিৎ ! মহা ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব হওয়া হেতু তুমিতো সব জানই ॥ শ্রীসনাতন ৫৩ ॥]

তদা মহোৎসবো নৃণাং যদুপুর্য্যাং গৃহে গৃহে।
অভূদনন্যভাবানাং কৃষ্ণে যদুপতৌ নৃপ ॥ ৫৪ ॥

নরা নার্য্যশ্চ মুদিতাঃ প্রমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ।
পারিবর্হং বরয়োশ্চিত্রবাসসোঃ ॥ ৫৫ ॥

৫৪। **অন্বয়** ঃ নৃপ! (হে রাজন্) তদা যদুপুর্য্যাং গৃহে গৃহে যদুপতৌ (শ্রীকৃষ্ণে) অনন্য ভাবানাং (ন বিদ্যতে অন্যস্মিন্ ভাবঃ [প্রেমা] যেষাং তে তেষাং) নৃণাং মহোৎসব অভূৎ।

৫৪। **মূলানুবাদ** ঃ হে রাজন্! এই বিবাহ উৎসবে যদুপুরীর ঘরে ঘরে কৃষ্ণে অনন্যভাবা জনগণের মহোৎসব আরম্ভ হল।

৫৫। **অন্বয়** ঃ প্রমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ মুদিতাঃ নরাঃ নার্য্যশ্চ বিচিত্রবাসসোঃ (বিচিত্রং নানাবর্ণং বাসো যয়োস্তয়োঃ) বরয়োঃ (বরবধ্বোঃ) পারিবর্হং (দেয়মুপস্করং) উপাজহ্রুঃ (সমীপে আনিন্যুঃ)।

৫৫। **মূলানুবাদ** ঃ নির্মলীকৃত মণিময় কুণ্ডল পরিহিত নর নারীগণ হৃষ্টচিত্ত হয়ে নানাবর্ণে চিত্রিত বসনে বিভূষিত হয়ে সেই বর ও বধূকে দান-যোগ্য উপহার তাঁদের নিকটে আনয়ন করতে লাগলেন।

৫৪। **শ্রীজীব বৈ· তো· টীকা** ঃ গৃহে গৃহে ইতি বিভুত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণস্যাপি যুগপৎ প্রার্থিতস্য তত্রাবির্ভাবো জ্ঞেয়ঃ। অত্র হেতুর্ন বিদ্যতে শ্রীকৃষ্ণাদন্যস্মিন্ ভাবঃ প্রেমা যেষাম্ ॥ জী· ৫৪ ॥

৫৪। **শ্রীজীব বৈ· তো· টীকানুবাদ** ঃ [শ্রীসনাতন টীকা—**মহোৎসব**—'মহান্' বৈকুণ্ঠ থেকেও অধিক উৎসব গীত বাদ্যাদি আনন্দ কর্ম বিশেষ **নৃণাং**—যদুপুরীর সকল মনুষ্যেরই গৃহে। যেহেতু **কৃষ্ণে**—সাক্ষাৎ ভগবানে বা সর্বচিত্তাকর্ষকে **অনন্যভাবানাং** এদের ভিতরে অন্য প্রকার ফলাপেক্ষার অবিদ্যমানতা তাদৃশ 'ভাব' অর্থাৎ ভক্তি তাদের কথা আর বলবার কি আছে? **যদুপতৌ**- যদুকুলপালন দ্বারা নিজ ঐশ্বর্য প্রকটন হেতু। অথবা ইহা যদুপুরীর মহোৎসব, ইহাই হেতু। অথবা যাদবশ্রেষ্ঠ ভাবে ভাবিত, ঈশ্বর ভাবে নয়। অথবা কৃষ্ণ ছাড়া অন্যত্র 'ভাব' প্রেমা নেই যাদের অর্থাৎ এরা কৃষ্ণেতে ঐকান্তিক। হে **নৃপ**—হে রাজা পরীক্ষিৎ! শ্রীশুকদেবের অতিশয় আনন্দ উদয় হেতু এই সম্বোধন—হর্ষধ্বনি। অথবা নিজপ্রভুর নববিবাহে যদুদের তাদৃশ উৎসব যুক্তিযুক্তই বটে। আরও সেই নৃপতিদের পক্ষে বুদ্ধিরই পরিচয় হয়েছে ইহা ॥ সনাতন ৫৪ ॥]

৫৫। **শ্রীজীব বৈ· তো· টীকা** ঃ বরয়োরবধ্বোরিতি স্বস্ত্রেরিতিবৎ। চিত্রং নানাবর্ণং বাসো যয়োরিতি বিবাহে শোভাবিশেষ উক্তঃ ॥ জী·৫৫ ॥

সা বৃষ্ণিপুর্য্যুত্তভিতেন্দ্রকেতুভির্বিচিত্রমাল্যাম্বররত্নতোরণৈঃ।
বভৌ প্রতিদ্বার্য্যুপকল্পমঙ্গলৈরাপূর্ণকুম্ভাগুরুধূপদীপকৈঃ॥ ৫৬॥

৫৬। **অন্বয়ঃ** সা বৃষ্ণিপুরি (যাদবনগরী) উত্তভিতেন্দ্রকেতুভিঃ (উদ্ধৃত্য প্রতিবদ্ধৈঃ 'ইন্দ্রকেতুভিঃ' ধ্বজাবিশেষৈঃ) বিচিত্রমাল্যাম্বররত্নতোরণৈঃ (বিচিত্রানি মাল্যানি অম্বরাণি রত্নতোরণানি চ তানিতৈঃ) প্রতিদ্বারি (প্রতিদ্বারম্) আপূর্ণকুম্ভাগুরুধূপদীপকৈঃ (সমন্তাৎ পূর্ণৈঃ কুম্ভৈঃ অগুরুধূপদীপকৈশ্চ) প্রকল্পমঙ্গলৈঃ (বিরচিত মাঙ্গলিক দ্রব্যৈঃ) বভৌ (শুশুভে)।

৫৬। **মূলানুবাদ ঃ** সেই যদুপুরি তখন শোভা পেতে লাগল—উত্তোলিত ইন্দ্রধ্বজা, বিচিত্র মাল্য, বস্ত্র ও রত্নতোরণ, দ্বারে দ্বারে ছিটিয়ে দেওয়া খৈ প্রভৃতি মাঙ্গল্যবস্তু এবং চতুর্দিকে স্থাপিত পূর্ণকুম্ভ, অগুরু, ধূপ দীপপঙ্‌ক্তি দ্বারা।

৫৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** [শ্রীসনাতন—প্রমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ—'প্র' শব্দের দ্বারা অন্যসময় থেকে সেই সেই স্থানের উৎকর্ষ বুঝানো হল। **বরয়োঃ**—[বরবধ্বোঃ-(শ্রীজীব)] বরবধূর সমীপে চিত্রং—তৈলহরিদ্রাদি দ্বারা রঞ্জিত মনোহর বসনে সজ্জিত সেই বরবধূকে দেয় সামগ্রী **উপাজহ্রু**—তাদের কাছে এনে ধরলেন ॥ সনাতন ৫৫ ॥]

৫৪ ৫৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অন্যন্যা একান্তভাবস্তদ্বতাম্ বরয়োর্বর-বধ্বোঃ ॥ বি° ৫৪-৫৫ ॥

৫৪-৫৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অনন্যভাবানাং**—একান্তভাবে ভাবিত। **বরয়োঃ**—বর ও বধূরা ॥ বি° ৫৪-৫৫ ॥

৫৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** সেতি যুগ্মকম্। বিচিত্রাণি মাল্যাদীনাং তোরণানি তৈঃ, উপ আধিক্যেন শোভিতা ॥ জী° ৫৬

৫৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** [শ্রীসনাতন—**সা**—সর্বসম্পত্তিময়ী, বা সেই মহোৎসবমণ্ডিতা বা অনির্বচনীয়া মহিমাময়ী। বিচিত্রৈঃ- স্থানে স্থানে বিন্যস্ত মালাদি দ্বারা বিচিত্র অথবা বিচিত্র হল স্থানে স্থানে বিন্যস্ত মালাদি দ্বারা অথবা বিচিত্র মালাদির তোরণসমূহ এতসবের দ্বারা শোভায় অতিশয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল ॥ সনাতন ৫৬]॥

৫৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** উত্তম্ভিতৈরত্যুচ্চৈস্তম্ভৈরিবোন্নমিতৈরিন্দ্রকেতুভিরিন্দ্রপুরস্পর্শিপতাকাযুক্তৈঃ ॥ বি° ৫৬ ॥

৫৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ উত্তভিতেন্দ্রকেতুভিঃ**— অতি উচ্চস্তম্ভের মত উত্তোলিত **ইন্দ্রকেতুভিঃ**—ইন্দ্রপুরস্পর্শি পতাকাযুক্ত হয়ে শোভা পেতে লাগল ॥ বি° ৫৬ ॥

সিক্তমার্গা মদচ্যুদ্ভিরাহূতপ্রেষ্ঠভূভুজাম্।
গজৈর্দ্বাঃসু পরামৃষ্টরম্ভাপূগোপশোভিতা ॥ ৫৭ ॥

কুরুসৃঞ্জয়কৈকেয়-বিদর্ভযদুকুন্তয়ঃ।
মিথো মুমুদিরে তস্মিন্ সম্ভ্রমাৎ পরিধাবতাম্ ॥ ৫৮ ॥

৫৭। **অন্বয় ঃ** [সা বৃষ্ণিপুরী] আহূতপ্রেষ্ঠভূভুজাম্ (আহূতা যে 'প্রেষ্ঠাঃ' শ্রেষ্ঠাঃ 'ভূভুজ'ঃ রাজানঃ তেষাং) মদচ্যুদ্ভিঃ (মদস্রাবিভিঃ) গজৈঃ সিক্তমার্গা দ্বাঃসু পরামৃষ্টরম্ভা পূগোপশোভিতা (পরামৃষ্টাঃ উচ্ছ্রিতাঃ 'রম্ভাঃ' কদল্যঃ পূগাশ্চ তৈঃ 'উপশোভিতা' অতিশয়ং শোভিতাঃ, অভূৎ)।

৫৭। **মূলানুবাদ ঃ** আরও সেই যাদবনগরী অতিশয় শোভিত হল—নিমন্ত্রিত নরপতিগণের মদমত্ত হস্তী সকলের মদস্রাবে সিক্ত পথের দ্বারা এবং প্রতি বাড়ীর দ্বারদেশে স্থাপিত উচ্চতর কদলী ও সুপারি বৃক্ষ দ্বারা।

৫৮। **অন্বয় ঃ** তস্মিন্ [উৎসবে] সম্ভ্রমাৎ (ঔৎসুক্যাৎ) পরিধাবতাং ('পরিতঃ' তদ্বিবাহযোগ্য স্ব স্ব প্রয়োজনার্থমিতস্ততঃ ধাবতাং) কুরুসৃঞ্জয়-কৈকেয়বিদর্ভযদুকুন্তয়ঃ (কুরবঃ শ্রীভীষ্মধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডবাদয়শ্চ, 'সৃঞ্জয়াঃ' দ্রুপদাদ্যাশ্চ, 'কৈকেয়াঃ' সন্তর্দনাদয়শ্চ, 'বিদর্ভাঃ' ভীষ্মকক্রথ কৈশিকাদয়শ্চ, 'যদবঃ' উগ্রসেনাদয়শ্চ 'কুন্তয়ঃ' কুন্তিভোজাদ্যাশ্চ তে) মিথঃ (পরস্পরং সমেত্য) মুমুদিরে (মুদংপ্রাপুঃ)।

৫৮। **মূলানুবাদ ঃ** সেই উৎসবে ঔৎসুক্যবশতঃ সেই বিবাহযোগ্য স্ব স্ব প্রয়োজনে ইতস্ততঃ ধাবমান শ্রীভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডবাদি এবং দ্রুপদাদি এবং সন্তর্দনাদি, এবং ভীষ্মক-ক্রথ-কৈশিকাদি উগ্রসেনাদি এবং কুন্তি-ভোজাদি সকলে পরস্পর মিলিত হয়ে পরমানন্দ লাভ করলেন।

৫৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** সিক্তেতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র প্রথমপক্ষে মদচ্যুদ্ভির্গজৈঃ সিক্তমার্গাঃ, স্থানে স্থানে গজানাং মদক্ষরণাৎ। উচ্ছ্রিতা উর্দ্ধতয়া স্থাপিতা রোপিতা লোকৈরিত্যর্থঃ। তৈরেবেতি - যৈরেব সিক্তমার্গাস্তৈরেব সংস্পৃষ্টা ইত্যনেনানুপঘাতদ্যোতনাদ্গজানাং মত্তত্বেঽপি সুবশত্বং, তলে বিলাসদ্ভিস্তৈ রম্ভাদীনামত্যুচ্ছ্রিতত্বং শোভমানত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতম্। জী০ ৫৭ ॥

৫৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** [শ্রীসনাতন—**পরামৃষ্টাঃ**- রোপিত সেই সেই কদলিপ্রভৃতি বৃক্ষের ফলাদি খাওয়ার জন্য পাছে সংস্পৃষ্ট বা ধৃত হয় তাই স্থানে স্থানে রোপিত সেই সেই কদলিবৃক্ষ উঁচুবেদির উপর স্থাপিত করে পথ **উপশোভিতা** চতুর্দিক কিম্বা পথ স্বতঃ শোভমান থাকলে এর দ্বারা অধিক রূপে শোভা পেতে লাগল। আর এর দ্বারা হাতীদের উত্তম আহার সিদ্ধ হল—কলা

রুক্মিণ্যা হরণং শ্রুত্বা গীয়মানং ততস্ততঃ।
রাজানো রাজকন্যাশ্চ বভূবুর্ভৃশবিস্মিতাঃ ॥ ৫৯ ॥

৫৯। **অন্বয়** ঃ রাজানঃ রাজকন্যাশ্চ ততস্ততঃ (স্ব স্ব দেশে) গীয়মানং (লোকৈঃ কীর্তিতং) রুক্মিণ্যাঃ হরণং শ্রুত্বা ভৃশবিস্মিতাঃ ('ভৃশং' অত্যর্থং 'বিস্মিতাঃ' চমৎকৃতাঃ) বভূবুঃ।

৫৯। **মূলানুবাদ ঃ** অন্যান্য রাজগণ ও রাজকন্যাগণ আপন আপন দেশে গীয়মান শ্রীরুক্মিণীহরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করে পরম বিস্মিত হলেন।

গাছ তাদের দ্বারা মর্দিত প্রভৃতি না হওয়ায় উহাদের বৃহত্ব-দৃঢ়ত্ব প্রভৃতি মঙ্গল সূচকত্ব বোঝা গেল। [আর যা কিছু স্বামিপাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে] তথায় প্রথম পক্ষে স্থানে স্থানে ক্ষরণশীল হস্তীর মদের দ্বারা পক্ষান্তরে গন্ধজলাদি দ্বারা পথ সিক্ত হয়ে গেল]॥ জী° ৫৭ ॥

৫৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** মদচ্যুদ্ভিরাহূত প্রেষ্ঠভূভুজাং গজৈর্দ্বারঃসু পরামৃষ্টরম্ভাপূগোপশোভিতা ॥ বি° ৫৭ ॥

৫৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** আহূত শ্রেষ্ঠ নরপতিগণের মদস্রাবী হস্তীর দ্বারা রাজপথ সিক্ত হল। আর দ্বারদেশ দীর্ঘ কলা ও সুপারি গাছের দ্বারা অতিশয় শোভিত হল॥ বি° ৫৭ ॥

৫৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** প্রেষ্ঠভূভুজ এব প্রায়ো নির্দ্দিশংস্তেষামন্যোন্যসঙ্গত্যা প্রহর্ষোদয়মাহ—কুর্ব্বিতি. কুরবো শ্রীভীষ্ম-ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডবাদয়ঃ, সৃঞ্জয়া দ্রুপদাদ্যাঃ, কৈকেয়াঃ সন্তর্দ্দনাদয়ঃ, বিদর্ভা ইতি কন্যাস্নেহাৎ। ক্ষত্রিয়েষু তাদৃশহরণস্য প্রশস্ত্যেন পূর্ব্বমেব চ শ্রীকৃষ্ণস্য স্বাভিরুচিতত্বেন যোগ্যবরলাভাৎ প্রায়ঃ শ্রীবলদেবাদিভির্মুনিজনাদিদ্বারা বোধয়িত্বা তেষামানীতত্বেনাসঙ্কোচাচ্চ। শ্রীভীষ্মকাদীনামপ্যাগমনং বোধ্যতে। তে চ ভীষ্মক-ক্রথ-কৈশিকাদয়ঃ। যদব—উগ্রসেনাদয়ঃ, তদভেদাৎ শ্রীনন্দাদয়োঽপীত্যেকে ; তথা চ পাদ্মোত্তরখণ্ডে—'নন্দগোপোঽথ গোপালৈর্গোপবৃদ্ধৈঃ সমাগতঃ। স্বলঙ্কৃতাভির্যোষিদ্ভির্যশোদাপি সমাগতা॥' ইতি। তত্রাভিপ্রায়বিশেষেণ পূর্ব্বমেব শ্রীব্রজেশ্বরস্য সম্মতিপ্রার্থনা কংসবধানন্তরং 'জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্' (শ্রীভা ১০।৪৫।২৩) ইত্যত্রৈব সূচিতা, কুন্তয়ঃ—কুন্তিভোজাদ্যাঃ, পরিতস্তদ্বিবাহযোগ্য-স্বস্বপ্রয়োজনার্থমিতস্ততো ধাবতাম্॥ জী° ৫৮ ॥

৫৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতিশয় প্রিয় রাজন্যবর্গ যাদের নাম উল্লেখ করা হল, পরস্পর মিলিত তাদের যে আনন্দোচ্ছ্বাস উদয় হল তা বলা হচ্ছে, 'কুরুঃ' ইতি। কুরুকুলের শ্রীভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডবাদি, সৃঞ্জয় দ্রুপদাদি, ঋষভদেবের পুত্র বিদর্ভ—এরা সব এলেন কন্যা রুক্মিণীর প্রতি স্নেহে। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে তাদৃশ বিবাহ অতিশয় প্রশস্ত থাকা হেতু এবং পূর্বেই

দ্বারকায়ামভূদ্রাজন্ মহামোদঃ পুরৌকসাম্ ।
রুক্মিণ্যা রময়োপেতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং শ্রিয়ঃ পতিম্ ॥ ৬০ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
রুক্মিণ্যুদ্বাহে চতুষ্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

৬০। **অন্বয়ঃ** রাজন্ ! দ্বারকায়াং 'শ্রিয়ঃ' (সর্বাশ্রয়ভূতায়াঃ পরম লক্ষ্ম্যাঃ) পতিং কৃষ্ণং রময়া (শ্রীরমারূপয়া) রুক্মিণ্যা উপেতং (যুক্তং) দৃষ্ট্বা পুরৌকসাং (দ্বারকাবাসিনাং) মহামোদঃ অভূৎ।

৬০। **মূলানুবাদঃ** হে রাজা পরীক্ষিৎ ! দ্বারকায় সর্বাশ্রয়ভূতা পরম লক্ষ্মীর পতি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরমারূপা শ্রীরুক্মিণীর সহিত সঙ্গত দেখে দ্বারকাবাবাসী জনগণ অতিশয় আনন্দ অনুভব করতে লাগলেন।

শ্রীকৃষ্ণের স্বাভিরুচিত হওয়া হেতু যোগ্য অভীষ্ট লাভ হেতু শ্রীবলদেবাদি মুনিজনের দ্বারা বুঝানোতে ঐসব রাজন্যবর্গকে আনার বিষয়ে কোনও সঙ্কোচ হয়নি। পিতা ভীষ্মকাদির আগমন যে হয়েছিল তা বুঝা যাচ্ছে পিতা ভীষ্মক বলতে ভীষ্মক-ক্রথ-কৈশিকাদি। যদু উগ্রসেনাদি যাদবগণ। এদের সহিত অভেদ হেতু শ্রীনন্দাদিগোপগণও এলেন এই উৎসবে, ইহা কেউ কেউ বলে থাকেন, যথা - [তথাচ পাদ্মোত্তরখণ্ডে—"নন্দগোপোঽথ গোপালৈর্গোপবৃদ্ধৈঃ সমাগতঃ। স্বলঙ্কৃতাভির্যোষিদ্ভির্যশোদাপি সমাগতা ॥"]

অর্থাৎ অনন্তর শ্রীনন্দগোপ গোপালক বৃদ্ধগোপগণের সহিত এবং যশোদা উত্তমালঙ্কারে অলঙ্কৃতা যোষিদ্গণের সহিত আগমন করেছিলেন এই বিবাহ-উৎসবে। তৎ বিষয়ে অভিপ্রায় বিশেষের দ্বারা পূর্বেই শ্রীব্রজেশ্বর নন্দের সম্মতি প্রার্থনা কংস-বধের পর—'হে পিতঃ ! আপনারা সম্প্রতি ব্রজে গমন করুন, আমরাও বসুদেবাদি সুহৃদ্গণের অভিলষিত কর্মসকল সমাপন দ্বারা তাদিকে সন্তুষ্ট করত বিরহ দুঃখকাতর জ্ঞাতিভাবাপন্ন আপনাদিকে দেখতে যাব।" (শ্রীভাঃ ১০।৪৫ ২৩) এখানেই সূচিত হয়েছে। **কুন্তয়ঃ**—কুন্তিবংশীয় ও বিদর্ভরাজ ভোজাদি বংশীয়গণ চারদিকে সেই বিবাহযোগ্য প্রয়োজনের জন্য ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করছিলেন ॥ জী॰ ৫৮ ॥

৫৯। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা ঃ** ততস্ততঃ স্বস্বদেশে ভূশমত্যর্থং বিস্মিতাঃ, তেন প্রকারেণ হরণাৎ তত্র সতামাকাঙ্ক্ষাজনিষ্ঠ, অসতান্তু ভয়মিতি বিশেষো জ্ঞেয়ঃ ॥ জী॰ ৫৯ ॥

৫৯। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর অন্যান্য রাজন্যবর্গ নিজ নিজ দেশে গীয়মান রুক্মিণীহরণ বৃত্তান্ত শ্রবণে অতিশয় বিস্মিত হয়েছিল।—সেই প্রকারে হরণ হেতু তথায় সাধু লোকদের সেই ভাগ্যপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা আর অসৎ লোকদের ভয় জন্মাল ॥ জী॰ ৫৯ ॥

৬০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** বিবাহানন্তরঞ্চ তয়োঃ সুখসঙ্গতিদর্শনাৎ-দ্বারকাবাসিনঃ সর্ব্বে পরমানন্দতুন্দিলা বভূবুরিত্যাহ—দ্বারকায়ামিতি। কৃষ্ণং স্বয়ং ভগবন্তমতঃ শ্রিয়ঃ সর্ব্বাশ্রয়ভূতায়াঃ পরমলক্ষ্ম্যাঃ পতিমিতি তস্মৈ তাদৃশী শ্রীরবশ্যমেবাপেক্ষ্যত ইতি ভাবঃ। সা চাধুনা মিলিতৈবেত্যাহ—রময়েতি তস্যাপি রমণহেতুত্বেন তন্নাম্না, অতো মহান্ মোদঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টানন্দোঽভূৎ ॥ জী০ ৬০ ॥

৬০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** বিবাহের পর কৃষ্ণরুক্মিণীর সুখমিলন-দর্শন হেতু দ্বারকাবাসীরা সকলে পরমানন্দ স্ফূর্ত্তি লাভ করল. এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দ্বারকায়াম্ ইতি—শ্লোকটি। **কৃষ্ণঃ**—স্বয়ং ভগবান্‌কে অতএব **শ্রিয়ঃ**—সর্বাশ্রয়ভূতা পরমলক্ষ্মীর পতি, তাই তাঁর জন্য তাদৃশী লক্ষ্মীর অপেক্ষা অবশ্যই আছে, এরূপ ভাব। সেই লক্ষ্মীই অধুনা মিলিত হল, এই আশয়ে রময়া ইতি। **রময়া**—সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিণী তারও প্রাণবল্লভ হওয়া হেতু সেই নামে অভিহিত, অতএব দ্বারকাবাসী **মহান্মোদঃ**—অতিশয় আনন্দ হল।

[শ্রীসনাতন—**হে রাজন্**—হে রাজা পরীক্ষিৎ! এই বার্তা শ্রবণে উদিত অতিশয় হর্ষের সহিত বিরাজমান তাঁর সেইরূপ সম্বোধনে হেতু, অথবা মহাহর্ষে দীপ্ত তাই 'রাজন্' বলে সম্বোধন। ॥ জী০ ৬০ ॥

৫৮-৬০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** পরিধাবতাং বন্ধূনাং মধ্যে মিথঃ সমেত্য ॥ বি০ ৫৮-৬০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুষ্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

৫৮-৬০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** মিথোপরিধাবতাং—সঞ্চরমান বন্ধুগণ পরস্পর মিলিত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন ॥ বি০ ৫৮-৬০ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু দীনমণিকৃত
দশমে চতুষ্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।